ত্রয়োদশ অধ্যায়

মহান আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পরিচ্ছেদ - ২৪২

মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা ওয়াজেব

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلا تَكْفُرُونِ } [البقرة : ١٥٢]

অর্থাৎ, তোমরা আমাকে স্মরণ কর; আমিও তোমাদের স্মরণ করব। তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, আর কৃতঘ্ন হয়ো না। *(সূরা বাক্বারা ১৫২ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন,

{ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ } [إبراهيم : ٧]

অর্থাৎ, তোমরা কৃতজ্ঞ হলে তোমাদেরকে অবশ্যই অধিক দান করব, আর অকৃতজ্ঞ হলে অবশ্যই আমার শাস্তি হবে কঠোর। *(সূরা ইব্রাহীম ৭ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেন,

{ وَقُلِ الحَمْدُ للهِ } [الإسراء : ١١١]

অর্থাৎ, বল, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই। *(সূরা ইসরা ১১১ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন,

{ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ } [يونس : ١٠]

অর্থাৎ, তাদের শেষ বাক্য হবে, আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন (সমস্ত প্রশংসা সারা জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য)। *(সূরা ইউনুস ১০ আয়াত)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، أُتِيَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنٍ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا فَأَخَذَ اللَّبَنَ. فَقَالَ جبريلُ: اَلحَمْدُ للهِ الَّذي هَدَاكَ للفِطْرَة لَوْ أَخَذْتَ الخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ. رواه مسلم

১/ ১৪০১। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, যে রাতে নবী ﷺ-কে মি'রাজ ভ্রমণে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সে রাতে তাঁর নিকট মদ ও দুধের দু'খানা পাত্র আনা হল। তখন তিনি উভয়ের দিকে তাকিয়ে দেখে দুধের বাটি খানা তুলে নিলেন। এ দেখে জিব্রাঈল ﷺ বললেন ঃ **সেই আল্লাহর প্রশংসা** যিনি আপনাকে প্রকৃতির দিকেই পথ দেখালেন। যদি আপনি মদের পাত্রটি ধারণ করতেন, তাহলে আপনার উম্মত পথভ্রষ্ট হয়ে যেত। *(মুসলিম)*

২/ ১৪০২। (এখানে উল্লিখিত হাদীসটি সহীহ নয়।)

وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشعَرِي ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((إِذَا مَاتَ وَلَدُ العَبْدِ قَالَ اللهُ تَعَالَى لِمَلائِكَتِه : قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي ؟ فَيَقُولُونَ : نَعَمْ ، فيَقُولُ : قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤادِه ؟ فيَقُولُونَ : نَعَمْ ، فيَقُولُ : مَاذَا قَالَ عَبْدِي ؟ فَيَقُولُونَ : حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ، فيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: ابْنُوا لِعَبْدِي بَيتاً فِي الجَنَّةِ، وَسَمُّوهُ بَيْتَ الحَمْدِ)). رواه الترمذي، وقال: ((حديث حسن))

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৩/ ১৪০৩। আবূ মূসা আশআরী ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যখন কোন বান্দার সন্তান মারা যায়, তখন মহান আল্লাহ স্বীয় ফিরিশ্তাদেরকে বলেন, তোমরা আমার বান্দার সন্তানের জীবন হনন করেছ কি? তাঁরা বলেন, হ্যাঁ। তিনি বলেন, তোমরা তার হৃদয়ের ফলকে হনন করেছ কি? তাঁরা বলেন, হ্যাঁ। তিনি বলেন, সে সময় আমার বান্দা কি বলেছে? তারা বলে, সে আপনার হাম্দ (প্রশংসা) করেছে ও 'ইন্না লিল্লাহি অইন্না ইলাইহি রা-জিঊন' (অর্থাৎ, আমরা তোমার এবং তোমার কাছেই অবশ্যই ফিরে যাব) পাঠ করেছে। মহান আল্লাহ বলেন, আমার (সন্তানহারা) বান্দার জন্য জান্নাতের মধ্যে একটি গৃহ নির্মাণ কর, আর তার নাম রাখ, 'বায়তুল হাম্দ' (প্রশংসাভবন)। *(তিরমিযী হাসান)*

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ العَبْدِ يَأْكُلُ الأَكْلَةَ ، فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا ، وَيَشْرَبُ الشَّرْبَةَ ، فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا)). رواه مسلم

৪/ ১৪০৪। আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ সেই বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হন, যে বান্দা কিছু খেলে আল্লাহর প্রশংসা করে এবং কিছু পান করলেও আল্লাহর প্রশংসা করে (অর্থাৎ, আল-হামদু লিল্লাহ পড়ে)। *(মুসলিম)*

চতুর্দশ অধ্যায়

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর দরূদ ও সালাম প্রসঙ্গে

পরিচ্ছেদ - ২৪৩

নবী ﷺ-এর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করার আদেশ, তার মাহাত্ম্য ও শব্দাবলী

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً }

নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফিরিশ্তাগণও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন। হে মু'মিনগণ! তোমরাও তাঁর প্রতি অনুগ্রহ প্রার্থনা কর এবং তাঁকে যথাযথভাবে সালাম জানাও। *(সূরা আহযাব ৫৬ আয়াত)*

وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ ، رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّه سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : ((مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْراً)) . رواه مسلم

১/ ১৪০৫। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র আ'স ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ পাঠ করবে আল্লাহ তার দরুন তার উপর দশটি রহমত (করুণা) অবতীর্ণ করবেন। *(মুসলিম)*

وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((أَوْلَى النَّاسِ بِي يَومَ القِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلاَةً)) . رواه الترمذي، وقال : ((حديث حسن)) .

২/ ১৪০৬। ইবনে মাসউদ ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তি সব লোকের চাইতে আমার বেশী নিকটবর্তী হবে, যে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী আমার উপর দরূদ পড়বে। *(তিরমিযী, হাসান)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَنْ أَوسِ بنِ أَوسٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَومَ الجُمُعَةِ ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاةِ فِيهِ ، فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ)). قَالَ : قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَكَيفَ تُعْرَضُ صَلاَتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ ؟! قَالَ : يَقُولُ بَلِيتَ . قَالَ : ((إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ)) . رواه أَبُو داود بإسنادٍ صحيح

৩/ ১৪০৭। আওস ইবনে আওস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের দিনগুলির মধ্যে সর্বোত্তম দিন হচ্ছে জুমআর দিন। সুতরাং ঐ দিন তোমরা আমার উপর অধিকমাত্রায় দরূদ পড়। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার কাছে পেশ করা হয়। লোকেরা বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি তো (মারা যাওয়ার পর) পচে-গলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেন। সে ক্ষেত্রে আমাদের দরূদ কিভাবে আপনার কাছে পেশ করা হবে? তিনি বললেন, আল্লাহ পয়গম্বরদের দেহসমূহকে খেয়ে ফেলা মাটির উপর হারাম করে দিয়েছেন। (বিধায় তাঁদের শরীর আবহমান কাল ধরে অক্ষত থাকবে।) *(আবু দাউদ, বিশুদ্ধ সানাদ)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ)) . رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

৪/ ১৪০৮। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই অভিশাপ দিলেন যে, সেই ব্যক্তির নাক ধূলা-ধূসরিত হোক যার কাছে আমার নাম উল্লেখ করা হল, অথচ সে (আমার নাম শুনেও) আমার প্রতি দরূদ পড়ল না। (অর্থাৎ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলল না।) *(তিরমিযী হাসান)*

وَعَنْه ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لاَ تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيداً ، وَصَلُّوا عَلَيَّ ، فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ)) . رواه أَبُو داود بإسنادٍ صحيح

৫/ ১৪০৯। উক্ত রাবী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা আমার কবরকে উৎসব কেন্দ্রে পরিণত করো না (যেমন কবর পূজারীরা উরস ইত্যাদির মেলা লাগিয়ে করে থাকে)। তোমরা আমার প্রতি দরূদ পেশ কর। কারণ, তোমরা যেখানেই থাক, তোমাদের পেশকৃত দরূদ আমার কাছে পৌঁছে যায়। *(আবূ দাউদ বিশুদ্ধ সূত্রে)*

وَعَنْه : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلاَّ رَدَّ اللهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ)) . رواه أَبُو داود بإسنادٍ صحيح

৬/ ১৪১০। উক্ত রাবী হতে এটি বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে কোন ব্যক্তি যখন আমার উপর সালাম পেশ করে, তখন আল্লাহ আমার মধ্যে আমার আত্মা ফিরিয়ে দেন এবং শেষ পর্যন্ত আমি তার সালামের জবাব দিই। *(আবূ দাউদ- বিশুদ্ধ সানাদ)*

(এর ধরন আল্লাহই জানেন। অবশ্য এর অর্থ এ নয় যে, তাঁর জবাব কেউ শুনতে পায়।)

وَعَنْ عَلِيٍّ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((البَخِيلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ)) . رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৭/ ১৪১১। আলী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রকৃত কৃপণ সেই ব্যক্তি, যার কাছে আমি উল্লিখিত হলাম (আমার নাম উচ্চারিত হল), অথচ সে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করল না। *(তিরমিযী হাসান সহীহ)*

وَعَنْ فَضَالَةَ بن عُبَيْدٍ ﷺ ، قَالَ : سَمِعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلاً يَدْعُو فِي صَلاَتِه لَمْ يُمَجِّدِ اللهَ تَعَالَى، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((عَجِلَ هَذَا)) ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ - أَوْ لِغَيْرِه - : ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ رَبِّه سُبْحَانَهُ ، وَالثَّنَاءِ عَلَيْه ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ يَدْعُو بَعْدُ بِمَا شَاءَ)) . رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

৮/ ১৪১২। ফাযালা ইবনে উবাইদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি লোককে নামাযে প্রার্থনা করতে শুনলেন। সে কিন্তু তাতে আল্লাহর প্রশংসা করেনি এবং নবী ﷺ-এর উপর দরূদও পড়েনি। এ দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, লোকটি তাড়াহুড়ো করল। অতঃপর তিনি তাকে ডাকলেন ও তাকে অথবা অন্য কাউকে বললেন, যখন কেউ দুআ করবে তখন সে যেন তার পবিত্র প্রতিপালকের প্রশংসা বর্ণনা যোগে ও আমার প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ ক'রে দুআ আরম্ভ করে, তারপর যা ইচ্ছা (যথারীতি) প্রার্থনা করে। *(আবূ দাউদ, তিরমিযী)*

وَعَنْ أَبِي مُحَمَّد كَعْب بن عُجْرَةَ ﷺ ، قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ؟ قَالَ : ((قُولُوا : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ . اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ)) . متفقٌ عَلَيْه

৯/ ১৪১৩। আবূ মুহাম্মাদ কা'ব ইবনে উজরাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ (একদা) আমাদের নিকট এলেন। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনার প্রতি কিভাবে সালাম পেশ করতে হয় তা জেনেছি, কিন্তু আপনার প্রতি দরূদ কিভাবে পাঠাব? তিনি বললেন, তোমরা পড় ঃ-

"আল্লা-হুম্মা স্বাল্লি আলা মুহাম্মাদিঁউ অআলা আ-লি মুহাম্মাদ, কামা স্বাল্লাইতা আলা আ-লি ইবরা-হীম। ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লা-হুম্মা বা-রিক আলা মুহাম্মাদিঁউ অআলা আ-লি মুহাম্মাদ, কামা বা-রাকতা আলা আ-লি ইবরা-হীম। ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।"

যার অর্থ, হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ তথা মুহাম্মাদের পরিবারবর্গের উপর রহমত বর্ষণ কর; যেমন রহমত বর্ষণ করেছিল ইব্রাহীমের পরিবারবর্গের উপর। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও অতি সম্মানার্হ। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিজনবর্গের প্রতি বর্কত নাযেল কর; যেমন বর্কত নাযেল করেছ ইব্রাহীমের পরিজনবর্গের প্রতি। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও মহা সম্মানীয়। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي مَسعُودٍ البَدرِي ﷺ ، قَالَ : أَتَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَنَحنُ فِي مَجْلِسِ سَعد بن عُبَادَةَ ﷺ، فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعد : أَمَرَنَا اللهُ تَعَالَى أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ؟ فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((قُولُوا : اَللَّهُمَّ صَلِّ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَالسَّلاَمُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ)) . رواه مسلم

১০/১৪১৪। আবূ মাসঊদ বদরী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা সা'দ ইবনে উবাদা ﷺ-এর মজলিসে উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় নবী ﷺ আমাদের কাছে এলেন। বাশীর ইবনে সা'দ তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! মহান আল্লাহ আমাদেরকে আপনার প্রতি দরূদ পড়তে আদেশ করেছেন, কিন্তু কিভাবে আপনার উপর দরূদ পড়ব? আল্লাহর রসূল ﷺ নিরুত্তর থাকলেন। পরিশেষে আমরা আশা করলাম, যদি (বাশীর) তাঁকে প্রশ্ন না করতেন (তো ভাল হত)। ক্ষণেক পর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা বল,

"আল্লা-হুম্মা স্বাল্লি আলা মুহাম্মাদিঁউ অআলা আ-লি মুহাম্মাদ, কামা স্বাল্লাইতা আলা আ-লি ইবরা-হীম। অবা-রিক আলা মুহাম্মাদিঁউ অআলা আ-লি মুহাম্মাদ, কামা বা-রাকতা আলা আ-লি ইবরা-হীম। ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।"

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ তথা মুহাম্মাদের পরিবারবর্গের উপর রহমত বর্ষণ কর; যেমন রহমত বর্ষণ করেছিল ইব্রাহীমের পরিবারবর্গের উপর। আর তুমি মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিজনবর্গের প্রতি বর্কত নাযেল কর; যেমন বর্কত নাযেল করেছ ইব্রাহীমের পরিজনবর্গের প্রতি। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও মহা সম্মানীয়।

আর সালাম কেমন, তা তো তোমরা জেনেছ। *(মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي حُمَيد السَّاعديِّ ﷺ ، قَالَ : قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ؟ قَالَ : ((قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ)) . متفقٌ عَلَيْهِ

১১/১৪১৫। আবূ হুমাইদ সায়েদী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমরা কিভাবে আপনার প্রতি দরূদ পেশ করব? তিনি বললেন, তোমরা বল, "আল্লা-হুম্মা স্বাল্লি আলা মুহাম্মাদিঁউ অআলা আযওয়া-জিহি অযুর্রিয়্যাতিহি কামা স্বাল্লাইতা আলা আ-লি ইবরা-হীম, অবা-রিক আলা মুহাম্মাদিঁউ অআলা আযওয়া-জিহি অযুর্রিয়্যাতিহি কামা বারাকতা আলা আ-লি ইবরা-হীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।"

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ, তাঁর পত্নীগণ ও তাঁর বংশধরের উপর রহমত বর্ষণ কর; যেমন তুমি ইব্রাহীমের বংশধরের উপর রহমত বর্ষণ করেছ। এবং তুমি মুহাম্মাদ, তাঁর পত্নীগণ ও তাঁর বংশধরের উপর বর্কত বর্ষণ কর যেমন তুমি ইবরাহীমের বংশধরের উপর বর্কত বর্ষণ করেছ। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত গৌরবান্বিত। *(বুখারী ও মুসলিম)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পঞ্চদশ অধ্যায়

যিক্‌র-আযকার প্রসঙ্গে

পরিচ্ছেদ - ২৪৪

যিক্‌র তথা আল্লাহকে স্মরণ করার ফযীলত ও তার প্রতি উৎসাহ দান

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ } [العنكبوت : ٤٥]

অর্থাৎ, অবশ্যই আল্লাহর স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ। *(সূরা আনকাবূত ৪৫ আয়াত)*

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

{ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ } [البقرة : ١٥٢]

অর্থাৎ, তোমরা আমাকে স্মরণ কর; আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব। *(সূরা বাক্বারা ১৫২ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন,

{ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الجَهْرِ مِنَ القَوْلِ بِالغُدُوِّ والآصَالِ وَلاَ تَكُنْ مِنَ الغَافِلِينَ } [الأعراف : ٢٠٥]

অর্থাৎ, তোমার প্রতিপালককে মনে মনে সবিনয় ও সশঙ্কচিত্তে অনুচ্চস্বরে প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায় স্মরণ কর এবং তুমি উদাসীনদের দলভুক্ত হয়ো না। *(সূরা আ'রাফ ২০৫ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেন,

{ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } [الجمعة : ١٠]

অর্থাৎ, আল্লাহকে অধিকরূপে স্মরণ কর; যাতে তোমরা সফলকাম হও। *(সূরা জুমআহ ১০ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন,

{ إِنَّ المُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ } ... إِلَى قَوْله تَعَالَى : { وَالذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيماً } [الأحزاب : ٣٥]

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) পুরুষ ও আত্মসমর্পণকারিণী (মুসলিম) নারী, বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসিনী নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগতা নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদিনী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীলা নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীতা নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীলা নারী, রোযা পালনকারী পুরুষ ও রোযা পালনকারিণী নারী, যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী (সংযমী) পুরুষ ও যৌনাঙ্গ হিফাযতকারিণী (সংযমী) নারী, **আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও আল্লাহকে অধিক স্মরণকারিণী নারী** -এদের জন্য আল্লাহ ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান রেখেছেন। *(সূরা আহযাব ৩৫ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেছেন,

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْراً كَثِيراً وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً } [الأحزاب: ٤١- ٤٢]

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। *(সূরা আহযাব ৪১-৪২ আয়াত)*

এ মর্মে আরো অনেক বিদিত আয়াত রয়েছে।

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ، ثَقِيلَتَانِ فِي الميزَانِ ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَانِ : سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ العظيمِ)) . متفقٌ عَلَيْهِ

১/১৪১৬। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন। দু'টি কলেমা (বাক্য) রয়েছে, যে দু'টি দয়াময় আল্লাহর কাছে অতি প্রিয়, জবানে (উচ্চারণে) খুবই সহজ, আমলের পাল্লায় অত্যন্ত ভারী। তা হচ্ছে, *'সুবহানাল্লাহি অবিহামদিহী, সুবহানাল্লাহিল আযীম।'* অর্থাৎ, আমরা আল্লাহ তাআলার প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করেছি, মহান আল্লাহ অতীব পবিত্র। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْهُ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لأَنْ أَقُولَ : سُبْحَانَ اللهِ ، وَالحَمْدُ للهِ ، وَلاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ ، وَاللهُ أَكْبَرُ ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ)) . رواه مسلم

২/১৪১৭। উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার এই বাক্যমালা (সুবহানাল্লাহি অলহামদুলিল্লাহি অলা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অল্লাহু আকবার। (অর্থাৎ, আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি, আল্লাহর যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ ছাড়া (সত্যিকার) কোন ইলাহ নেই এবং আল্লাহ সব চাইতে মহান) পাঠ করা সেই সমস্ত বস্তু অপেক্ষা অধিক প্রিয়, যার উপর সূর্যোদয় হয়। *(মুসলিম)*

وَعَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((مَنْ قَالَ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ ؛ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، فِي يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ وكُتِبَتْ لَهُ مِئَةُ حَسَنَةٍ ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِئَةُ سَيِّئَةٍ ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزاً مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِي ، وَلَمْ يَأتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلاَّ رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ)) . وَقَالَ : ((مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ، فِي يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ ، حُطَّتْ خَطَايَاهُ ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ)) . متفقٌ عَلَيْهِ

৩/১৪১৮। উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহ, লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।'

অর্থাৎ, এক অদ্বিতীয় আল্লাহ ব্যতীত আর কোন সত্য উপাস্য নেই। তাঁর কোন শরীক নেই। (বিশাল) রাজ্যের তিনিই সার্বভৌম অধিপতি। তাঁরই যাবতীয় স্তুতিমালা এবং সমস্ত বস্তুর উপর তিনি ক্ষমতাবান।

যে ব্যক্তি এই দুআটি দিনে একশবার পড়বে তার দশটি গোলাম আযাদ করার সমান নেকী অর্জিত হবে, একশ'টি নেকী লিপিবদ্ধ করা হবে, তার একশ'টি গুনাহ মোচন করা হবে, উক্ত দিনের সন্ধ্যা অবধি তা তার জন্য শয়তান থেকে বাঁচার রক্ষামন্ত্র হবে এবং তার চেয়ে সেদিন কেউ উত্তম কাজ করতে পারবে না। কিন্তু যদি কেউ তার চেয়ে বেশী আমল করে তবে।

তিনি আরো বলেছেন, যে ব্যক্তি দিনে একশবার *'সুবহানাল্লাহি অবিহামদিহ'* পড়বে তার গুনাহসমূহ মোচন করা হবে; যদিও তা সমুদ্রের ফেনা বরাবর হয়। *(বুখারী-মুসলিম)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنصَارِيِّ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ ؛ وَلَهُ الحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، عَشْرَ مَرَّاتٍ . كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ منْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ)) . متفقٌ عَلَيْهِ

৪/ ১৪১৯। আবূ আইয়ূব আনসারী ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহ্দাহু লা শারীকা লাহ, লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুয়া আলা কুল্লি শায়ইন ক্বাদীর' দিনে দশবার পাঠ করবে, সে ব্যক্তি ইসমাঈলের বংশধরের চারজন দাস মুক্ত করার সমান সওয়াব লাভ করবে। *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((أَلاَ أُخْبِرُكَ بِأَحَبِّ الكَلاَمِ إِلَى اللهِ ؟ إِنَّ أَحَبَّ الكَلاَمِ إِلَى اللهِ : سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ)) . رواه مسلم

৫/ ১৪২০। আবূ যার্র ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ আমাকে বললেন, আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় কথা তোমাকে জানাব না কি? আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় কথা হল, 'সুবহানাল্লা-হি অবিহামদিহ' (অর্থাৎ, আল্লাহর সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করছি।) *(মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشعَرِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمانِ، وَالحَمْدُ للهِ تَمْلأُ الميزَانَ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَالحَمْدُ للهِ تَمْلآنِ - أَوْ تَمْلأُ - مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ)). رواه مسلم

৬/ ১৪২১। আবূ মালেক আশআরী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, পবিত্রতা অর্ধেক ঈমান। আর 'আলহামদু লিল্লাহ' (কিয়ামতে নেকীর) দাঁড়িপাল্লাকে ভরে দেবে এবং 'সুবহানাল্লাহ' ও 'আলহামদু লিল্লাহ' আসমান ও যমীনের মধ্যস্থিত শূন্যতা পূর্ণ করে দেয়। *(মুসলিম)*

وَعَنْ سَعد بنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﷺ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ : عَلِّمْنِي كَلاَماً أَقُولُهُ. قَالَ : ((قُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، اللهُ أَكْبَرُ كَبِيراً ، وَالحَمْدُ للهِ كَثِيراً ، وَسُبْحَانَ اللهِ رَبِّ العَالَمِينَ ، وَلاَ حَولَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ العَزِيزِ الحَكِيمِ)) قَالَ : فَهَؤُلاَءِ لِرَبِّي ، فَمَا لِي ؟ قَالَ : ((قُلْ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي ، وَارْزُقْنِي)) . رواه مسلم

৭/ ১৪২২। সা'দ ইবনে আবী অক্কাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন বেদুঈন আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সমীপে এসে নিবেদন করল, আমাকে দুআ শিখিয়ে দিন, আমি তা পড়ব। তিনি বললেন, বল,

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহ্দাহু লা শারীকা লাহ, আল্লাহু আকবারু কাবীরা, অলহামদু লিল্লাহি কাষীরা, অসুবহানাল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন, অলা হাউলা অলা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আযীযিল হাকীম।'

অর্থাৎ, এক অদ্বিতীয় আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত সত্য উপাস্য নেই, তাঁর কোন অংশীদার নেই। আল্লাহ সর্বাধিক মহান, আল্লাহর অতীব প্রশংসা, বিশ্বচরাচরের পালনকর্তা আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি। মহা পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহর সাহায্য ছাড়া নড়া-সরা করার (পাপ ও

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

অশুভ জিনিস থেকে বেঁচে থাকা এবং পুণ্যার্জন ও মঙ্গল সাধন করার) ক্ষমতা নেই।

লোকটি বলল, এ সব কথাগুলি আমার প্রভুর জন্য হল, আমার জন্য কি? তিনি বললেন, তুমি বল, *'আল্লা-হুম্মাগ্‌ফিরলী অরহামনী অহদিনী অরযুক্বনী।'*

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর। আমার প্রতি দয়া কর। আমাকে সৎপথ প্রদর্শন কর ও আমাকে জীবিকা দাও। *(মুসলিম)*

وَعَنْ ثَوبَانَ ﷺ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلاَتِه اسْتَغْفَرَ ثَلاثًا ، وَقَالَ : ((اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ ، وَمِنْكَ السَّلاَمُ ، تَبَارَكْتَ يَاذَا الجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ)). قِيلَ لِلأَوْزَاعِيِّ - وَهُوَ أَحَدُ رُوَاةِ الحَدِيثِ - : كَيْفَ الاسْتِغْفَارُ ؟ قَالَ : يَقُولُ : أَسْتَغْفِرُ اللهَ ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ . رواه مسلم

৮/ ১৪২৩। সাওবান ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ যখন নামায থেকে সালাম ফিরার পর ঘুরে বসতেন, তখন তিনবার 'ইস্তিগফার' (ক্ষমা প্রার্থনা) করতেন আর পড়তেন, *'আল্লাহুম্মা আন্তাস সালামু অমিনকাস সালামু তাবারাকতা ইয়া যাল-জালালি অল-ইকরাম।* অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি শান্তিময়, তোমার নিকট থেকেই শান্তি আসে। তুমি বর্কতময় হে মহিমান্বিত ও মহানুভব।

এ হাদীসটির অন্যতম বর্ণনাকারী আওযায়ী (রহঃ)কে প্রশ্ন করা হল, 'ইস্তিগফার' কিভাবে হবে? উত্তরে তিনি বললেন, বলবে, 'আস্তাগফিরুল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ।' (অর্থাৎ, আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।) *(মুসলিম)*

وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بنِ شُعبَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلاَةِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ((لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اَللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ)) . متفقٌ عَلَيْه

৯/ ১৪২৪। মুগীরা বিন শু'বাহ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ যখন নামাযান্তে সালাম ফিরতেন তখন এই দুআ পড়তেনঃ

'লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহ, লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। আল্লা-হুম্মা লা মা-নিয়া লিমা আ'ত্বাইতা, অলা মু'ত্বিয়া লিমা মানা'তা অলা য়্যানফাউ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দ।'

অর্থাৎ, এক অদ্বিতীয় আল্লাহ ব্যতীত আর কোন সত্য উপাস্য নেই। তাঁর কোন শরীক নেই। (বিশাল) রাজ্যের তিনিই সার্বভৌম অধিপতি। তাঁরই যাবতীয় স্তুতিমালা এবং সমস্ত বস্তুর উপর তিনি ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ! তুমি যা দান কর তা রোধ করার এবং যা রোধ কর তা দান করার সাধ্য কারো নেই। আর ধনবানের ধন তোমার আযাব থেকে মুক্তি পেতে কোন উপকারে আসবে না। *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنهُمَا أَنَّه كَانَ يَقُولُ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ ، حِيْنَ يُسَلِّمُ : ((لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الحَسَنُ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الكَافِرُونَ)). قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، يُهَلِّلُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ . رواه مسلم

১০/১৪২৫। আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি প্রতিটি নামাযের পশ্চাতে যখন সালাম ফিরতেন, তখন এই দুআটি পড়তেন,

"লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহ, লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। লা হাউলা অলা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি। লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অলা না'বুদু ইল্লা ইয়্যা-হু লাহুন্নি'মাতু অলাহুল ফাযলু অলাহুস সানা-উল হাসান, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুখলিস্বীনা লাহুদ্দীনা অলাউ কারিহাল কা-ফিরূন।"

অর্থাৎ, এক অদ্বিতীয় আল্লাহ ব্যতীত আর কোন সত্য উপাস্য নেই। তাঁর কোন শরীক নেই। (বিশাল) রাজ্যের তিনিই সার্বভৌম অধিপতি। তাঁরই যাবতীয় স্তুতিমালা এবং সমস্ত বস্তুর উপর তিনি ক্ষমতাবান। আল্লাহর প্রেরণা দান ছাড়া পাপ থেকে ফিরার এবং সৎকাজ করার (নড়া-সরার) শক্তি নেই। আল্লাহ ব্যতীত কেউ সত্য উপাস্য নেই। তাঁর ছাড়া আমরা আর কারো ইবাদত করিনা, তাঁরই যাবতীয় সম্পদ, তাঁরই যাবতীয় অনুগ্রহ, এবং তাঁরই যাবতীয় সুপ্রশংসা, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। আমরা বিশুদ্ধ চিত্তে তাঁরই উপাসনা করি, যদিও কাফেরদল তা অপছন্দ করে।

ইবনে যুবাইর ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ উক্ত দুআটি প্রত্যেক নামাযের পর পড়তেন। *(মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ فُقَراءَ الْمُهَاجِرِينَ أَتَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَقَالُوا : ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالدَّرَجَاتِ العُلَى ، وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي ، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَلَهُمْ فَضْلٌ مِنْ أَمْوَالٍ ، يَحُجُّونَ ، وَيَعْتَمِرُونَ ، وَيُجَاهِدُونَ ، وَيَتَصَدَّقُونَ . فَقَالَ : ((أَلاَ أُعَلِّمُكُمْ شَيْئاً تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ ، وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ ، وَلاَ يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلاَّ مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ؟)) قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : ((تُسَبِّحُونَ ، وَتَحْمَدُونَ ، وَتُكَبِّرُونَ ، خَلْفَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاثاً وَثَلاثِينَ)). قَالَ أَبُو صَالِحٍ الرَّاوِي عَن أَبِي هُرَيرَةَ ، لَمَّا سُئِلَ عَنْ كَيْفِيَّةِ ذِكْرِهِنَّ قَالَ : يَقُول : سُبْحَان اللهِ ، وَالحَمْدُ للهِ، واللهُ أَكْبَرُ ، حَتَّى يَكُونَ مِنهُنَّ كُلُّهُنَّ ثَلاثاً وَثَلاثِينَ. متفقٌ عَلَيْه

وَزَادَ مُسلِمٌ فِي رِوَايَتِه : فَرَجَعَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالُوا : سَمِعَ إِخْوَانُنَا أَهْلُ الأَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا فَفَعَلُوا مِثْلَهُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤتِيه مَنْ يَشَاءُ)) .

১১/১৪২৬। আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, একদা গরীব মুহাজির (সাহাবাগণ) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! ধনীরাই তো উঁচু উঁচু মর্যাদা ও চিরস্থায়ী সম্পদের অধিকারী হয়ে গেল। তারা নামায পড়ছে যেমন আমরা নামায পড়ছি, তারা রোযা রাখছে যেমন আমরা রাখছি। কিন্তু তাদের উদ্বৃত্ত মাল আছে, ফলে তারা হজ্জ করছে, উমরাহ করছে, জিহাদ করছে ও সাদকাহ করছে, (আর আমরা করতে পারছি না)। এ কথা শুনে তিনি বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন জিনিস শিখিয়ে দিব না, যার দ্বারা তোমরা তোমাদের

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

অগ্রবর্তীদের মর্যাদা লাভ করবে, তোমাদের পরবর্তীদের থেকে অগ্রবর্তী থাকবে এবং তোমাদের মত কাজ যে করবে সে ছাড়া অন্য কেউ তোমাদের চাইতে শ্রেষ্ঠতর হতে পারবে না? তাঁরা বললেন, অবশ্যই হে আল্লাহর রসূল! (আমাদেরকে তা শিখিয়ে দিন।) তিনি বললেন, প্রত্যেক (ফরয) নামাযের পরে ৩৩ বার তাসবীহ, তাহমীদ ও তাকবীর পাঠ করবে।

আবূ হুরাইরা থেকে বর্ণনাকারী আবূ সালেহ বলেন, কিভাবে পাঠ করতে হবে, তা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, 'সুবহানাল্লাহ', 'আল্লাহু আকবার' ও 'আল-হামদু লিল্লাহ' বলবে। যেন প্রত্যেকটি বাক্য ৩৩ বার ক'রে হয়। *(বুখারী-মুসলিম)*

মুসলিমের বর্ণনায় এ কথা বাড়তি আছে যে, অতঃপর গরীব মুহাজিরগণ পুনরায় আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, আমরা যে আমল করছি, সে আমল আমাদের ধনী ভায়েরা শোনার পর তারাও আমল শুরু করে দিয়েছে? (এখন তো তারা আবার আমাদের চেয়ে অগ্রবর্তী হয়ে যাবে।) আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, এ হল আল্লাহর অনুগ্রহ; তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন।

وَعَنْه ، عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ ، وحَمِدَ اللهَ ثَلاثاً وَثَلاَثِينَ ، وَكَبَّرَ اللهَ ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ ، وَقَالَ تَمَامَ المِئَةِ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ)). رواه مسلم

১২/ ১৪২৭। উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক (ফরয) নামায বাদ ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদু লিল্লাহ ও ৩৩ বার আল্লাহু আকবার এবং একশত পূর্ণ করতে 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুয়া আলা কুল্লি শায়ইন ক্বাদীর' পড়বে, তার গুনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হবে; যদিও তা সমুদ্রের ফেনার সমান হয়। *(মুসলিম)*

وَعَنْ كَعْبِ بنِ عُجْرَةَ ﷺ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((مُعَقِّبَاتٌ لاَ يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ ــ أَوْ فَاعِلُهُنَّ ــ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ: ثَلاَثٌ وَثَلاَثُونَ تَسْبِيحَةً. وَثَلاَثٌ وثَلاَثُونَ تَحْمِيدَةً ، وَأَرْبَعٌ وَثَلاَثُونَ تَكْبِيرَةً)) . رواه مسلم

১৩/ ১৪২৮। কা'ব ইবনে উজরাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নামাযান্তে কিছু বাক্য রয়েছে বা কিছু কর্ম রয়েছে, সেগুলি যে পড়বে বা করবে, সে আদৌ ব্যর্থ হবে না। তা হচ্ছে প্রত্যেক ফরয নামায বাদ ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ ও ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পড়া। *(মুসলিম)*

وَعَنْ سَعدِ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ دُبُرَ الصَّلَوات بِهؤُلاَءِ الكَلِمَاتِ : ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُبْنِ وَالبُخْلِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ العُمُرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ القَبْرِ)) . رواه البخاري

১৪/ ১৪২৯। সা'দ ইবনে আবী অক্কাস ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযসমূহের শেষাংশে এই দুআ পড়ে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন,

'আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল বুখলি অ আউযু বিকা মিনাল জুবনি অ আউযু বিকা

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

মিন আন উরাদ্দা ইলা আরযালিল উমুরি অ আঊযু বিকা মিন ফিতনাতিদ্দুন্‌য়্যা অ আঊযু বিকা মিন ফিতনাতিল ক্বাব্‌র।'

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট কার্পণ্য ও ভীরুতা থেকে পানাহ চাচ্ছি, স্থবিরতার বয়সে কবলিত হওয়া থেকে আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি আর দুনিয়ার ফিতনা ও কবরের ফিতনা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। *(বুখারী)*

وَعَنْ مُعَاذٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، أَخَذَ بِيَدِه ، وَقَالَ : ((يَا مُعَاذُ ، وَاللهِ إِنِّي لأُحِبُّكَ)) فَقَالَ: ((أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ لاَ تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ تَقُولُ : اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ)) . رواه أَبُو داود بإسناد صحيح

১৫/ ১৪৩০। মুআয ﷺ থেকে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হাত ধরে বললেন, হে মুআয! আল্লাহর শপথ! আমি অবশ্যই তোমাকে ভালবাসি। অতঃপর তিনি বললেন, হে মুআয! আমি তোমাকে অসিয়ত করছি যে, তুমি প্রত্যেক নামাযের শেষাংশে এ দুআটি পড়া অবশ্যই ত্যাগ করবে না,

'আল্লা-হুম্মা আইন্নী আলা যিক্‌রিকা অশুকরিকা অহুসনি ইবা-দাতিক।'

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তোমার যিক্‌র (স্মরণ), শুক্‌র (কৃতজ্ঞতা) এবং সুন্দর ইবাদত করতে সাহায্য দান কর। *(আবূ দাউদ, সহীহ সানাদ)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعٍ ، يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ ، وَمِنْ عَذَابِ القَبْرِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالْمَمَاتِ ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ)) . رواه مسلم

১৬/ ১৪৩১। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ (নামাযের মধ্যে) তাশাহহুদ (অর্থাৎ, আত্‌-তাহিয়্যাত) পড়বে তখন সে যেন এ চারটি জিনিস হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে; বলবে,

'আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন আযা-বি জাহান্নাম, অমিন আযা-বিল ক্বাব্‌র, অমিন ফিতনাতিল মাহয়্যা অলমামা-ত, অমিন শার্রি ফিতনাতিল মাসীহিদ্‌ দাজ্জা-ল।'

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি জাহান্নাম ও কবরের আযাব থেকে, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে এবং কানা দাজ্জালের ফিতনার অনিষ্ট থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। *(মুসলিম)*

وَعَنْ عَلِيٍّ ﷺ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ يَكُونُ مِنْ آخِرِ مَا يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيمِ : ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ ، وَمَا أَسْرَفْتُ ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ ، لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ)) . رواه مسلم

১৭/ ১৪৩২। আলী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন নামাযের জন্য দন্ডায়মান হতেন, তখন তাশাহহুদ ও সালাম ফিরার মধ্যখানে শেষ বেলায় অর্থাৎ সালাম ফিরবার আগে) এই দুআ পড়তেন, "আল্লা-হুম্মাগফিরলী মা ক্বাদ্দামতু অমা আখ্‌খারতু অমা আসরারতু অমা আ'লানতু অমা আসরাফতু অমা আন্তা আ'লামু বিহী মিন্নী, আন্তাল

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

মুক্বাদ্দিমু অ আন্তাল মুআখ্খিরু লা ইলা-হা ইল্লা আন্ত।”

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মার্জনা কর, যে অপরাধ আমি পূর্বে করেছি এবং যা পরে করেছি, যা গোপনে করেছি এবং যা প্রকাশ্যে করেছি, যা অতিরিক্ত করেছি এবং যা তুমি আমার চাইতে অধিক জান। তুমি আদি তুমিই অন্ত। তুমি ব্যতীত কেউ সত্য উপাস্য নেই। *(মুসলিম)*

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ : ((سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي)). متفقٌ عَلَيْهِ

১৮/ ১৪৩৩। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ স্বীয় (নামাযের) রুকূ ও সিজদাতে এই তাসবীহটি অধিক মাত্রায় পড়তেন, ‘সুবহানাকা আল্লাহুম্মা রাব্বানা অবিহামদিক, আল্লাহুম্মাগফিরলী।’ অর্থাৎ, হে আমাদের প্রভু আল্লাহ! তোমার প্রশংসা সহকারে তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা কর। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْها : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ : ((سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ المَلاَئِكَةِ وَالرُّوحِ)) . رواه مسلم

১৯/ ১৪৩৪। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় (নামাযের) রুকু ও সিজদাতে পড়তেন, ‘সুব্বূহুন কুদ্দূসুন রাব্বুল মালা-ইকাতি অর্রূহ।’ অর্থাৎ, অতি নিরঞ্জন, অসীম পবিত্র ফিরিশ্তামন্ডলী ও জিবরীল ﷺ-এর প্রভু (আল্লাহ)। *(মুসলিম)*

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ - عَزَّ وَجَلَّ - ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ)) . رواه مسلم

২০/ ১৪৩৫। ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, রুকুতে তোমরা রবের বড়াই বর্ণনা কর (অর্থাৎ, ‘সুবহানা রাব্বিয়্যাল আযীম’ পড়) আর সিজদায় দুআ করতে সচেষ্ট হও। কারণ, তোমাদের জন্য সে দুআ কবুল হওয়ার উপযুক্ত। *(মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((أَقْرَبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ)) . رواه مسلم

২১/ ১৪৩৬। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বান্দা স্বীয় প্রভুর সর্বাধিক নিকটবর্তী হয় তখন, যখন সে সাজদার অবস্থায় হয়। সুতরাং (ঐ সময়) তোমরা বেশি মাত্রায় দুআ কর। *(মুসলিম)*

وَعَنْه : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ : ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ : دِقَّهُ وَجِلَّهُ ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ ، وَعَلاَنِيَتَهُ وَسِرَّهُ)) . رواه مسلم

২২/ ১৪৩৭। উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ সিজদা করার সময় এই দুআ পড়তেন, ‘আল্লা-হুম্মাগ্ফিরলী যামবী কুল্লাহ, দিক্কাহু অজিল্লাহ, অআউওয়ালাহু অ আ-খিরাহ, অ আলা-নিয়্যাতাহু অসির্রাহ।’

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি আমার কম ও বেশী, পূর্বের ও পরের, প্রকাশিত ও গুপ্ত সকল প্রকার পাপকে মাফ করে দাও। *(মুসলিম)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا، قَالَتْ : افْتَقَدْتُ النَّبِيَّ ﷺ ، ذَاتَ لَيْلَة ، فَتَحَسَّسْتُ ، فَإِذَا هُوَ رَاكِعٌ – أَوْ سَاجِدٌ – يَقُولُ : ((سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ ، لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنتَ)) وَفِي رِوَايَة : فَوَقَعَتْ يَدِيْ عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ ، وَهُوَ فِي المَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ ، وَهُوَ يَقُولُ : ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، وَبِمعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ)). رواه مسلم

২৩/ ১৪৩৮। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাত্রে নবী ﷺ-কে (বিছানায়) নিখোঁজ পেলাম। কাজেই আমি হাতড়াতে হাতড়াতে তাকে রুকু বা সিজদার অবস্থায় পেলাম। তিনি তাতে পড়ছিলেন, 'সুবহানাকা অবিহামদিকা লা ইলা-হা ইল্লা আন্ত।' অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি তাঁর নামাযের স্থানে (সিজদায়) ছিলেন। তাঁর দু'টি পায়ের চেটোয় আমার হাত পড়ল। তাঁর পায়ের পাতা দুটো খাড়া ছিল এবং তিনি এই দুআ পড়ছিলেন, 'আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিরিয়া-কা মিন সাখাত্বিক, অবিমুআফা-তিকা মিন উক্বুবাতিক, অ আউযু বিকা মিন্কা লা উহ্সী ষানা-আন আলাইকা আন্তা কামা আষনাইতা আলা নাফসিক্।'

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার সন্তুষ্টির অসীলায় তোমার ক্রোধ থেকে, তোমার ক্ষমাশীলতার অসীলায় তোমার শাস্তি থেকে এবং তোমার সত্তার অসীলায় তোমার আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি তোমার উপর তোমার প্রশংসা গুনে শেষ করতে পারি না, যেমন তুমি নিজের প্রশংসা নিজে করেছ। *(মুসলিম)*

وَعَنْ سَعد بن أَبِي وَقَّاص ﷺ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُول الله ﷺ ، فَقَالَ : ((أَيَعجزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ فِي كُلِّ يَوم أَلْفَ حَسَنَة !)) فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسائه : كَيْفَ يَكْسِبُ أَلفَ حَسَنَة ؟ قَالَ: ((يُسَبِّحُ مِئَةَ تَسْبِيحَة فَيُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَة ، أَوْ يُحَطُّ عَنْهُ أَلفُ خَطِيئَة)) . رواه مسلم

২৪/ ১৪৩৯। সা'দ ইবনে আবূ অক্কাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি বললেন, তোমাদের কোন ব্যক্তি প্রত্যহ এক হাজার নেকী অর্জন করতে অপারগ হবে কি? তাঁর সাথে উপবিষ্ট ব্যক্তিদের একজন জিজ্ঞাসা করল, কিভাবে এক হাজার নেকী অর্জন করবে? তিনি বললেন, একশ'বার তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ) পড়বে। ফলে তার জন্য এক হাজার নেকী লেখা হবে অথবা এক হাজার গুনাহ মিটিয়ে দেওয়া হবে। *(মুসলিম)*

হুমাইদী বলেন, মুসলিম গ্রন্থে এ রকম أَوْ يُحَطُّ (অথবা --- মিটিয়ে দেওয়া হবে) এসেছে। বারক্বানী বলেন, এটিকে শো'বা, আবূ আওয়ানাহ ও ইয়াহয়্যা আলক্বাত্তান সেই মূসা হতে বর্ণনা করেছেন, যাঁর সূত্রে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন। এঁরা বলেছেন, وَيُحَطُّ (এবং --- মিটিয়ে দেওয়া হবে।) অর্থাৎ, তাতে 'ওয়াও'-এর পূর্বে 'আলিফ' বর্ণ নেই। *(আর তার মানে হল, তার জন্য এক হাজার নেকী লেখা হবে এবং এক হাজার গুনাহও মিটিয়ে দেওয়া হবে।)*

وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: ((يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلاَمَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ : فَكُلُّ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

تَسْبِيحَة صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَحْمِيدَة صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَهْلِيلة صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَكْبِيرَة صَدَقَةٌ ، وأَمْرٌ بِالمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى)). رواه مسلم

২৫/ ১৪৪০। আবূ যার্র ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকের প্রত্যেক (হাড়ের) জোড়ের পক্ষ থেকে প্রাত্যহিক (প্রদেয়) সাদকাহ রয়েছে। সুতরাং প্রত্যেক তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ বলা) সাদকাহ, প্রত্যেক তাহ্মীদ (আলহামদু লিল্লাহ বলা) সাদকাহ, প্রত্যেক তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা) সাদকাহ, প্রত্যেক তাকবীর (আল্লাহু আকবার বলা) সাদকাহ এবং ভাল কাজের আদেশ প্রদান ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা সাদকাহ। এ সব কাজের পরিবর্তে চাশ্তের দু'রাক্আত নামায যথেষ্ট হবে। *(মুসলিম)*

وَعَنْ أُمِّ الْمُؤمِنِينَ جُوَيْرِيَةَ بِنتِ الحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنهَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِيْنَ صَلَّى الصُّبْحَ وَهِيَ فِي مَسْجِدِهَا ، ثُمَّ رَجَعَ بَعدَ أَنْ أَضْحَى وَهِيَ جَالِسَةٌ ، فَقَالَ : ((مَا زِلْتِ عَلَى الحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا ؟)) قَالَتْ : نَعَمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ اليَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ : سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ ، وَرِضَا نَفْسِهِ ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ)) . رواه مسلم

وفي رواية لَهُ : ((سُبْحانَ اللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ رِضَا نَفْسِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ زِنَةَ عَرْشِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ)).

وفي رواية الترمذي: ((ألاَ أُعَلِّمُكِ كَلِمَاتٍ تَقُولِينَهَا؟ سُبحَانَ اللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ؛ سُبحَانَ اللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ ، سُبحَانَ اللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ رِضَا نَفْسِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ رِضَا نَفْسِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ رِضَا نَفْسِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ زِنَةَ عَرْشِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ زِنَةَ عَرْشِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ زِنَةَ عَرْشِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ)) .

২৬/ ১৪৪১। মু'মিন জননী জুয়াইরিয়াহ বিন্তে হারেস (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, নবী ﷺ সকাল ভোরে ফজরের নামায সমাপ্ত ক'রে তাঁর নিকট থেকে বাইরে গেলেন। আর তিনি (জুয়াইরিয়াহ) স্বীয় জায়নামাযে বসেই রইলেন। তারপর চাশ্তের সময় তিনি যখন ফিরে এলেন, তখনও তিনি সেখানেই বসেছিলেন। এ দেখে তিনি তাঁকে বললেন, যে অবস্থায় তোমাকে ছেড়ে বাইরে গেলাম সে অবস্থাতেই তুমি রয়েছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। নবী ﷺ বললেন, তোমার নিকট থেকে যাবার পর আমি চারটি বাক্য তিনবার পড়েছি। যদি সেগুলিকে তোমার সকাল থেকে (এ যাবৎ) পঠিত দুআর মুকাবেলায় ওজন করা যায়, তাহলে তা ওজনে সমান হয়ে যাবে। আর তা হচ্ছে এই যে,

'সুবহা-নাল্লা-হি অবিহামদিহী আদাদা খালক্বিহী, অরিযা নাফসিহী, অযিনাতা আরশিহী, অমিদা-দা কালিমা-তিহ্।' অর্থাৎ, আল্লাহর সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করি; তাঁর সৃষ্টির সমান সংখ্যক, তাঁর নিজ মর্জি অনুযায়ী, তাঁর আরশের ওজন বরাবর ও তাঁর বাণীসমূহের সমান সংখ্যক প্রশংসা। *(মুসলিম)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

মুসলিমের অন্য বর্ণনায় আছে, 'সুবহা-নাল্লা-হি আদাদা খালক্বিহ, সুবহা-নাল্লা-হি রিযা নাফসিহ, সুবহা-নাল্লা-হি যিনাতা আরশিহ, সুবহা-নাল্লা-হি মিদা-দা কালিমা-তিহ।'

আর তিরমিযীর বর্ণনায় আছে, (নবী ﷺ তাঁকে বললেন,) আমি কি তোমাকে এমন বাক্যাবলী শিখিয়ে দেব না, যা তুমি বলতে থাকবে? তা হচ্ছে এই যে, 'সুবহানাল্লাহি আদাদা খালকিহী---।' (প্রত্যেক বাক্য তিনবার করে।)

(জ্ঞাতব্য যে, আল্লাহর বাণীর কোন শেষ নেই।)

وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشعَرِي ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لاَ يَذْكُرُهُ مَثَلُ الحَيِّ وَالمَيِّت)) . رواه البخاري . ورواه مسلم فَقَالَ : ((مَثَلُ البَيْتِ الَّذِي يُذْكَرُ اللهُ فِيهِ ، وَالبَيْتِ الَّذِي لاَ يُذْكَرُ اللهُ فِيهِ ، مَثَلُ الحَيِّ والمَيِّت)) .

২৭/১৪৪২। আবূ মূসা আশআরী ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, যে আল্লাহর যিক্‌র করে আর যে যিক্‌র করে না, উভয়ের উদাহরণ মৃত ও জীবন্ত মানুষের মত। *(বুখারী)*

মুসলিম এটি এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, 'যে ঘরে আল্লাহর যিক্‌র করা হয় এবং যে ঘরে আল্লাহর যিক্‌র করা হয় না, উভয়ের দৃষ্টান্ত জীবিত ও মৃতের ন্যায়।

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((يَقُولُ اللهُ تَعَالَى : أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ ، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي ، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ، ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي ، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلأٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ)). متفق عَلَيْهِ

২৮/১৪৪৩। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি আমার বান্দার ধারণার পাশে থাকি। (অর্থাৎ, সে যদি ধারণা রাখে যে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন, তার তওবা কবুল করবেন, বিপদ আপদ থেকে উদ্ধার করবেন, তাহলে তাই করি।) আর আমি তার সাথে থাকি, যখন সে আমাকে স্মরণ করে। সুতরাং সে যদি তার মনে আমাকে স্মরণ করে, তাহলে আমি তাকে আমার মনে স্মরণ করি, সে যদি কোন সভায় আমাকে স্মরণ করে, তাহলে আমি তাকে তাদের চেয়ে উত্তম ব্যক্তিদের (ফিরিশ্তাদের) সভায় স্মরণ করি। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((سَبَقَ المُفَرِّدُونَ)) قَالُوا : وَمَا المُفَرِّدُونَ ؟ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: ((الذَّاكِرُونَ اللهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ)) . رواه مسلم

২৯/১৪৪৪। উক্ত রাবী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'মুফার্রিদগণ অগ্রগমন করেছে।' সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন, 'মুফার্রিদ' কারা, হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন, অতিমাত্রায় আল্লাহকে স্মরণকারী নর ও নারী। *(মুসলিম)*

وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((أَفْضَلُ الذِّكْرِ : لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ)) . رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

৩০/১৪৪৫। জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, সর্বশ্রেষ্ঠ যিক্‌র হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। *(তিরমিযী হাসান)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَنْ عَبد اللهِ بنِ بُسْرٍ ﷺ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ شَرَائِعَ الإِسْلاَمِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ ، فَأَخْبِرْنِي بِشَيءٍ أَتَشَبَّثُ بِهِ، قَالَ : ((لاَ يَزالُ لِسَانُكَ رَطباً مِنْ ذِكْرِ اللهِ)) . رواه الترمذي ، وقال: ((حديث حسن))

৩১/১৪৪৬। আব্দুল্লাহ ইবনে বুস্‌র ﷺ হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রসূল! ইসলামী বিধান তো আমার ক্ষেত্রে অনেক বেশী। সুতরাং আপনি আমাকে এমন একটি কাজ বলে দিন, যেটাকে আমি দৃঢ়ভাবে ধরে রাখতে পারি। তিনি বললেন, আল্লাহর যিক্‌রে তোমার রসনা যেন সর্বদা সিক্ত থাকে। *(তিরমিযী হাসান)*

وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ قَالَ : سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمدِهِ ، غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الجَنَّةِ)) . رواه الترمذي، وقال : ((حديث حسن))

৩২/১৪৪৭। জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি 'সুবহানাল্লাহি অবিহামদিহ' পড়ে, তার জন্য জান্নাতের মধ্যে একটি খেজুর বৃক্ষ রোপন করা হয়। *(তিরমিযী হাসান)*

وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لَقِيْتُ إِبْرَاهِيمَ لَيلَةَ أُسْرِيَ بِي ، فَقَالَ : يَا مُحَمّدُ أَقْرِئْ أُمَّتَكَ مِنِّي السَّلاَمَ ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ ، عَذْبَةُ المَاءِ ، وَأَنَّهَا قِيعَانٌ وَأَنَّ غِرَاسَهَا: سُبْحَانَ اللهِ، وَالحَمْدُ للهِ، وَلاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ)). رواه الترمذي، وقال: ((حديث حسن))

৩৩/১৪৪৮। ইবনে মাসঊদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মি'রাজের রাতে ইব্রাহীম ﷺ-এর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটে। তিনি বললেন, হে মুহাম্মাদ! তুমি তোমার উম্মতকে আমার সালাম পেশ করবে এবং তাদেরকে বলে দিবে যে, জান্নাতের মাটি পবিত্র ও উৎকৃষ্ট, তার পানি মিষ্ট। আর তা একটি বৃক্ষহীন সমতলভূমি। আর 'সুবহানাল্লাহ', 'আলহামদু লিল্লাহ' 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ও 'আল্লাহু আকবার' হল তার রোপিত বৃক্ষ। *(তিরমিযী-হাসান)*

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ ، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ ، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ ، وَخَيرٍ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ ، وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ أَن تَلْقَوا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ ؟)) قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : ((ذِكرُ اللهِ تَعَالَى)) . رواه الترمذي ، قَالَ الحاكم أَبُو عبد الله : ((إسناده صحيح))

৩৪/১৪৪৯। আবূ দার্দা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা বললেন, "আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের উত্তম কাজের সন্ধান দেব না? যা তোমাদের প্রভুর নিকট সবচেয়ে পবিত্র, তোমাদের মর্যাদা সবার চেয়ে বেশি বৃদ্ধিকারী, সোনা-চাঁদি দান করার চেয়ে উত্তম এবং শত্রুর সম্মুখীন হয়ে গর্দান কাটা ও কাটানোর চেয়ে শ্রেয়।" সকলে বলল, 'অবশ্যই বলে দিন।' তিনি বললেন, "আল্লাহ তাআলার যিক্‌র।" *(তিরমিযী, আবূ আব্দুল্লাহ হাকেম বলেছেন, এর সানাদ সহীহ)*

৩৫/১৪৫০। (এ স্থলে উল্লিখিত হাদীসটি সহীহ নয়।)

وَعَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الجَنَّةِ ؟)) فَقُلتُ : بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ : ((لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ)). متفق عَلَيْهِ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৩৬/১৪৫১। আবূ মূসা আশআরী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, তোমাকে জান্নাতের অন্যতম ধনভাণ্ডারের কথা বলে দেব না কি? আমি বললাম, অবশ্যই বলে দিন, হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন, তা হল, 'লা হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।' *(বুখারী ও মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ২৪৫

আল্লাহর যিক্‌র সর্বাবস্থায়

দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে, ওযূহীন ও (বীর্যপাত বা সঙ্গমজনিত) অপবিত্র অবস্থায় এবং মহিলাদের মাসিক অবস্থায় আল্লাহর যিক্‌র করা যায়। অবশ্য (বীর্যপাত বা সঙ্গমজনিত) অপবিত্র অবস্থায় এবং মহিলাদের মাসিক অবস্থায় কুরআন পাঠ বৈধ নয়।

মহান আল্লাহ বলেন,

{ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لأُولِي الأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ } [آل عمران : ١٩٠ ، ١٩١]

অর্থাৎ, নিশ্চয় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনে জ্ঞানী লোকেদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে। *(সূরা আলে ইমরান ১৯০-১৯১ আয়াত)*

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِه. رواهُ مسلم

১/১৪৫২। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ সর্বক্ষণ (সর্বাবস্থায়) আল্লাহর যিক্‌র করতেন। *(মুসলিম)*

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ : بِسْمِ اللهِ ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ، فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ ، لَمْ يَضُرَّهُ)) . متفق عَلَيْهِ

২/১৪৫৩। ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, যদি তোমাদের কেউ স্ত্রী সহবাসের ইচ্ছা করে, তখন এই দুআ পড়ে,

'বিসমিল্লা-হ, আল্লা-হুম্মা জান্নিবনাশ শাইত্বা-না অজান্নিবিশ শায়ত্বা-না মা রাযাক্বতানা।' অর্থাৎ, আমি আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করছি, হে আল্লাহ! তুমি শয়তানকে আমাদের নিকট থেকে দূরে রাখ এবং আমাদেরকে যে (সন্তান) দান করবে তার থেকেও শয়তানকে দূরে রাখ।

তাহলে ওদের ভাগ্যে সন্তান এলে, শয়তান তার কোন ক্ষতি করতে পারে না। *(বুখারী-মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ২৪৬

ঘুমাবার ও ঘুম থেকে উঠার সময় দুআ

عَنْ حُذَيفَةَ ، وَأَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالاَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِه ، قَالَ : ((بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَحْيَا وَأَمُوتُ)) وَإِذَا اسْتَيقَظَ قَالَ : ((الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)) . رواه البخاري

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

১/ ১৪৫৪। হুযাইফা ও আবু যার্র (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন বিছানায় শোবার জন্য যেতেন, তখন এই দুআ পড়তেন, 'বিসমিকাল্লাহুম্মা আহ্ইয়া অআমূত।' (অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তোমার নামে আমি বাঁচি ও মরি)। আর যখন ঘুম থেকে জাগতেন তখন পড়তেন। 'আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী আহয়্যা-না বা'দা মা আমা-তানা অ ইলাইহিন নুশূর।' অর্থাৎ, যাবতীয় প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে মারার পর আবার জীবিত করলেন এবং তাঁরই প্রতি পুনরুত্থান ঘটবে। *(বুখারী)*

পরিচ্ছেদ - ২৪৭

যিক্‌রের মহফিলের ফযীলত

এবং উক্ত সভায় অংশগ্রহণ করা উত্তম আর বিনা ওজরে তা ছেড়ে চলে যাওয়া নিষেধ।

আল্লাহ বলেছেন,

{ واصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالغَدَاةِ وَالعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلاَ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ }

অর্থাৎ, তুমি নিজেকে তাদের সংসর্গে আবদ্ধ রাখ, যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আহ্বান করে থাকে এবং তুমি তাদের নিকট হতে স্বীয় দৃষ্টি ফিরায়ো না। *(সূরা কাহফ ২৮ আয়াত)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إنَّ للهِ تَعَالَى مَلاَئِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ ، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمَاً يَذْكُرُونَ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - ، تَنَادَوْا : هَلُمُّوا إِلَى حَاجَتِكُمْ، فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِم إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ – وَهُوَ أَعْلَم - : مَا يَقُولُ عِبَادِي ؟ قَالَ : يَقُولُون : يُسَبِّحُونَكَ ، وَيُكَبِّرُونَكَ ، وَيَحْمَدُونَكَ ، ويُمَجِّدُونَكَ ، فَيَقُولُ : هَلْ رَأَوْنِي ؟ فَيَقُولُونَ : لاَ وَاللهِ مَا رَأَوْكَ . فَيَقُولُ : كَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي ؟! قَالَ : يَقُولُونَ : لَوْ رَأَوْكَ كَانُوا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً ، وَأَشَدَّ لَكَ تَمْجِيداً ، وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيحاً . فَيَقُولُ : فَمَاذَا يَسْأَلُونَ ؟ قَالَ : يَقُولُونَ: يَسْأَلُونَكَ الجَنَّةَ . قَالَ : يَقُولُ : وَهَل رَأَوْهَا ؟ قَالَ : يَقُولُونَ : لاَ وَاللهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا . قَالَ : يَقُولُ : فَكَيفَ لَوْ رَأَوْهَا ؟ قَالَ : يَقُولُونَ : لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصاً ، وَأَشَدَّ لَهَا طَلَباً، وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً . قَالَ : فَمِمَّ يَتَعَوَّذُونَ ؟ قَالَ : يَقُولُون : يَتَعَوَّذُونَ مِنَ النَّارِ ؛ قَالَ : فَيَقُولُ: وَهَلْ رَأَوْهَا ؟ قَالَ : يَقُولُونَ : لاَ وَاللهِ مَا رَأَوْهَا . فَيَقُولُ : كَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا ؟! قَالَ : يَقُولُونَ : لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَاراً ، وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً . قَالَ : فَيَقُولُ : فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُم ، قَالَ : يَقُولُ مَلَكٌ مِنَ المَلاَئِكَةِ : فِيهِمْ فُلاَنٌ لَيْسَ مِنْهُمْ ، إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ ، قَالَ : هُمُ الجُلَسَاءُ لاَ يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ)) . متفق عَلَيْه

১/ ১৪৫৫। আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহর কিছু ফিরিশ্তা আছেন, যাঁরা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে-ফিরে আহলে যিক্‌র খুঁজতে থাকেন। অতঃপর যখন কোন সম্প্রদায়কে আল্লাহর যিক্‌ররত অবস্থায় পেয়ে যান, তখন তাঁরা একে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

অপরকে আহবান করে বলতে থাকেন, 'এস তোমাদের প্রয়োজনের দিকে।' সুতরাং তাঁরা (সেখানে উপস্থিত হয়ে) তাদেরকে নিজেদের ডানা দ্বারা নিচের আসমান পর্যন্ত বেষ্টিত করে ফেলেন। অতঃপর তাঁদেরকে তাঁদের প্রতিপালক জানা সত্ত্বেও তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আমার বান্দারা কি বলছে?' ফিরিশ্তারা বলেন, 'তারা আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছে, আপনার মহত্ত্ব বর্ণনা করছে, আপনার প্রশংসা ও গৌরব বয়ান করছে।' আল্লাহ বলেন, 'তারা কি আমাকে দেখেছে?' ফিরিশ্তারা বলেন, 'জী না, আল্লাহর কসম! তারা আপনাকে দেখেনি।' আল্লাহ বলেন, 'কি হত, যদি তারা আমাকে দেখত?' ফিরিশ্তারা বলেন, 'যদি তারা আপনাকে দেখত, তাহলে আরো বেশী বেশী ইবাদত, গৌরব বর্ণনা ও তসবীহ করত।' আল্লাহ বলেন, 'কি চায় তারা?' ফিরিশ্তারা বলেন, 'তারা আপনার কাছে বেহেশ্ত চায়।' আল্লাহ বলেন, 'তারা কি বেহেশ্ত দেখেছে?' ফিরিশ্তারা বলেন, 'জী না, আল্লাহর কসম! হে প্রতিপালক! তারা তা দেখেনি।' আল্লাহ বলেন, 'কি হত, যদি তারা তা দেখত?' ফিরিশ্তারা বলেন, 'তারা তা দেখলে তার জন্য আরো বেশী আগ্রহান্বিত হত। আরো বেশী বেশী তা প্রার্থনা করত। তাদের চাহিদা আরো বড় হত।' আল্লাহ বলেন, 'তারা কি থেকে পানাহ চায়?' ফিরিশ্তারা বলেন, 'তারা দোযখ থেকে পানাহ চায়।' আল্লাহ বলেন, 'তারা কি দোযখ দেখেছে?' ফিরিশ্তারা বলেন, 'জী না, আল্লাহর কসম! হে প্রতিপালক! তারা তা দেখেনি।' আল্লাহ বলেন, 'কি হত, যদি তারা তা দেখত?' ফিরিশ্তারা বলেন, 'তারা তা দেখলে বেশী বেশী করে তা হতে পলায়ন করত। বেশী বেশী ভয় করত।' তখন আল্লাহ বলেন, 'আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, আমি তাদেরকে মাফ করে দিলাম।' ফিরিশ্তাদের মধ্য থেকে একজন বলেন, 'কিন্তু ওদের মধ্যে অমুক ওদের দলভুক্ত নয়। সে আসলে নিজের কোন প্রয়োজনে সেখানে এসেছে।' আল্লাহ বলেন, '(আমি তাকেও মাফ করে দিলাম! কারণ,) তারা হল এমন সম্প্রদায়, যাদের সাথে যে বসে সেও বঞ্চিত (হতভাগা) থাকে না।' *(বুখারী-মুসলিম)*

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ((إِنَّ للهِ مَلاَئِكَةً سَيَّارَةً فُضُلاً يَتَتَبَّعُونَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ ، فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِساً فِيهِ ذِكْرٌ ، قَعَدُوا مَعَهُمْ ، وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضاً بِأَجْنِحَتِهِمْ حَتَّى يَمْلَؤُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، فَإِذَا تَفَرَّقُوا عَرَجُوا وَصَعِدُوا إِلَى السَّمَاءِ ، فَيَسْأَلُهُمْ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - وَهُوَ أَعْلَمُ - : مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ ؟ فَيَقُولُونَ : جِئْنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادٍ لَكَ فِي الأَرْضِ : يُسَبِّحُونَكَ ، وَيُكَبِّرُونَكَ ، وَيُهَلِّلُونَكَ ، وَيَحْمَدُونَكَ ، وَيَسْأَلُونَكَ . قَالَ : وَمَاذَا يَسْأَلُونِي ؟ قَالُوا : يَسْأَلُونَكَ جَنَّتَكَ . قَالَ : وَهَلْ رَأَوْا جَنَّتِي ؟ قَالُوا : لاَ ، أَيْ رَبِّ . قَالَ : فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا جَنَّتِي؟! قَالُوا : وَيَسْتَجِيرُونَكَ . قَالَ : وَمِمَّ يَسْتَجِيرُونِي ؟ قَالُوا : مِنْ نَارِكَ يَا رَبِّ. قَالَ: وَهَلْ رَأَوْا نَارِي ؟ قَالُوا : لاَ ، قَالَ : فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا نَارِي ؟! قَالُوا : وَيَسْتَغفِرُونَكَ ؟ فَيَقُولُ: قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ ، وَأَعْطَيْتُهُمْ مَا سَأَلُوا ، وَأَجَرْتُهُمْ مِمَّا اسْتَجَارُوا . قَالَ : فَيَقُولُونَ : رَبِّ فِيهِمْ فُلاَنٌ عَبْدٌ خَطَّاءٌ إِنَّمَا مَرَّ ، فَجَلَسَ مَعَهُمْ . فَيَقُولُ : وَلَهُ غَفَرْتُ ، هُمُ القَومُ لاَ يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ)) .

মুসলিমের আবূ হুরাইরা কর্তৃক এক বর্ণনায় আছে, নবী ﷺ বলেন, অবশ্যই আল্লাহর

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

অতিরিক্তি কিছু ভ্রাম্যমান ফিরিশ্তা আছেন, যাঁরা যিক্রের মজলিস খুঁজতে থাকেন। অতঃপর যখন কোন এমন মজলিস পেয়ে যান, যাতে আল্লাহর যিক্র হয়, তখন তাঁরা সেখানে বসে যান। তাঁরা পরস্পরকে ডানা দিয়ে ঢেকে নেন। পরিশেষে তাঁদের ও নিচের আসমানের মধ্যবর্তী জায়গা পরিপূর্ণ করে দেন। অতঃপর লোকেরা মজলিস ত্যাগ করলে তাঁরা আসমানে উঠেন। তখন আল্লাহ আয্যা অজাল্ল অধিক জানা সত্ত্বেও তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কোথা থেকে এলে? তাঁরা বলেন, আমরা পৃথিবী থেকে আপনার এমন কতকগুলি বান্দার নিকট থেকে এলাম, যারা আপনার তাসবীহ, তাকবীর, তাহলীল ও তাহমীদ পড়ে এবং আপনার নিকট প্রার্থনা করে। তিনি বলেন, তারা আমার নিকট কি প্রার্থনা করে? তাঁরা বলেন, তারা আপনার নিকট আপনার জান্নাত প্রার্থনা করে। তিনি বলেন, তারা কি আমার জান্নাত দেখেছে? তাঁরা বলেন, না, হে প্রতিপালক! তিনি বলেন, কেমন হত, যদি তারা আমার জান্নাত দেখত? তাঁরা বলেন, তারা আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে। তিনি বলেন, তারা আমার নিকট কি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে? তাঁরা বলেন, আপনার জাহান্নাম থেকে, হে প্রতিপালক! তিনি বলেন, তারা কি আমার জাহান্নাম দেখেছে? তাঁরা বলেন, না। তিনি বলেন, কেমন হত, যদি তারা আমার জাহান্নাম দেখত? তাঁরা বলেন, আর তারা আপনার নিকট ক্ষমা চায়। তিনি বলেন, আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম, তারা যা প্রার্থনা করে তা দান করলাম এবং যা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তা থেকে আশ্রয় দিলাম। তাঁরা বলেন, হে প্রতিপালক! ওদের মধ্যে অমুক পাপী বান্দা এমনি পার হতে গিয়ে তাদের সাথে বসে গিয়েছিল। তিনি বলেন, আমি তাকেও ক্ষমা করে দিলাম! কারণ তারা সেই সম্প্রদায়, তাদের সাথে যে বসে সেও বঞ্চিত হয় না।

وَعَنْهُ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالاَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لاَ يَقْعُدُ قَومٌ يَذْكُرُوْنَ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - إلاَّ حَفَّتْهُمُ المَلائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ ؛ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ)) . رواه مسلم

২/ ১৪৫৬। আবূ হুরাইরা ﷺ ও আবূ সাঈদ ﷺ থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখনই কোন সম্প্রদায় আল্লাহ আয্যা অজাল্লার যিক্রে রত হয়, তখনই তাদেরকে ফিরিশ্তাবর্গ ঢেকে নেন, তাদেরকে রহমত আচ্ছন্ন করে নেয়, তাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ হয় এবং আল্লাহ তাঁর নিকটবর্তী ফিরিশ্তাবর্গের কাছে তাদের কথা আলোচনা করেন। *(মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي وَاقِدٍ الحَارِثِ بنِ عَوفٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي المَسْجِدِ ، وَالنَّاسُ مَعَهُ، إِذْ أَقْبَلَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَذَهَبَ وَاحِدٌ ؛ فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِي الحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا ، وَأَمَّا الآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ ، وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِباً . فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((أَلاَ أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلاَثَةِ : أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللهِ فَآوَاهُ اللهُ إِلَيْهِ . وَأَمَّا الآخَرُ فَاسْتَحْيَى فَاسْتَحْيَى اللهُ مِنْهُ ، وَأَمَّا الآخَرُ ، فَأَعْرَضَ ، فَأَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ)). متفقٌ عَلَيْهِ

৩/ ১৪৫৭। আবূ ওয়াক্বেদ হারেষ ইবনে আওফ ﷺ হতে বর্ণিত, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

মসজিদে বসেছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে কিছু লোকও ছিল। ইতিমধ্যে তিনজন লোক আগমন করল। তাদের মধ্যে দু'জন আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সামনে উপস্থিত হল এবং একজন চলে গেল। নবাগত দু'জন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পাশে দাঁড়িয়ে রইল। তাদের একজন সভার মধ্যে ফাঁক দেখে সেখানে বসে পড়ল। আর অপরজন সভার পিছনে বসে গেল। আর তৃতীয় ব্যক্তি পিঠ ঘুরিয়ে প্রস্থান করল। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ অবসর পেলেন, তখন বললেন, তোমাদেরকে তিন ব্যক্তি সম্পর্কে বলব না কি? তাদের একজন তো আল্লাহর কাছে আশ্রয় গ্রহণ করল, ফলে আল্লাহ তাকে আশ্রয় দান করলেন। আর দ্বিতীয়জন সে (সভার মধ্যে ঢুকে বসতে) লজ্জাবোধ করল, বিধায় আল্লাহও তাঁর ব্যাপারে লজ্জাশীলতা প্রয়োগ (ক'রে তাকে রহম) করলেন। আর তৃতীয়জন মুখ ফিরিয়ে নিল, বিধায় আল্লাহও তার দিক থেকে বিমুখ হয়ে গেলেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي سَعِيد الخُدري ﷺ قَالَ: خَرَجَ مُعَاوِيَةَ ﷺ عَلَى حَلْقَة فِي المَسْجِد ، فَقَالَ : مَا أَجْلَسَكُمْ؟ قَالُوا : جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللهَ . قَالَ : آللهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلاَّ ذَاكَ ؟ قَالُوا : مَا أَجْلَسَنَا إِلاَّ ذَاكَ، قَالَ : أَمَّا إِنِّي لَمْ اسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ ، وَمَا كَانَ أَحَدٌ بِمَنْزِلَتِي مِنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَقَلَّ عَنْهُ حَدِيثاً مِنِّي : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ عَلَى حَلْقَة مِنْ أَصْحَابِه فَقَالَ : ((مَا أَجْلَسَكُمْ ؟)) قَالُوا : جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللهَ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلإِسْلاَمِ ؛ وَمَنَّ بِه عَلَيْنَا . قَالَ : ((آللهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلاَّ ذَاكَ ؟)) قَالُوا : وَاللهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلاَّ ذَاكَ . قَالَ : ((أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ ، وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبرِيلُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللهَ يُبَاهِي بِكُمُ المَلاَئِكَةَ)) . رواه مسلم

৪/১৪৫৮। আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুআবিয়াহ ﷺ একবার মসজিদে (কিছু লোকের) এক হালকা (গোল বৈঠকে) এসে বললেন, তোমরা এখানে কি উদ্দেশ্যে বসেছ? তারা বলল, আল্লাহর যিক্‌র করার উদ্দেশ্যে বসেছি। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! তোমরা একমাত্র ঐ উদ্দেশ্যেই বসেছ? তারা জবাব দিল, (হ্যাঁ,) আমরা একমাত্র ঐ উদ্দেশ্যেই বসেছি। তিনি বললেন, শোন! তোমাদেরকে (মিথ্যাবাদী) অপবাদ আরোপ ক'রে কসম করাইনি। (মনে রাখবে) কোন ব্যক্তি এমন নেই যে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট আমার সমমর্যাদা লাভ করেছে এবং আমার অপেক্ষা কম হাদীস বর্ণনা করেছে। নিঃসন্দেহে আল্লাহর রসূল ﷺ (একবার) স্বীয় সহচরদের এক হালকায় উপস্থিত হয়ে তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা এখানে কি উদ্দেশ্যে বসেছ? তাঁরা জবাব দিলেন, উদ্দেশ্য এই যে, আমরা আল্লাহর যিক্‌র করব এবং তাঁর প্রশংসা করব যে, তিনি আমাদেরকে ইসলামের পথ দেখিয়েছেন ও তার মাধ্যমে আমাদের প্রতি বড় অনুগ্রহ করেছেন। এ কথা শুনে নবী ﷺ বললেন, আল্লাহর কসম! তোমরা একমাত্র এ উদ্দেশ্যেই এখানে বসেছ? তাঁরা বললেন, আল্লাহর কসম! আমরা কেবল এ উদ্দেশ্যেই বসেছি। তিনি বললেন, শোন! আমি তোমাদেরকে এ জন্য কসম করাইনি যে, আমি তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী ভেবে অপবাদ আরোপ করছি। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, জিব্রীল আমার কাছে এসে বললেন, আল্লাহ তোমাদেরকে নিয়ে ফিরিশ্তাদের সামনে গর্ব করছেন! *(মুসলিম)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ২৪৮

সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর যিক্‌র

আল্লাহ বলেছেন,

{ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلاَ تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ } [الأعراف : ٢٠٥]

অর্থাৎ, তোমার প্রতিপালককে মনে মনে সবিনয় ও সশঙ্কচিত্তে অনুচ্চস্বরে প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায় স্মরণ কর এবং তুমি উদাসীনদের দলভুক্ত হয়ো না। *(সূরা আ'রাফ ২০৫ আয়াত)*

আরবী ভাষাবিদগণ বলেছেন, آصال শব্দটি أصيل এর বহুবচন। এ (সন্ধ্যা) হল আসর ও মাগরেবের মধ্যবর্তী সময়।

তিনি আরো বলেছেন,

{ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا } [طه : ١٣٠]

অর্থাৎ, সূর্যের উদয় ও অস্তের পূর্বে তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা কর। *(সূরা ত্বাহা ১৩০ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেছেন, { وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالأَبْكَارِ } [غافر: ٥٥]

অর্থাৎ, সকাল-বিকালে তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। *(সূরা মু'মিন ৫৫ আয়াত)*

আরবী ভাষাবিদগণ বলেছেন, عشي (বিকাল) হল সূর্য ঢলার পর থেকে অস্ত যাওয়া পর্যন্ত সময়।

তিনি অন্য স্থানে বলেছেন,

{ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ } الآية [النور : ٣٦- ٣٧]

অর্থাৎ, সে সব গৃহে - যাকে আল্লাহ সমুন্নত করতে এবং যাতে তাঁর নাম স্মরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন - সকাল ও সন্ধ্যায় তাতে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, সে সব লোক যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয় বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ হতে বিরত রাখে না। *(সূরা নূর ৩৬-৩৭ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالإِشْرَاقِ } [ص : ١٨]

অর্থাৎ, আমি পর্বতমালাকে তার (দাউদের) বশীভূত করেছিলাম; ঐগুলি সকাল-সন্ধ্যায় তার সঙ্গে আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করত। *(সূরা স্বা-দ ১৮ আয়াত)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي : سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ، مِئَةَ مَرَّةٍ ، لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ القِيَامَةِ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ ، إِلاَّ أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ)) . رواه مسلم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

১/ ১৪৫৯। আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় 'সুবহানাল্লাহি অবিহামদিহ' একশতবার পাঠ করবে, কিয়ামতের দিনে ওর চাইতে উত্তম আমল কেউ আনতে পারবে না। কিন্তু যদি কেউ তার সমান বা তার থেকে বেশি সংখ্যায় ঐ তাসবীহ পাঠ করে থাকে (তাহলে ভিন্ন কথা)। *(মুসলিম)*

وَعَنْهُ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَقِيْتُ مِنْ عَقْرَبٍ لَدَغَتْنِي البَارِحَةَ! قَالَ : ((أَمَا لَوْ قُلْتَ حِيْنَ أَمْسَيْتَ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ : لَمْ تَضُرَّكَ)) . رواه مسلم

২/ ১৪৬০। উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে নিবেদন করল, হে আল্লাহর রসূল! গত রাতে বিছার কামড়ে আমি যে কত কষ্ট পেয়েছি, (তা বলার নয়)। তিনি বললেন, শোন! যদি তুমি সন্ধ্যাবেলায় এই দুআ পাঠ করতে,

'আঊযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত্তা-ম্মা-তি মিন শার্রি মা খালাক্ব।' অর্থাৎ, আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণীর অসীলায় তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার মন্দ হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

তাহলে তা তোমার ক্ষতি করতে পারত না। *(মুসলিম)*

وَعَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّه كَانَ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ : ((اَللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا ، وَبِكَ أَمْسَيْنَا ، وَبِكَ نَحْيَا ، وَبِكَ نَمُوْتُ ، وَإِلَيْكَ النُّشُورُ)) . وَإِذَا أَمسَى قَالَ : ((اَللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا ، وَبِكَ نَحْيَا ، وَبِكَ نَمُوتُ . وَإِلَيْكَ النُّشُورُ)) . رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

৩/ ১৪৬১। উক্ত রাবী হতে বর্ণিত, নবী ﷺ সকালে এই দুআ পড়তেন, 'আল্লাহুম্মা বিকা আসবাহ্না অবিকা আমসাইনা, অবিকা নাহ্ইয়া, অবিকা নামূতু অইলাইকান নুশূর।

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তোমারই হুকুমে আমাদের সকাল হল এবং তোমারই হুকুমে আমাদের সন্ধ্যা হয়, তোমারই হুকুমে আমরা জীবিত থাকি, তোমারই হুকুমে আমরা মৃত্যু বরণ করব এবং তোমারই দিকে আমাদের পুনর্জীবন।

আর সন্ধ্যায় এই দুআ পড়তেন,

'আল্লাহুম্মা বিকা আমসাইনা, অবিকা নাহ্ইয়া, অবিকা নামূতু অইলাইকান নুশূর।

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তোমারই হুকুমে আমাদের সন্ধ্যা হল, তোমারই হুকুমে আমরা জীবিত থাকি, তোমারই হুকুমে আমরা মৃত্যু বরণ করব এবং তোমারই দিকে আমাদের পুনর্জীবন। *(আবূ দাউদ, তিরমিযী, হাসান)*

وَعَنْهُ : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﷺ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ مُرْنِي بِكَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ ، قَالَ : ((قُلْ : اَللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ؛ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ)) قَالَ : ((قُلْهَا إِذَا أَصْبَحْتَ ، وَإِذَا أَمْسَيْتَ ، وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ)) . رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال: ((حديث حسن صحيح))

৪/ ১৪৬২। উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, আবূ বাক্র সিদ্দীক ﷺ বললেন, হে আল্লাহর রসূল!

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

আমাকে কিছু বাক্য বাতলিয়ে দিন যেগুলি সকাল-সন্ধ্যায় আমি পড়তে থাকব। তিনি বললেন, বল, 'আল্লা-হুম্মা ফা-ত্বিরাস সামা-ওয়া-তি অল আরযি আ-লিমাল গায়বি অশশাহা-দাহ, রাব্বা কুল্লি শাইয়িন অমালীকাহ, আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লা আন্তা আউযু বিকা মিন শার্রি নাফসী অশার্রিশ শায়ত্বা-নি অশির্কিহ।'

অর্থাৎ, হে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃজনকর্তা, উপস্থিত ও অনুপস্থিত পরিজ্ঞাতা, প্রত্যেক বস্তুর প্রতিপালক ও অধিপতি আল্লাহ! আমি সাক্ষি দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই। আমি আমার আত্মার মন্দ হতে এবং শয়তানের মন্দ ও শির্ক হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

এটি সকাল-সন্ধ্যা তথা শোবার সময় পাঠ করো। *(আবু দাঊদ, তিরিমিযী হাসান সহীহ)*

وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ قَالَ : كَانَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ إِذَا أَمْسَى قَالَ : ((أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ للهِ ، وَالحَمْدُ للهِ ، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ)) قَالَ الرَّاوِي : أَرَاهُ قَالَ فِيهِنَّ : ((لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الكَسَلِ ، وَسُوءِ الكِبَرِ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ ، وَعَذَابٍ فِي القَبْرِ)) ، وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ ذَلِكَ أَيضاً : ((أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ للهِ)) . رواه مسلم

৫/ ১৪৬৩। ইবনে মাসঊদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর নবী ﷺ সন্ধ্যাবেলায় এই দুআ পড়তেন,

'আম্সাইনা অ আমসাল মুলকু লিল্লা-হ, অলহামদু লিল্লা-হ, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহ্দাহু লা শারীকা লাহ, লাহুল মুলকু অলাহুল হাম্দু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। রাব্বি আস্আলুকা খাইরা মা ফী হা-যিহিল লাইলাতি অ খাইরা মা বা'দাহা, অ আঊযু বিকা মিন শার্রি মা ফী হা-যিহিল লাইলাতি অ শার্রি মা বা'দাহা, রাব্বি আঊযু বিকা মিনাল কাসালি অ সূইল কিবার, রাব্বি আঊযু বিকা মিন আযা-বিন ফিন্না-রি অ আযা-বিন ফিল ক্বাব্র।'

অর্থাৎ, আমরা এবং সারা রাজ্য আল্লাহর জন্য সন্ধ্যায় উপনীত হলাম। আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক, (বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাতে বললেন,) তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁরই জন্য সমস্ত রাজত্ব, তাঁরই জন্য যাবতীয় স্তুতি, এবং তিনি সকল বস্তুর উপর সর্বশক্তিমান। হে আমার প্রভু! আমি তোমার নিকট এই রাতে যে কল্যাণ নিহিত আছে তা এবং তার পরেও যে কল্যাণ আছে তাও প্রার্থনা করছি। আর আমি তোমার নিকট এই রাত্রে যে অকল্যাণ আছে তা এবং তারপরেও যে অকল্যাণ আছে তা হতে আশ্রয় চাচ্ছি। হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার নিকট অলসতা এবং বার্ধক্যের মন্দ হতে পানাহ চাচ্ছি। হে আমার প্রভু! আমি তোমার নিকট জাহান্নামের এবং কবরের সকল প্রকার আযাব হতে আশ্রয় চাচ্ছি।

তিনি যখন সকালে উঠতেন তখনও এই দুআ পাঠ করতেন; বলতেন 'আস্বাহনা ও আসবাহাল মুলকু লিল্লাহ------।' *(মুসলিম)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ خُبَيْبٍ ﷺ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((اِقْرَأْ : قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ، وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِيْنَ تُمْسِي وَحِينَ تُصْبِحُ ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ)) . رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

৬/ ১৪৬৪। আব্দুল্লাহ ইবনে খুবাইব ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, সকাল-সন্ধ্যায় 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' (সূরা ইখলাস) এবং 'কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক্ব' ও 'কুল আউযু বিরাব্বিন্নাস' তিনবার করে পড়। তাহলে প্রতিটি (ক্ষতিকর) জিনিস থেকে নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ট হবে। *(আবূ দাউদ, তিরমিযী হাসান সহীহ)*

وَعَنْ عُثمَانَ بنِ عَفَّانَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ فِي صَبَاحِ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ : بِسْمِ اللهِ الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ، ثَلاثَ مَرَّات، إِلاَّ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ)). رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: ((حديث حسن صحيح))

৭/ ১৪৬৫। উসমান ইবনে আফ্ফান ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক দিন সকাল ও সন্ধ্যায় এই দুআ তিনবার করে পড়বে,

'বিসমিল্লা-হিল্লাযী লা য়্যাযুর্রু মাআসমিহী শাইউন ফিল আরযি অলা ফিসসামা-ই অহুওয়াস সামীউল আলীম।'

অর্থাৎ, আমি শুরু করছি সেই আল্লাহর নামে যার নামের সাথে পৃথিবীর ও আকাশের কোন জিনিস ক্ষতি সাধন করতে পারে না এবং তিনিই সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞাতা।

সে ব্যক্তির কোন জিনিসে ক্ষতি করতে পারবে না। *(আবূ দাউদ, তিরমিযী হাসান)*

পরিচ্ছেদ - ২৪৯

ঘুমাবার সময়ের দুআ

মহান আল্লাহ বলেন,

{ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِأُولِي الأَلْبَابِ، الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ }

অর্থাৎ, নিশ্চয় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনে জ্ঞানী লোকেদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে। *(সূরা আলে ইমরান ১৯০-১৯১ আয়াত)*

وَعَنْ حُذَيْفَةَ ، وَأَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ ، قَالَ : ((بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَحْيَا وَأَمُوتُ)) . رواه البخاري

১/ ১৪৬৬। হুযাইফা ও আবূ যার্র (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ শোবার সময় এই দুআ পড়তেন, 'বিস্‌মিকাল্লাহুম্মা আহ্‌ইয়াহ অ আমূত।' অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তোমার নামেই আমি বাঁচি ও মরি)। *(বুখারী)*

وَعَنْ عليٍّ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهُ وَلِفَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : ((إِذَا أَوَيْتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

– أَوْ إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا – فَكَبِّرَا ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ ، وَسَبِّحَا ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ ، واحْمَدَا ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ)) وَفِي رِوَايَةٍ : التَّسْبِيحُ أَرْبَعاً وَثَلاَثِينَ ، وَفِي رِوَايَةٍ : التَّكْبِيرُ أَرْبَعاً وَثَلاَثِينَ . متفق عَلَيْهِ

২/১৪৬৭। আলী ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা তাঁকে ও ফাতেমাকে বললেন যে, যখন তোমরা বিছানায় যাবে তখন ৩৩ বার 'আল্লাহ আকবার', ৩৩ বার 'সুবহানাল্লাহ' এবং ৩৩ বার 'আলহামদুলিল্লাহ' পাঠ করবে। অন্য এক বর্ণনা অনুপাতে ৩৪ বার 'সুবহানাল্লাহ', আর এক বর্ণনা অনুপাতে ৩৪ বার 'আল্লাহু আকবার' পড়তে আদেশ করেছিলেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يَقُولُ : بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي ، وَبِكَ أَرْفَعُهُ ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ)). متفق عَلَيْهِ

৩/১৪৬৮। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ শয্যা গ্রহণ করবে তখন সে যেন নিজ লুঙ্গীর একাংশ দ্বারা তার বিছানাটা ঝেড়ে নেয়। কারণ, সে জানে না যে, তার অনুপস্থিতিতে কি কি জিনিস সেখানে এসেছে। তারপর এই দুআ পড়বে,

'বিসমিকা রাব্বি অয়্যা'তু যামবী অবিকা আরফাউহু ফাইন আম্সাকতা নাফসী ফারহামহা অইন আরসালতাহা ফাহফাযহা বিমা তাহফাযু বিহী ইবা-দাকাস স্বা-লিহীন।'

অর্থাৎ, হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমারই নামে আমার পার্শ্ব রাখলাম এবং তোমারই নামে তা উঠাব। অতএব যদি তুমি আমার আত্মাকে আবদ্ধ করে নাও, তাহলে তার উপর করুণা করো। আর যদি তা ছেড়ে দাও, তাহলে তাকে ঐ জিনিস দ্বারা হিফাযত কর যা দ্বারা তুমি তোমার নেক বান্দাদের করে থাক। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ نَفَثَ فِي يَدَيْهِ ، وَقَرَأَ بِالْمُعَوِّذَاتِ ، ومَسَحَ بِهِمَا جَسَدَهُ . متفق عَلَيْهِ

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ، ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا : ((قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ)) ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ ، وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ . متفق عَلَيْهِ

৪/১৪৬৯। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন শয্যা-গ্রহণ করতেন, তখন নিজ হাত দু'টিতে 'মুআউবেযাত' (তিন কুল) পড়ে ফুঁ দিতেন এবং তার দ্বারা নিজ সমগ্র শরীরে বুলাতেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

এক অন্য বর্ণনায় আছে, নবী ﷺ প্রত্যেক রাতে যখন ঘুমাবার জন্য শয্যা গ্রহণ করতেন তখন দু' হাতের চেটো একত্রে জমা করতেন এবং তাতে তিন কুল পড়ে ফুঁ দিতেন। তারপর তার দ্বারা দেহের ওপর যতদূর সম্ভব বুলাতেন; মাথা, চেহারা ও দেহের সামনের অংশ থেকে শুরু করতেন। এরূপ তিনি তিনবার করতেন। *(বুখারী, মুসলিম)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِذَا أَتَيتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وَضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ ، وَقُلْ : اَللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيكَ ، وَأَلْجَأْتُ ظَهرِي إِلَيْكَ ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيكَ ، لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيكَ ، آمَنْتُ بِكِتابِكَ الَّذي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذي أَرْسَلْتَ، فَإِنْ مِتَّ مِتَّ عَلَى الفِطْرَةِ ، وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ)). متفق عَلَيْهِ

৫/১৪৭০। বারা' ইবনে আযেব ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, যখন তুমি শয্যা গ্রহণ করবে তখন নামাযের ওযূর ন্যায় ওযূ করবে। তারপর ডানপাশে শুয়ে এই দুআ পড়বে, 'আল্লা-হুম্মা আসলামতু নাফসী ইলাইকা অ অজ্জাহতু অজহিয়া ইলাইক, অফাউওয়াযতু আমরী ইলাইক, অ আলজা'তু যাহরী ইলাইক, রাগ্‌বাতাঁউ অরাহবাতান্‌ ইলাইক, লা মাল্‌জাআ' অলা মান্‌জা মিনকা ইল্লা ইলাইক, আ-মানতু বিকিতা-বিকাল্লাযী আনযালতা অ বিনাবিয়্যিকাল্লাযী আরসাল্‌ত।'

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি আমার প্রাণ তোমার প্রতি সমর্পণ করেছি, আমার মুখমন্ডল তোমার প্রতি ফিরিয়েছি, আমার সকল কর্মের দায়িত্ব তোমাকে সোপর্দ করেছি, আমার পিঠকে তোমার দিকে লাগিয়েছি (তোমার উপরেই সকল ভরসা রেখেছি), এসব কিছু তোমার সওয়াবের আশায় ও তোমার আযাবের ভয়ে করেছি। তোমার নিকট ছাড়া তোমার আযাব থেকে বাঁচতে কোন আশ্রয়স্থল নেই। তুমি যে কিতাব অবতীর্ণ করেছ তার উপর এবং তুমি যে নবী প্রেরণ করেছ তার উপর ঈমান এনেছি। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ : ((اَلحَمْدُ للهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا ، وَكَفَانَا وَآوَانَا ، فَكَمْ مِمَّنْ لاَ كَافِيَ لَهُ وَلاَ مُؤْوِيَ)) . رواه مسلم

৬/১৪৭১। আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ যখন শয্যা গ্রহণ করতেন তখন এই দুআ পড়তেন, 'আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী আত্বআমানা অ সাক্বা-না অকাফা-না অ আ-ওয়া-না, ফাকাম মিম্মাল লা কা-ফিয়া লাহু অলা মু'বী।'

অর্থাৎ, সেই আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা যিনি আমাদেরকে পানাহার করিয়েছেন, তিনি আমাদের জন্য যথেষ্ট হয়েছেন এবং আশ্রয় দিয়েছেন। অথচ কত এমন লোক আছে যাদের যথেষ্টকারী ও আশ্রয়দাতা নেই। *(মুসলিম)*

وَعَنْ حُذَيفَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْقُدَ ، وَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ، ثُمَّ يَقُولُ : ((اَللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ)) . رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن)) .

ورواه أَبُو داود ؛ من رواية حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عنها ، وفيه : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُهُ ثَلاَثَ مَرَّات.

৭/১৪৭২। হুযাইফা ﷺ হতে বর্ণিত, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘুমাবার ইচ্ছা করতেন, তখন স্বীয় ডান হাতটি গালের নিচে স্থাপন করতেন তারপর এই দুআ পাঠ করতেন। 'আল্লাহুম্মা ক্বিনী আযাবাকা য়্যাওমা তাব্‌আষু ইবাদাকা।' অর্থাৎ, হে আল্লাহ! সেই দিনের আযাব থেকে আমাকে নিষ্কৃতি দাও, যেদিন তুমি তোমার বান্দাদের পুনরুত্থান ঘটাবে। *(তিরমিযী-হাসান)*

আবূ দাউদ এ হাদীসটিকে হাফসা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণনা করেছেন। তাতে আছে যে, তিনি ঐ দুআ তিনবার পড়তেন। *(কিন্তু তা সহীহ নয়।)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

যষ্ঠ অধ্যায়
(প্রার্থনামূলক) দুআ
পরিচ্ছেদ - ২৫০

দুআর গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য এবং নবী ﷺ-এর কতিপয় দুআর নমুনা

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

{ وقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ } [غافر : ٦٠]

অর্থাৎ, তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমাকে ডাক আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। *(সূরা গাফের ৬০ আয়াত)*

তিনি বলেন,

{ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ } [الأعراف : ٥٥]

অর্থাৎ, তোমরা কাকুতি-মিনতি সহকারে ও সংগোপনে তোমাদের প্রতিপালককে ডাক, নিশ্চয় তিনি সীমালংঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। *(সূরা আ'রাফ ৫৫ অয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ } الآية [البقرة : ١٨٦]

অর্থাৎ, আর আমার দাসগণ যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তখন তুমি বল, আমি তো কাছেই আছি। যখন কোন প্রার্থনাকারী আমাকে ডাকে, আমি তার ডাকে সাড়া দিই। *(সূরা বাক্বারাহ ১৮৬ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেছেন,

{ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ } [النمل : ٦٢]

অর্থাৎ, অথবা (উপাস্য) তিনি, যিনি আর্তের আহবানে সাড়া দেন যখন সে তাঁকে ডাকে এবং বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন। *(সূরা নাম্‌ল ৬২ আয়াত)*

وَعَنْ النُّعْمَانِ بنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((الدُّعَاءُ هُوَ العِبَادَةُ)) . رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

১/১৪৭৩। নু'মান ইবনে বাশীর ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, দুআই হল (মূল) ইবাদত। *(আবূ দাউদ তিরমিযী হাসান সহীহ)*

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْتَحِبُّ الجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ، وَيَدَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ . رواه أَبُو داود بإسناد جيد

২/১৪৭৪। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ অল্প শব্দে বহুল অর্থবোধক দুআ পছন্দ করতেন এবং তা ছাড়া অন্য দুআ পরিহার করতেন। *(আবূ দাউদ, উত্তম সানাদে)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ : كَانَ أَكثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ : ((اَللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً ، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ)) متفقٌ عَلَيْهِ .

زاد مسلم في روايته قَالَ : وَكَانَ أَنَسٌ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ بِدَعْوَةٍ دَعَا بِهَا ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ بِدُعَاءٍ دَعَا بِهَا فِيهِ.

৩/ ১৪৭৫। আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর অধিকাংশ দুআ এই হত, 'আল্লাহুম্মা আ-তিনা ফিদ্দুন্য়্যা হাসানাহ, অফিল আ-খিরাতে হাসানাহ, অক্বিনা আযাবান্নার। অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমাদেরকে ইহকালে কল্যাণ দাও এবং পরকালেও কল্যাণ দাও। আর জাহান্নামের আযাব থেকে আমাদেরকে বাঁচাও। *(বুখারী ও মুসলিম)*

মুসলিমের অন্য বর্ণনায় বর্ধিত আকারে আছে, আনাস ﷺ যখন একটি দুআ করার ইচ্ছা করতেন তখন ঐ দুআ করতেন। আবার যখন (বিভিন্ন) দুআ করার ইচ্ছা করতেন, তখন তার মাঝেও ঐ দুআ করতেন।

وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ : ((اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى ، وَالتُّقَى ، وَالعَفَافَ، وَالغِنَى)) . رواه مسلم

৪/ ১৪৭৬। ইবনে মাসঊদ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ এই দুআ করতেন,

'আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকাল হুদা অত্তুক্বা অলআফা-ফা অলগিনা।'

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট হেদায়াত, পরহেযগারী, অশ্লীলতা হতে পবিত্রতা এবং সচ্ছলতা প্রার্থনা করছি। *(মুসলিম)*

وَعَنْ طَارِقِ بنِ أَشْيَمَ ﷺ قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَسْلَمَ عَلَّمَهُ النَّبِيُّ ﷺ الصَّلاَةَ ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَدْعُوَ بِهَؤُلاَءِ الكَلِمَاتِ : ((اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ، وَارْحَمْنِي ، وَاهْدِنِي ، وَعَافِنِي ، وَارْزُقْنِي)) . رواه مسلم

وفي رواية له عن طارق: أَنَّه سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ ، وَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ أَقُولُ حِيْنَ أَسْأَلُ رَبِّي ؟ قَالَ : ((قُلْ : اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ، وَارْحَمْنِي ، وَعَافِنِي ، وارْزُقْنِي ، فَإِنَّ هَؤُلاَءِ تَجْمَعُ لَكَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتَكَ)) .

৫/ ১৪৭৭। ত্বারেক ইবনে আশ্য়্যাম ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কেউ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হলে নবী ﷺ তাকে নামায শিখাতেন। তারপর তাকে এই দুআ পাঠ করতে আদেশ করতেন, 'আল্লা-হুম্মাগ্ফিরলী, অরহামনী, অহদিনী, অ আ-ফিনী, অরযুক্বনী।'

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি দয়া কর, আমাকে সঠিক পথ দেখাও, আমাকে নিরাপত্তা দান কর এবং আমাকে জীবিকা দাও। *(মুসলিম)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, ত্বারেক নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, যখন তাঁর নিকটে একটি লোক এসে নিবেদন করল, হে আল্লাহর রসূল! যখন আমি আমার প্রভুর কাছে প্রার্থনা করব তখন কি বলব? তখন তিনি বললেন, বল, 'আল্লাহুম্মাগ ফিরলী---।' কারণ, এই শব্দগুলিতে তোমার ইহকাল-পরকাল উভয়ই শামিল রয়েছে।

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((اَللَّهُمَّ مُصَرِّفَ القُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ)) . رواه مسلم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৬/ ১৪৭৮। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনে আস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ এ দুআ পড়তেন, 'আল্লা-হুম্মা মুসার্রিফাল ক্বুলূবি স্বার্রিফ ক্বুলূবানা আলা ত্বা-আ'তিক।'

অর্থঃ- হে আল্লাহ! হে হৃদয়সমূহকে আবর্তনকারী! তুমি আমাদের হৃদয়সমূহকে তোমার আনুগত্যের উপর আবর্তিত কর। *(মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ جَهْدِ البَلاَءِ ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ ، وَسُوْءِ القَضَاءِ ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ)). متفق عَلَيْه

وفي رواية قَالَ سُفيَانُ : أَشُكُّ أَنِّي زِدْتُ وَاحِدَةً مِنْهَا .

৭/ ১৪৭৯। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, তোমরা আল্লাহর কাছে পানাহ চেয়ে বল, '(আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা) মিন জাহদিল বালা-ই অদারাকিশ শাক্বা-ই অসূইল ক্বাযা-ই অশামা-তাতিল আ'দা-'।'

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট কঠিন দুরবস্থা (অল্প ধনে জনের আধিক্য), দুর্ভাগ্যের নাগাল, মন্দ ভাগ্য এবং দুশমন-হাসি থেকে রক্ষা কামনা করছি। *(মুসলিম)*

এক বর্ণনায় সুফিয়ান বলেছেন, আমার সন্দেহ হয় যে, ঐ কথাগুলির মধ্যে একটি কথা আমি বাড়িয়ে দিয়েছি।

وَعَنْهُ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ : ((اَللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِيَ الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي ، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي ، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِيَ الَّتِي فِيهَا مَعَادِي ، وَاجْعَلِ الحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ ، وَاجْعَلِ المَوتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ)) . رواه مسلم

৮/ ১৪৮০। উক্ত রাবী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই দুআ পড়তেন,

'আল্লা-হুম্মা আস্বলিহ লী দীনিয়াল্লাযী হুয়া ইসমাতু আমরী, অ আস্বলিহ লী দুন্‌য়্যা-য়্যাল্লাতী ফীহা মাআ-শী, অ আস্বলিহ লী আ-খিরাতিয়াল্লাতী ফীহা মাআ-দী। অজআলিল হায়া-তা যিয়া-দাতাল লী ফী কুল্লি খাইর্‌। অজআলিল মাউতা রা-হাতাল লী মিন কুল্লি শার্‌র্‌।'

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি আমার দ্বীনকে শুধ্‌রে দাও, যা আমার সকল কর্মের হেফাযতকারী। আমার পার্থিব জীবনকে শুধ্‌রে দাও, যাতে আমার জীবিকা রয়েছে। আমার পরকালকে শুধ্‌রে দাও, যাতে আমার প্রত্যাবর্তন হবে। আমার জন্য হায়াতকে প্রত্যেক কল্যাণে বৃদ্ধি কর এবং মওতকে প্রত্যেক অকল্যাণ থেকে আরামদায়ক কর। *(মুসলিম)*

وَعَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((قُلْ : اَللَّهُمَّ اهْدِنِي ، وَسَدِّدْنِي)).

وفي رواية : ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الهُدَى وَالسَّدَادَ)) . رواه مسلم

৯/ ১৪৮১। আলী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, তুমি বল, 'আল্লাহুম্মাহদিনী অসাদ্দিদনী।' অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমাকে হেদায়াত কর ও সোজাভাবে রাখ।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, 'আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল হুদা অস্‌সাদা-দ' অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট হেদায়াত ও সরল পথ কামনা করছি। *(মুসলিম)*

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ : ((اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ ، وَالكَسَلِ ،

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَالجُبْنِ ، وَالهَرَمِ ، وَالبُخْلِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ)) .

وفي رواية : ((وَضَلَعِ الدَّيْنِ ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ)) . رواه مسلم

১০/ ১৪৮২। আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই দুআ পড়তেন,

'আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল আজ্যি অল কাসালি অল জুব্নি অল হারামি অল বুখ্ল, অ আউযু বিকা মিন আযাবিল ক্বাবরি, অ আউযু বিকা মিন ফিতনাতিল মাহ্য়্যা অল মামাতি, (অ য়্বালাইদ্ দাইনি অ গালাবাতির রিজা-ল।)'

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট অক্ষমতা, অলসতা, ভীরুতা, স্থবিরতা ও কৃপণতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি কবরের আযাব থেকে, আশ্রয় কামনা করছি জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে (এবং ঋণের ভার ও মানুষের প্রতাপ থেকে)।

'অ য়্বালাইদ্ দাইনি অ গালাবাতির রিজা-ল।' অপর বর্ণনায় (যুক্ত) আছে। *(মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي بَكرٍ الصِّدِّيقِ ﷺ : أَنَّه قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ : عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُوْ بِهِ فِي صَلاَتِي ، قَالَ : ((قُلْ : اَللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْماً كَثِيراً ، وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ ، وَارْحَمْنِي ، إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ)). متفق عَلَيْهِ

وفي روايةٍ : ((وَفِي بَيتِيْ)) وَرُوِيَ : ((ظُلماً كَثِيراً)) وَرُوِي : ((كَبِيراً)) بالثاء المثلثة وبالباء الموحدة ؛ فينبغي أنْ يجمع بينهما فيقال : كَثِيراً كَبِيراً .

১১/ ১৪৮৩। আবূ বাক্র সিদ্দীক ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ-কে বললেন, আমাকে এমন দুআ শিখিয়ে দিন যা দিয়ে আমি আমার নামাযে প্রার্থনা করব। তিনি বললেন, তুমি বল,

'আল্লাহুম্মা ইন্নী যালামতু নাফসী যুলমান কাষীরাঁউ অলা য়্যাগফিরুয যুনূবা ইল্লা আন্তা ফাগফিরলী মাগফিরাতাম মিন ইন্দিকা অরহামনী, ইন্নাকা আন্তাল গাফূরুর রাহীম। *(বুখারী-মুসলিম)*

এক বর্ণনায় আছে, '(যা দিয়ে আমি আমার নামাযে) এবং আমার ঘরে (প্রার্থনা করব।)' 'যুলমান কাষীরান'-এর স্থলে কোন কোন বর্ণনায় 'যুলমান কাবীরান'ও বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং উচিত হল, উভয় বর্ণনা একত্র করে 'যুলমান কাষীরান কাবীরান' বলা।

وَعَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّه كَانَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ : ((اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي ، وَإِسرَافِي فِي أَمْرِي ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي ، اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جِدِّي وَهَزْلِي ؛ وَخَطَئِي وَعَمْدِي ؛ وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي ، اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ ، وَمَا أَنتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي ، أَنْتَ المُقَدِّمُ ، وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)). متفق عَلَيْهِ

১২/ ১৪৮৪। আবূ মূসা আশআরী ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ এই দুআ পড়তেন,

'আল্লা-হুম্মাগফির লী খাত্বীআতী অজাহলী অইসরা-ফী ফী আমরী, অমা আন্তা আ'লামু বিহী মিন্নী। আল্লা-হুম্মাগফির লী জিদ্দী অহাযলী অখাত্বাঈ অআম্দী, অকুল্লু যা-লিকা ইন্দী। আল্লা-হুম্মাগফিরলী মা ক্বাদ্দামতু অমা আখ্খারতু অমা আসরারতু অমা আ'লানতু অমা আন্তা আ'লামু বিহী মিন্নী, আন্তাল মুক্বাদ্দিমু অ আন্তাল মুআখ্খিরু অআন্তা আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।'

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি আমার পাপ, মূর্খামি, কর্মে সীমালংঘনকে এবং যা তুমি আমার চেয়ে অধিক জান, তা আমার জন্য ক্ষমা করে দাও। আল্লাহ গো! তুমি আমার অযথার্থ ও যথার্থ, অনিচ্ছাকৃত ও ইচ্ছাকৃতভাবে করা পাপসমূহকে মার্জনা করে দাও। আর এই প্রত্যেকটি পাপ আমার আছে।

হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মার্জনা কর, যে অপরাধ আমি পূর্বে করেছি এবং যা পরে করেছি, যা গোপনে করেছি এবং যা প্রকাশ্যে করেছি এবং যা তুমি অধিক জান। তুমিই অগ্রসরকারী ও তুমিই পশ্চাদপদকারী এবং তুমি প্রতিটি বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ : ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ)) . رواه مسلم

১৩/ ১৪৮৫। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, নবী ﷺ নিজ দুআতে এই শব্দগুলি বলতেন,

'আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন শার্রি মা আমিলতু অ মিন শার্রি মা লাম আ'মাল।'

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট আমার কৃত (পাপের) অনিষ্ট হতে এবং অকৃত (পুণ্যের) মন্দ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (অথবা অপরের কৃত পাপের ব্যাপক শাস্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।) *(মুসলিম)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : كَانَ مِن دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ : ((اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ)) . رواه مسلم

১৪/ ১৪৮৬। ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর একটি দুআ ছিল,

'আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন যাওয়া-লি নি'মাতিকা অতাহাউবুলি আ-ফিয়াতিকা অফাজআতি নিক্বমাতিকা অজামী-ই সাখাত্বিক।'

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট তোমার অনুগ্রহের অপসরণ, নিরাপত্তার প্রত্যাবর্তন, আকস্মিক পাকড়াও এবং যাবতীয় অসন্তোষ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। *(মুসলিম)*

وَعَنْ زَيدِ بنِ أَرْقَمَ ﷺ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ وَالكَسَلِ ، وَالبُخْلِ وَالهَرَمِ ، وَعَذَابِ القَبْرِ ، اَللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا ، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا ، اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ؛ وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ ، وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ ؛ وَمِنْ دَعْوَةٍ لاَ يُسْتَجابُ لَهَا)) .رواه مسلم

১৫/ ১৪৮৭। যায়েদ ইবনে আরকাম ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই দুআ পাঠ করতেন,

'আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল আজ্যি অলকাসালি অলবুখ্লি অলহারামি অ আযা-বিল ক্বাব্র্। আল্লা-হুম্মা আ-তি নাফসী তাক্বওয়া-হা অযাক্কিহা আন্তা খাইরু মান যাক্কা-হা, আন্তা অলিয়্যুহা অমাউলা-হা। আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন ইলমিল লা য়্যানফা', অমিন ক্বালবিল লা য়্যাখশা', অমিন নাফসিল লা তাশবা', অমিন দা'ওয়াতিল লা য়্যুস্তাজা-বু লাহা।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে অক্ষমতা, অলসতা, কৃপণতা, স্থবিরতা এবং কবরের আযাব থেকে পানাহ চাচ্ছি। হে আল্লাহ আমার আত্মায় তোমার ভীতি প্রদান কর এবং তাকে পবিত্র কর, তুমিই শ্রেষ্ঠ পবিত্রকারী। তুমিই তার অভিভাবক ও প্রভু। হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট সেই ইলম থেকে পানাহ চাচ্ছি, যা কোন উপকারে আসে না। সেই হৃদয় থেকে পানাহ চাচ্ছি , যা বিনয়ী হয় না। সেই আত্মা থেকে পানাহ চাচ্ছি, যা তৃপ্ত হয় না এবং সেই দুআ থেকে পানাহ চাচ্ছি , যা কবুল হয় না। *(মুসলিম)*

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ : ((اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ ، وإِلَيْكَ أَنَبْتُ ، وَبِكَ خَاصَمْتُ ، وإِلَيْكَ حَاكَمْتُ . فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ ، وَمَا أَخَّرْتُ ، وَمَا أَسْرَرْتُ ، وَمَا أَعْلَنْتُ ، أنتَ الْمُقَدِّمُ ، وأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ ، لا إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ)) . زَادَ بَعْضُ الرُّوَاةِ : ((وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ باللهِ)). متفق عَلَيْهِ

১৬/ ১৪৮৮। ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই দুআটি পড়তেন,

'আল্লা-হুম্মা লাকা আসলামতু অবিকা আ-মানতু, অ আলাইকা তাওয়াক্কালতু, অ ইলাইকা আনাবতু, অবিকা খা-স্বামতু অ ইলাইকা হা-কামতু ফাগ্‌ফিরলী মা ক্বাদ্দামতু অমা আখ্‌খারতু অমা আসরারতু অমা আ'লানতু আন্তাল মুক্বাদ্দিমু অআন্তাল মুআখ্‌খিরু লা ইলা-হা ইল্লা আন্তা (অলা হাওলা অলা কুউওয়াতা ইল্লা বিক।)'

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি তোমারই নিকট আত্মসমর্পণ করেছি, তোমার উপরেই ঈমান (বিশ্বাস) রেখেছি, তোমার উপরেই ভরসা করেছি, তোমার দিকে অভিমুখী হয়েছি, তোমারই সাহায্যে বিতর্ক করেছি, তোমারই নিকট বিচার প্রার্থী হয়েছি। অতএব তুমি আমার পূর্বের, পরের, গুপ্ত ও প্রকাশ্য পাপকে মাফ করে দাও। তুমিই অগ্রসরকারী ও তুমিই পশ্চাদপদকারী। তুমি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। (কোন কোন বর্ণনাকারীর বর্ধিত বর্ণনা) তোমার তওফীক ছাড়া পাপ থেকে ফিরার ও সৎকাজ করার (নড়া-সরার) সাধ্য নেই। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَدعُو بِهَؤُلاَءِ الكَلِمَاتِ : ((اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ ، وَعَذَابِ النَّارِ ، وَمِنْ شَرِّ الغِنَى وَالفَقْرِ)) . رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال: ((حديث حسن صحيح)) ؛ وهذا لفظ أَبي داود .

১৭/ ১৪৮৯। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, নবী ﷺ এই শব্দাবলী যোগে দুআ করতেন,

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন ফিতনাতিন্নারি অআযাবিন্নারি, অমিন শার্রিল গিনা অলফাক্বর।'

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি জাহান্নামের ফিতনা থেকে, জাহান্নামের আযাব থেকে এবং ধনবত্তা ও দারিদ্রের মন্দ থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। *(আবূ দাউদ, তিরমিযী হাসান সহীহ, এশব্দগুলি আবূ দাউদের)*

وَعَنْ زِيَادِ بنِ عِلاَقَةَ عَن عَمِّه ، وَهُوَ قُطْبَةُ بنُ مالكٍ ﷺ ، قَالَ : كَان النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الأَخْلاَقِ، وَالأَعْمَالِ ، والأَهْوَاءِ)). رواه الترمذي، وقال: ((حديث حسن))

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

১৮/১৪৯০। যিয়াদ ইবনে ইলাক্বাহ স্বীয় চাচা কুত্বাহ ইবনে মালেক ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন, নবী ﷺ এই দুআ পড়তেন, 'আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন মুনকারা-তিল আখলা-ক্বি অলআ'মা-লি অলআহওয়া-'।

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট দুশ্চরিত্র, অসৎ কর্ম ও কুপ্রবৃত্তি থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। *(তিরমিযী হাসান)*

وَعَنْ شَكَلِ بنِ حُمَيدٍ ﷺ قَالَ : قُلتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، علِّمْنِي دُعَاءً ، قَالَ : ((قُلْ : اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي ، وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي ، وَمِنْ شَرِّ لِسَانِي ، وَمِنْ شَرِّ قَلْبِي ، وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّي)). رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

১৯/১৪৯১। শাকাল ইবনে হুমাইদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে একটি দুআ শিখিয়ে দেন। তিনি বললেন, বল,

'আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন শার্রি সাম্য়ী, অমিন শার্রি বাস্বারী, অমিন শার্রি লিসানী, অমিন শার্রি ক্বালবী, অমিন শার্রি মানিইয়্যী।'

'অর্থাৎ, হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট আমার কর্ণ, চক্ষু, রসনা, অন্তর এবং বীর্য (যৌনাঙ্গে)র অনিষ্ট থেকে শরণ চাচ্ছি। *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী, হাসান)*

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ : ((اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ البَرَصِ ، وَالجُنُونِ ، وَالجُذَامِ، وَسَيِّيءِ الأَسْقَامِ)) . رواه أَبُو داود بإسناد صحيح

২০/১৪৯২। আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ এই দুআ পড়তেন, 'আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল বারাস্বি অলজুনূনি অলজুযা-মি অমিন সাইয়্যিইল আসক্বা-ম।'

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট ধবল, উন্মাদ, কুষ্ঠরোগ এবং সকল প্রকার কঠিন ব্যাধি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। *(আবূ দাঊদ বিশুদ্ধ সানাদ)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ : ((اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُوعِ ، فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيعُ ، وَأَعُوذُ بِكَ منَ الخِيَانَة ، فَإِنَّهَا بِئْسَت البِطَانَةُ)) . رواه أَبُو داود بإسناد صحيح

২১/১৪৯৩। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ এ দুআটি পাঠ করতেন, 'আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল জূ-', ফাইন্নাহু বি'সায্ য়াজী-'। অ আউযু বিকা মিনাল খিয়ানাহ, ফাইন্নাহা বি'সাতিল বিত্বা-নাহ।'

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ক্ষুধা থেকে পানাহ চাচ্ছি, কারণ তা নিকৃষ্ট শয়ন-সাথী। আর আমি খেয়ানত থেকেও পানাহ চাচ্ছি, কারণ তা নিকৃষ্ট সহচর। *(আবূ দাঊদ বিশুদ্ধ সানাদ)*

وَعَنْ عَلِيٍّ ﷺ : أَنَّ مُكَاتِباً جَاءَهُ فَقَالَ : إِنِّي عَجَزْتُ عَنْ كِتَابَتِي فَأَعِنِّي ، قَالَ : أَلاَ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيهِنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ، لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلٍ دَيْناً أَدَّاهُ اللهُ عَنْكَ؟ قُلْ: ((اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ)). رواه الترمذي، وقال: ((حديث حسن))

২২/১৪৯৪। আলী ﷺ থেকে বর্ণিত, একজন 'মুকাতিব' (লিখিত চুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ দাস) তাঁর নিকট এসে নিবেদন করল, আমি আমার

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

নির্ধারিত অর্থ দিতে অপারগ, অতএব আপনি আমাকে সাহায্য করুন। (এ কথা শুনে) তিনি বললেন, তোমাকে কি এমন দুআ শিখিয়ে দিব না, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে শিখিয়েছিলেন? যদি তোমার উপর পর্বত সমপরিমাণ ঋণও থাকে, তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমার পক্ষ থেকে তা পরিশোধ করে দিবেন। বল, 'আল্লা-হুম্মাকফিনী বিহালা-লিকা আন হারা-মিক, অআগনিনী বিফাযলিকা আম্মান সিওয়া-ক।'

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তোমার হালাল রুযী দিয়ে হারাম রুযী থেকে আমার জন্য যথেষ্ট কর এবং তুমি ছাড়া অন্য সকল থেকে আমাকে অমুখাপেক্ষী কর। *(তিরমিযী হাসান)*

২৩/ ১৪৯৫। (এ স্থলে উল্লিখিত হাদীসটি দুর্বল।)

وَعَنْ أَبِي الفَضلِ العَبَّاسِ بنِ عَبدِ المُطَّلِبِ ﷺ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ عَلِّمْنِي شَيْئاً أَسْأَلُهُ اللهَ تَعَالَى، قَالَ : ((سَلوا اللهَ العَافِيَةَ)) فَمَكَثْتُ أَيَّاماً، ثُمَّ جِئْتُ فَقُلتُ : يَا رَسُولَ اللهِ عَلِّمْنِي شَيْئاً أَسْأَلُهُ اللهَ تَعَالَى ، قَالَ لِي : ((يَا عَبَّاسُ ، يَا عَمَّ رَسُولِ اللهِ ، سَلُوا اللهَ العَافِيَةَ فِي الدُّنيَا وَالآخِرَةِ)).

رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

২৪/ ১৪৯৬। আবুল ফাযল আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে এমন জিনিস শিক্ষা দান করুন, যা মহান আল্লাহর কাছে চেয়ে নেব। তিনি বললেন, আল্লাহর নিকট নিরাপত্তা চাও। অতঃপর আমি কিছুদিন থেমে থাকার পর পুনরায় এসে প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে এমন জিনিস শিখিয়ে দিন, যা আল্লাহর কাছে চেয়ে নেব। তিনি আমাকে বললেন, হে আব্বাস! হে আল্লাহর রসূলের চাচা! আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখেরাতের নিরাপত্তা প্রার্থনা কর। *(তিরমিযী হাসান সহীহ)*

وَعَنْ شَهْرِ بنِ حَوشَبٍ ، قَالَ : قُلْتُ لأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، يَا أُمَّ المُؤمِنِينَ ، مَا كَانَ أَكثَرُ دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، إِذَا كَانَ عِنْدَكِ ؟ قَالَتْ : كَانَ أَكْثَرُ دُعَائِهِ : ((يَا مُقَلِّبَ القُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ)) . رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

২৫/ ১৪৯৭। শাহর ইবনে হাওশাব হতে ﷺ বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উম্মে সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা)কে বললাম, হে মু'মিন জননী! আল্লাহর রসূল যখন আপনার নিকট অবস্থান করতেন, তখন কোন্ দুআ তিনি অধিক মাত্রায় পাঠ করতেন? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অধিকাংশ এই দুআ পড়তেন, 'ইয়া মুক্বাল্লিবাল ক্বুলূবি যাব্বিত ক্বালবী আলা দীনিক।' অর্থাৎ, হে হৃদয়সমূহকে বিবর্তনকারী! আমার হৃদয়কে তোমার দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। *(তিরমিযী, হাসান)*

২৬/ ১৪৯৮। (এ স্থলে উল্লিখিত হাদীসটি দুর্বল।)

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((أَلِظُّوا بِـ (يَاذا الجَلاَلِ والإكْرام))). رواه الترمذي، ورواه النسائي من رواية ربيعة بن عامرٍ الصحابي، قَالَ الحاكم: ((حديث صحيح الإسناد))

২৭/ ১৪৯৯। আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'ইয়া যাল জালালি অলইকরাম!' বাক্যটি আবশ্যিকভাবে বড্ড গুরুত্ব দাও। *(তিরমিযী,নাসায়ী সাহাবী*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

রাবীআহ বিন আমের থেকে বর্ণনা করেছেন। হাকেম বলেছেন, হাদীসটির সনদ সহীহ)।

২৮/ ১৫০০। (এ স্থলে উল্লিখিত হাদীসটি দুর্বল।)

২৯/ ১৫০১। (এখানে উল্লিখিত হাদীসটি সহীহ নয়। সিলসিলাহ যয়ীফাহ ২৯০৮নং)

পরিচ্ছেদ - ২৫১

কারো পশ্চাতে তার জন্য দুআর ফযীলত

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ }

অর্থাৎ, যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং বিশ্বাসে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাদেরকে ক্ষমা কর (এবং মু'মিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না)। *(সূরা হাশ্র ১০ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ واسْتَغْفِرْ لِذنْبِكَ وَلِلْمُؤمنينَ والمؤْمنَات } [محمد:١٩]

অর্থাৎ, তুমি ক্ষমা-প্রার্থনা কর তোমার এবং মু'মিন নর-নারীদের ত্রুটির জন্য। *(সূরা মুহাম্মাদ ১৯ আয়াত)*

তিনি ইব্রাহীম ﷺ-এর দুআ উদ্ধৃত করে বলেছেন,

{ رَبَّنا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤمِنِينَ يَومَ يَقُومُ الحِسَابُ } [إبراهيم : ٤١]

অর্থাৎ, হে আমার প্রতিপালক! যেদিন হিসাব হবে সেদিন আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং বিশ্বাসীদেরকে ক্ষমা করো। *(সূরা ইব্রাহীম ৪১ আয়াত)*

وَعَنْ أَبِي الدرداء ﷺ : أَنَّه سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : ((مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدْعُو لأَخِيهِ بِظَهْرِ الغَيْبِ إِلاَّ قَالَ المَلَكُ : وَلَكَ بِمِثْلٍ)) . رواه مسلم

১/ ১৫০২। আবূ দার্দা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, যখনই কোন মুসলিম বান্দা তার ভায়ের জন্য পশ্চাতে অদৃশ্যে দুআ করে, তখনই তার (শিয়রে নিযুক্ত ফিরিশ্তা বলেন, এবং তোমার জন্যও অনুরূপ। *(মুসলিম)*

وَعَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ : ((دَعْوَةُ المَرْءِ المُسْلِمِ لأَخِيهِ بِظَهْرِ الغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لأَخِيهِ بِخَيْرٍ قَالَ المَلَكُ المُوَكَّلُ بِهِ: آمِينَ، وَلَكَ بِمِثْلٍ)). رواه مسلم

২/ ১৫০৩। উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন, কোন মুসলিম তার ভায়ের অবর্তমানে তার জন্য নেক দুআ করলে তা কবুল হয়। তার শিয়রে একজন ফিরিশ্তা নিয়োজিত থাকে, যখনই সে তার ভায়ের জন্য নেক দুআ করে ফিরিশ্তা বলেন, আমীন এবং তোমার জন্যও অনুরূপ। *(মুসলিম)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ২৫২

দুআ সম্পর্কিত কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয়

وَعَنْ أُسَامَةَ بنِ زَيد رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ، فَقَالَ لفاعله: جَزَاكَ اللهُ خَيراً، فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ)). رواه الترمذي، وقال: ((حديث حسن صحيح))

১/ ১৫০৪। উসামাহ ইবনে যায়েদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তির জন্য কোন উপকার করা হল এবং সে উপকারকারীকে 'জাযাকাল্লাহু খায়রা' (অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দেন) বলে দুআ দিল, সে নিঃসন্দেহে (উপকারীর) পূর্ণাঙ্গরূপে প্রশংসা করল। *(তিরমিযী হাসান সহীহ)*

وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لاَ تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ؛ وَلاَ تَدعُوا عَلَى أَوْلاَدِكُمْ، وَلاَ تَدْعُوا عَلَى أَموَالِكُمْ، لاَ تُوافِقُوا مِنَ اللهِ سَاعَةً يُسأَلُ فِيهَا عَطَاءً فَيَسْتَجِيبَ لَكُمْ)). رواه مسلم

২/ ১৫০৫। জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা নিজেদের বিরুদ্ধে, নিজেদের সন্তান-সন্ততির বিরুদ্ধে, নিজেদের ধন-সম্পদের বিরুদ্ধে বদ্দুআ করো না (কেননা, হয়তো এমন হতে পারে যে) তোমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন একটি সময় পেয়ে বস, যখন আল্লাহর কাছে যা চাইবে, তোমাদের জন্য তা কবূল করে নেবেন। (কাজেই বদ দুআও কবূল হয়ে যাবে অতএব এ থেকে সাবধান)। *(মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((أَقْرَبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ)). رواه مسلم

৩/ ১৫০৬। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বান্দা সিজদার অবস্থায় স্বীয় প্রভুর সর্বাধিক নিকটবর্তী হয়। অতএব তোমরা অধিক মাত্রায় (ঐ অবস্থায়) দুআ কর। *(মুসলিম)*

وَعَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((يُسْتَجَابُ لأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ : يَقُوْلُ : قَدْ دَعَوْتُ رَبِّي ، فَلَمْ يَسْتَجِبْ لِي)). متفق عَلَيْهِ

وفي رواية لمسلم : ((لاَ يَزالُ يُسْتَجَابُ لِلعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ ، أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ ، مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ)). قيل : يَا رَسُولَ اللهِ مَا الاسْتِعْجَالُ ؟ قَالَ : ((يَقُوْلُ : قَدْ دَعوْتُ ، وَقَدْ دَعَوْتُ ، فَلَمْ أرَ يَسْتَجِيبُ لِي ، فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدَعُ الدُّعَاءَ)).

৪/ ১৫০৭। উক্ত রাবী হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কোন ব্যক্তির দুআ গৃহীত হয়; যতক্ষণ না সে তাড়াহুড়ো করে, বলে আমার প্রভুর নিকট দুআ তো করলাম, কিন্তু তিনি আমার দুআ কবূল করলেন না। *(বুখারী ও মুসলিম)*

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে বান্দার দুআ অতক্ষণ পর্যন্ত কবূল করা হয়, যতক্ষণ সে গুনাহর জন্য বা আত্মীয়তা ছিন্ন করার জন্য দুআ না করে, আর যতক্ষণ না সে তাড়াহুড়ো করে। জিজ্ঞাসা করা হল, হে আল্লাহর রসূল! তাড়াহুড়ো মানে কী? তিনি বলেন, দুআকারী

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

বলে, দুআ করলাম, আবার দুআ করলাম, অথচ দেখলাম না যে, তিনি আমার দুআ কবূল করছেন। কাজেই সে তখন ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে বসে পড়ে ও দুআ করা ত্যাগ করে দেয়।

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﷺ قَالَ : قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ : أَيُّ الدُّعاءِ أَسْمَعُ ؟ قَالَ : ((جَوْفَ اللَّيْلِ الآخِرِ، وَدُبُرَ الصَّلَواتِ المَكْتُوباتِ)) . رواه الترمذي ،وقال : ((حديث حسن))

৫/ ১৫০৮। আবূ উমামাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল, কোন্ দুআ সর্বাধিক শোনা (কবূল করা) হয়? তিনি বললেন, রাত্রির শেষভাগে এবং ফরয নামাযসমূহের শেষাংশে। *(তিরমিযী হাসান)*

وَعَنْ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((مَا عَلَى الأَرْضِ مُسْلِمٌ يَدْعُو اللهَ تَعَالَى بِدَعْوَةٍ إِلاَّ آتَاهُ اللهُ إِيَّاهَا، أَوْ صَرفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ، أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ))، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَومِ: إِذاً نُكْثِرُ قَالَ: ((اللهُ أَكْثَرُ)). رواه الترمذي، وقال: ((حديث حسن صحيح))

وَرَوَاهُ الحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ وَزَادَ فِيهِ : ((أَوْ يَدَّخِرَ لَهُ مِن الأَجْرِ مِثْلَها)) .

৬/ ১৫০৯। উবাদাহ ইবনে স্বামেত ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ধরার বুকে যে মুসলিম ব্যক্তিই আল্লাহর কাছে দুআ করে (তা ব্যর্থ যায় না); হয় আল্লাহ তা তাকে দেন অথবা অনুরূপ কোন মন্দ তার উপর থেকে অপসারণ করেন; যতক্ষণ পর্যন্ত সে (দুআকারী) গুনাহ বা আত্মীয়তা ছিন্ন করার দুআ না করবে। একটি লোক বলল, তাহলে তো আমরা অধিক মাত্রায় দুআ করব। তিনি বললেন, আল্লাহ সর্বাধিক অনুগ্রহশীল। *(তিরমিযী-হাসান সহীহ)*

হাকেম আবূ সাঈদ হতে এগুলি বর্দ্ধিত আকারে বর্ণনা করেছেন, "অথবা তার সম পরিমাণ পুণ্য তার জন্য সঞ্চিত রাখা হয় (যা তার পরকালে কাজে আসবে)।"

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الكَرْبِ : ((لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ، وَرَبُّ الأَرْضِ، وَرَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ)). متفق عَلَيْهِ

৭/ ১৫১০। ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিপদ ও কষ্টের সময় এই দুআ পড়তেন,

'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হুল আযীমুল হালীম, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু রাব্বুল আরশিল আযীম, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু রাব্বুস সামা-ওয়া-তি অরাব্বুল আরযি অরাব্বুল আরশিল কারীম।'

অর্থ, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মা'বুদ নেই; যিনি সুমহান, সহিষ্ণু। আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই; যিনি সুবৃহৎ আরশের প্রতিপালক। আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য আরাধ্য নেই; যিনি আকাশমন্ডলী, পৃথিবী ও সম্মানিত আরশের অধিপতি। *(বুখারী-মুসলিম)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ২৫৩

আল্লাহর প্রিয় বন্ধুদের কারামত (অলৌকিক কর্মকান্ড) এবং তাঁদের মাহাত্ম্য

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ، الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ لاَ تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ } [يونس : ٦٢- ٦٤]

অর্থাৎ, মনে রেখো যে, আল্লাহর বন্ধুদের না কোন আশংকা আছে আর না তারা বিষণ্ন হবে। তারা হচ্ছে সেই লোক যারা ঈমান এনে তাক্বওয়া (সাবধানতা, পরহেযগারী) অবলম্বন করে থাকে। তাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে পার্থিব জীবনে এবং পরকালেও; আল্লাহর বাণীসমূহের কোন পরিবর্তন নেই; এটাই হচ্ছে বিরাট সফলতা। *(সূরা ইউনুস ৬২-৬৪ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيّاً، فَكُلِي وَاشْرَبِي } [مريم : ٢٥ ، ٢٦]

অর্থাৎ, তুমি তোমার দিকে খেজুর গাছের কান্ড হিলিয়ে দাও; ওটা তোমার সামনে সদ্যপক্ক তাজা খেজুর ফেলতে থাকবে। সুতরাং আহার কর, পান কর---। *(সূরা মারয়্যাম ২৫-২৬ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন,

{ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقاً قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ } [آل عمران : ٣٧]

অর্থাৎ, যখনই যাকারিয়া মিহরাবে (কক্ষে) তার সঙ্গে দেখা করতে যেত, তখনই তার নিকট খাদ্য-সামগ্রী দেখতে পেত। সে বলত, হে মারয়্যাম! এসব তুমি কোথা থেকে পেলে? সে বলত, তা আল্লাহর কাছ থেকে। নিশ্চয় আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপর্যাপ্ত জীবিকা দান করে থাকেন। *(সূরা আলে ইমরান ৩৭ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেছেন,

{ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلاَّ اللهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقاً وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ } [الكهف : ١٦-١٧]

অর্থাৎ, তোমরা যখন তাদের ও তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের উপাসনা করে তাদের সংস্পর্শ হতে বিচ্ছিন্ন হলে তখন তোমরা গুহায় আশ্রয় গ্রহণ কর; তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য তাঁর দয়া বিস্তার করবেন এবং তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজকর্মকে ফলপ্রসূ করবার ব্যবস্থা করবেন। তুমি দেখলে দেখতে, সূর্য উদয়কালে তাদের গুহার ডান দিকে হেলে অতিক্রম করছে এবং অস্তকালে তাদেরকে অতিক্রম করছে বাম পাশ দিয়ে---। *(সূরা কাহাফ ১৬-১৭ আয়াত)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبدِ الرَّحْمَانِ بنِ أَبِي بَكرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا أُنَاساً فُقَرَاءَ وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَرَّةً : ((مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ ، فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ ، فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ بِسَادِسٍ)) أَوْ كَمَا قَالَ ، وَأَنَّ أَبَا بَكرٍ ﷺ ، جَاءَ بِثَلاَثَةٍ ، وَانْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَشَرَةٍ ، وَأَنَّ أَبَا بَكرٍ تَعَشَّى عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ، ثُمَّ لَبِثَ حَتَّى صَلَّى العِشَاءَ ، ثُمَّ رَجَعَ ، فَجَاءَ بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللهُ . قَالَت امْرَأَتُهُ : مَا حَبَسَكَ عَنْ أَضْيَافِكَ ؟ قَالَ : أَوَمَا عَشَّيْتِهِمْ ؟ قَالَتْ: أَبَوْا حَتَّى تَجِيءَ وَقَدْ عَرَضُوا عَلَيْهِمْ ، قَالَ : فَذَهَبتُ أَنَا فَاخْتَبَأْتُ ، فَقَالَ : يَا غُنْثَرُ ، فَجَدَّعَ وَسَبَّ ، وَقَالَ : كُلُوا لاَ هَنِيئاً وَاللهِ لاَ أَطْعَمُهُ أَبَداً ، قَالَ : وَايْمُ اللهِ مَا كُنَّا نَأخُذُ مِنْ لُقْمَةٍ إِلاَّ رَبَا مِنْ أَسفَلِهَا أَكْثَرَ مِنهَا حَتَّى شَبِعُوا ، وَصَارَتْ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبلَ ذَلِكَ ، فَنَظَرَ إِلَيهَا أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لامرَأَتِه : يَا أُخْتَ بَنِي فِرَاسٍ مَا هَذَا ؟ قَالَتْ : لاَ وَقُرَّةِ عَينِيْ لَهِيَ الآنَ أَكثَرُ مِنهَا قَبلَ ذَلِكَ بِثَلاَثِ مَرَّاتٍ ! فَأَكَلَ مِنهَا أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ : إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنَ الشَّيطَانِ ، يَعنِيْ : يَمِينَهُ . ثُمَّ أَكَلَ مِنهَا لُقْمَةً ، ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ. وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ، فَمَضَى الأَجَلُ ، فَتَفَرَّقْنَا اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلاً ، مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أُنَاسٌ ، اللهُ أَعْلَمُ كَمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ فَأَكَلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ .

وَفِي رِوَايَةٍ : فَحَلَفَ أَبُو بَكْرٍ لاَ يَطْعَمُهُ ، فَحَلَفَت المَرْأَةُ لاَ تَطْعَمُهُ ، فَحَلَفَ الضَّيْفُ . - أَو الأَضْيَافُ - أَنْ لاَ يَطْعَمُهُ أَوْ يَطْعَمُوهُ حَتَّى يَطْعَمَهُ . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَذِهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ! فَدَعَا بِالطَّعَامِ فَأَكَلَ وَأَكَلُوا ، فَجَعَلُوا لاَ يَرْفَعُونَ لُقْمَةً إِلاَّ رَبَتْ مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا ، فَقَالَ : يَا أُخْتَ بَنِي فِرَاسٍ ، مَا هَذَا ؟ فَقَالَتْ : وَقُرَّةِ عَيْنِي إِنَّهَا الآنَ لأَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ نَأْكُلَ ، فَأَكَلُوا ، وَبَعَثَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَذَكَرَ أَنَّهُ أَكَلَ مِنْهَا .

وَفِي رِوايَةٍ : إِنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَانِ : دُونَكَ أَضْيَافَكَ ، فَإِنِّي مُنْطَلِقٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَافْرُغْ مِنْ قِرَاهُم قَبْلَ أَنْ أَجِيءَ ، فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمانِ ، فَأَتَاهُمْ بِمَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ : اطْعَمُوا ؛ فَقَالُوا : أَينَ رَبُّ مَنْزِلِنا ؟ قَالَ : اطْعَمُوا ، قَالُوا : مَا نحنُ بِآكِلِينَ حَتَّى يَجِيءَ رَبُّ مَنْزِلِنَا ، قَالَ : اقْبَلُوا عَنَّا قِرَاكُمْ ، فَإِنَّهُ إِنْ جَاءَ وَلَمْ تَطْعَمُوا ، لَنَلْقَيَنَّ مِنْهُ فَأَبَوْا ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يَجِدُ عَلَيَّ ، فَلَمَّا جَاءَ تَنَحَّيْتُ عَنْهُ ، فَقَالَ : مَا صَنَعْتُمْ ؟ فَأَخْبَرُوهُ ، فَقَالَ : يَا عَبْدَ الرَّحمانِ ، فَسَكَتُّ : ثُمَّ قَالَ : يَا عَبْدَ الرَّحْمانِ ، فَسَكَتُّ ، فَقَالَ: يَا غُنْثَرُ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ تَسْمَعُ صَوتِي لَمَا جِئْتَ ! فَخَرَجْتُ ، فَقُلْتُ : سَلْ أَضْيَافَكَ ، فَقَالُوا : صَدَقَ ، أَتَانَا بِه ، فَقَالَ : إِنَّمَا انْتَظَرْتُمُونِي وَاللهِ لاَ أَطْعَمُهُ اللَّيْلَةَ . فَقَالَ الآخَرُونَ : وَاللهِ لاَ نَطْعَمُهُ حَتَّى تَطْعَمَهُ فَقَالَ : وَيْلَكُمْ مَا لَكُمْ لاَ تَقْبَلُونَ عَنَّا قِرَاكُمْ ؟ هَاتِ طَعَامَكَ، فَجَاءَ بِهِ ، فَوَضَعَ يَدَهُ فَقَالَ: بِسْمِ اللهِ ، الأُولَى مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَأَكَلَ وَأَكَلُوا. متفق عَلَيْهِ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

১/১৫১১। আবূ মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান ইবনে আবূ বাক্‌র সিদ্দীক ﷺ হতে বর্ণিত, 'আসহাবে সুফ্‌ফাহ' (তৎকালীন মসজিদে নববীতে একটি ছাউনি বিশিষ্ট ঘর ছিল। সেখানে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর তত্ত্বাবধানে কিছু সাহাবা আশ্রয় গ্রহণ করতেন ও বসবাস করতেন। তাঁরা) বহু গরীব মানুষ ছিলেন। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যার কাছে দু'জনের আহার আছে সে যেন (তাদের মধ্য থেকে) তৃতীয় জনকে সাথে নিয়ে যায়। আর যার নিকট চারজনের আহারের অবস্থা আছে, সে যেন পঞ্চম অথবা ষষ্ঠজনকে সাথে নিয়ে যায়। আবূ বাক্‌র ﷺ তিনজনকে সঙ্গে নিয়ে এলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ দশজনকে সাথে নিয়ে গেলেন। আবূ বাক্‌র ﷺ রাসূলুল্লাহর ঘরেই রাতের আহার করেন এবং এশার নামায পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। এশার নামাযের পর তিনি পুনরায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘরে ফিরে আসেন এবং আল্লাহর ইচ্ছামত রাতের কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি বাড়ি ফিরলে তাঁর স্ত্রী তাঁকে বললেন, বাইরে কিসে আপনাকে আটকে রেখেছিল? তিনি বললেন, তুমি এখনো তাঁদেরকে খাবার দাওনি? স্ত্রী বললেন, আপনি না আসা পর্যন্ত তাঁরা খেতে রাজি হলেন না। তাঁদের সামনে খাবার দেওয়া হয়েছিল, তাঁরা তা খাননি। আব্দুর রহমান ﷺ বলেন, (পিতার তিরস্কারের ভয়ে) আমি লুকিয়ে গেলাম। তিনি (রাগান্বিত হয়ে) বললেন, ওরে মূর্খ! অতঃপর নাক কাটা ইত্যাদি বলে গালাগালি করলেন এবং (মেহমানদের উদ্দেশ্যে) বললেন, আপনারা স্বচ্ছন্দে খান, আল্লাহর কসম! আমি মোটেই খাব না।

আব্দুর রহমান ﷺ বলেন, আল্লাহর কসম! আমরা লুকমা (খাদ্যগ্রাস) উঠিয়ে নিতেই নীচ থেকে তা অধিক পরিমাণে বেড়ে যাচ্ছিল। তিনি বলেন, সকলেই পেট ভরে খেলেন। অথচ পূর্বের চেয়ে বেশি খাবার রয়ে গেল। আবূ বাক্‌র ﷺ খাবারের দিকে তাকিয়ে স্ত্রীকে বললেন, হে বনু ফিরাসের বোন! এ কি? তিনি বললেন, আমার চোখের প্রশান্তির কসম! এ তো পূর্বের চেয়ে তিনগুণ বেশি! সুতরাং আবূ বাক্‌র ﷺও তা থেকে আহার করলেন এবং বললেন, আমার (খাব না বলে) সে কসম শয়তানের পক্ষ থেকেই হয়েছিল। তারপর তিনি আরো খেলেন এবং অতিরিক্ত খাবার নবী ﷺ-এর দরবারে নিয়ে গেলেন। ভোর পর্যন্ত সে খাবার তাঁর নিকটেই ছিল।

এদিকে আমাদেরও অন্য একটি গোত্রের মাঝে যে চুক্তি ছিল তার সময়সীমা পূর্ণ হয়ে যায়। (এবং তারা মদীনায় আসে।) অতঃপর আমরা তাদেরকে তাদের বারো জনের নেতৃত্বে ভাগ করে দিই। প্রত্যেকের সাথেই কিছু কিছু লোক ছিল। তবে প্রত্যেকের সাথে কতজন ছিল তা আল্লাহই বেশি জানেন। তারা সকলেই সেই খাদ্য আহার করে।

অন্য বর্ণনায় আছে, আবূ বাক্‌র খাবেন না বলে কসম করলেন, তা দেখে তাঁর স্ত্রীও খাবেন না কসম করলেন। আর তা দেখে মেহমানরাও তিনি সঙ্গে না খেলে খাবে না বলে কসম করল! আবূ বাক্‌র বললেন, এ সব (কসম) শয়তানের পক্ষ থেকে। সুতরাং তিনি খাবার আনতে বলে নিজে খেলেন এবং মেহমানরাও খেল। তাঁরা যখনই লুকমা (খাদ্যগ্রাস) উঠিয়ে খাচ্ছিলেন, তখনই নীচ থেকে তা অধিক পরিমাণে বেড়ে যাচ্ছিল। আবূ বাক্‌র ﷺ (স্ত্রীকে) বললেন, হে বনু ফিরাসের বোন! এ কি? স্ত্রী বললেন, আমার চোখের প্রশান্তির কসম! এখন এ তো খেতে শুরু করার আগের চেয়ে অধিক বেশি! সুতরাং সকলেই খেলেন এবং অতিরিক্ত খাবার নবী ﷺ-এর দরবারে পাঠিয়ে দিলেন। আব্দুর রহমান বলেন, তিনি তা হতে খেলেন।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, আবূ বাক্‌র আব্দুর রহমানকে বললেন, তোমার মেহমান নাও।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

(তুমি তাদের খাতির কর) আমি নবী ﷺ-এর নিকট যাচ্ছি। আমার ফিরে আসার আগে আগেই তুমি (খাইয়ে) তাদের খাতির সম্পন্ন করো। সুতরাং আব্দুর রহমান তাঁর নিকট যে খাবার ছিল, তা নিয়ে তাঁদের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, আপনারা খান। কিন্তু মেহমানরা বললেন, আমাদের বাড়ি-ওয়ালা কোথায়? তিনি বললেন, আপনারা খান। তাঁরা বললেন, আমাদের বাড়ি-ওয়ালা না আসা পর্যন্ত আমরা খাব না। আব্দুর রহমান বললেন, আপনারা আমাদের তরফ থেকে মেহমান-নেওয়াযী গ্রহণ করুন। কারণ তিনি এসে যদি দেখেন যে, আপনারা খাননি, তাহলে অবশ্যই আমরা তাঁর নিকট থেকে (বড় ভর্ৎসনা) পাব। কিন্তু তাঁরা (খেতে) অস্বীকার করলেন।

(আব্দুর রহমান বলেন,) তখন আমি বুঝে নিলাম যে, তিনি আমার উপর খাপ্পা হবেন। অতঃপর তিনি এলে আমি তাঁর নিকট থেকে সরে গেলাম। তিনি বললেন, কি করেছ তোমরা? তাঁরা তাঁকে ব্যাপারটা খুলে বললেন। অতঃপর তিনি ডাক দিলেন, আব্দুর রহমান! আব্দুর রহমান নিরুত্তর থাকলেন। আবার ডাক দিলেন, আব্দুর রহমান? কিন্তু তখনও তিনি নীরব থাকলেন। তারপর আবার বললেন, এ বেওকুফ! আমি তোমাকে কসম দিচ্ছি, যদি তুমি আমার ডাক শুনতে পাচ্ছ, তাহলে এসে যাও।

(আব্দুর রহমান বলেন,) তখন আমি (বাধ্য হয়ে) বের হয়ে এলাম। বললাম, আপনি আপনার মেহমানদেরকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন, (আমি তাদেরকে খেতে দিয়েছিলাম কি না?) তাঁর বললেন, ও সত্যই বলেছে। ও আমাদের কাছে খাবার নিয়ে এসেছিল। (আমরাই আপনার অপেক্ষায় খাইনি।) আবূ বাক্র ﷺ বললেন, তোমরা আমার অপেক্ষা করে বসে আছ। কিন্তু আল্লাহর কসম! আজ রাতে আমি আহার করব না। তাঁরা বললেন, আল্লাহর কসম! আপনি না খাওয়া পর্যন্ত আমরাও খাব না। তিনি বললেন, ধিক্কার তোমাদের প্রতি! তোমাদের কি হয়েছে যে, আমাদের পক্ষ থেকে মেহমান-নেওয়াযী গ্রহণ করবে না? (অতঃপর আব্দুর রহমানের উদ্দেশ্য বললেন,) নিয়ে এস তোমার খাবার। তিনি খাবার নিয়ে এলে আবূ বাক্র তাতে হাত রেখে বললেন, বিস্‌মিল্লাহ। প্রথম (রাগের অবস্থায় কসম) ছিল শয়তানের পক্ষ থেকে। সুতরাং তিনি খেলেন এবং মেহমানরাও আহার করলেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لَقَدْ كَانَ فِيمَا قَبْلَكُمْ مِنَ الأُمَمِ نَاسٌ مُحَدَّثُوْنَ، فَإِنْ يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرُ)) . رواه البخاري ورواه مسلم من رواية عائشة . وفي روايتهما قَالَ ابن وهب : ((مُحَدَّثُونَ)) أَيْ مُلْهَمُونَ .

২/১৫১২। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির মধ্যে অনেক 'মুহাদ্দাষ' লোক ছিল। যদি আমার উম্মতের মধ্যে কেউ 'মুহাদ্দাষ' থাকে, তাহলে সে হল উমার। *(বুখারী)*

ইমাম মুসলিমও আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণনা করেছেন। উক্ত দুই গ্রন্থের বর্ণনায় আছে, ইবনে অহাব বলেন, 'মুহাদ্দাষ' হলেন তাঁরা, যাঁদের মনে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) ইলহাম (ভালো-মন্দের জ্ঞান প্রক্ষেপ) করা হয়।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَنْ جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : شَكَا أَهْلُ الكُوفَةِ سَعْداً يَعني : ابنَ أَبِي وَقَّاصٍ ﷺ، إِلَى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ ﷺ فَعَزَلَهُ ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَّاراً ، فَشَكَوا حَتَّى ذَكَرُوا أَنَّهُ لاَ يُحْسِنُ يُصَلِّي، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : يَا أَبَا إِسْحَاقَ ، إِنَّ هَؤُلاَءِ يَزْعُمُونَ أَنَّكَ لاَ تُحْسِنُ تُصَلِّي ، فَقَالَ : أَمَّا أَنَا وَاللهِ فَإِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، لاَ أَخْرِمُ عَنْها ، أُصَلِّي صَلاَتَي العِشَاءِ فَأَرْكُدُ فِي الأُولَيَيْنِ ، وَأُخِفُّ فِي الأُخْرَيَيْنِ . قَالَ : ذَلِكَ الظَّنُّ بِكَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ ، وَأَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلاً - أَوْ رِجَالاً - إِلَى الكُوفَةِ يَسْأَلُ عَنْهُ أَهْلَ الكُوفَةِ ، فَلَمْ يَدَعْ مَسْجِداً إِلاَّ سَأَلَ عَنْهُ ، وَيُثْنُونَ مَعْرُوفاً ، حَتَّى دَخَلَ مَسْجِداً لِبَنِي عَبْسٍ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ ، يُقَالُ لَهُ أُسَامَةُ بْنُ قَتَادَةَ ، يُكَنَّى أَبَا سَعْدَةَ، فَقَالَ: أَمَا إِذْ نَشَدْتَنَا فَإِنَّ سَعْداً كَانَ لاَ يَسِيرُ بِالسَّرِيَّةِ وَلاَ يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ ، وَلاَ يَعْدِلُ فِي القَضِيَّةِ . قَالَ سَعْدٌ : أَمَا وَاللهِ لأَدْعُوَنَّ بِثَلاَثٍ : اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هَذَا كَاذِباً ، قَامَ رِيَاءً ، وَسُمْعَةً ، فَأَطِلْ عُمُرَهُ ، وَأَطِلْ فَقْرَهُ ، وَعَرِّضْهُ لِلْفِتَنِ . وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا سُئِلَ يَقُولُ : شَيْخٌ كَبِيرٌ مَفْتُونٌ ، أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعْدٍ . قَالَ عَبدُ المَلِكِ بنُ عُمَيْرٍ الرَّاوِي عَن جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ : فَأَنَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنَ الكِبَرِ ، وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوارِي فِي الطُّرُقِ فَيَغْمِزُهُنَّ . متفق عَلَيْهِ

৩/ ১৫ ১৩। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহর ﷺ বলেছেন কুফাবাসীরা উমার ইবনে খাত্ত্বাব ﷺ-এর কাছে সা'দ ইবনে আবী অক্কাস ﷺ-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলল, সে ভালভাবে নামায পড়তে জানে না। কাজেই তিনি তাঁকে ডেকে পাঠালেন। এবং (যখন তিনি উমার ﷺ-এর কাছে হাযির হলেন, তখন) তিনি তাঁকে বললেন, হে ইসহাকের পিতা! ওরা বলছে যে, তুমি উত্তমভাবে নামায আদায় কর না। জবাবে তিনি বললেন, যাই হোক, আল্লাহর কসম! আমি তো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাযের মত নামায পড়াতাম, তা থেকে (একটুও) কম করি না। যোহর ও আসরের দুই নামাযের প্রথম দু' রাকআতে দীর্ঘক্ষণ কিয়াম করতাম এবং দ্বিতীয় দু-রাকআতকে সংক্ষিপ্ত করতাম। উমার ﷺ (এ কথা শুনে বললেন,) ইসহাকের পিতা! তোমার সম্পর্কে ঐ ধারণাই ছিল। (পরে তাঁর সঙ্গে একজন বা কয়েকজন লোক কূফা নগরীতে প্রেরণ করলেন। যাতে করে কূফা নগরীর প্রতিটি মসজিদে গিয়ে সা'দ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে। সুতরাং প্রত্যেক মসজিদেই তাঁর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতে লাগল। এবং সকলেই তাঁর প্রশংসা করল। শেষ পর্যন্ত যখন তারা বনু আব্সার মসজিদে উপনীত হল। তখন সেখানে আবূ সা'দাহ উসামাহ ইবনে ক্বাতাদাহ নামক এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল, যখন আপনারা আমাদেরকে জিজ্ঞাসাই করলেন, তখন (প্রকাশ করে দিচ্ছি শুনুন,) সা'দ সেনা বাহিনীর সঙ্গে (জিহাদে) যান না, নায্যভাবে (কোন জিনিস) বন্টন করেন না এবং ইনসাফের সাথে বিচার করেন না। সা'দ তখন (জবাবে) বলে উঠলেন, আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই তিনটি বদ্দুআ করবঃ হে আল্লাহ! যদি তোমার বান্দাহ মিথ্যাবাদী হয়, রিয়া (লোকপ্রদর্শন হেতু) ও খ্যাতির জন্য এভাবে দন্ডায়মান হয়েছে, তাহলে তুমি ওর আয়ু দীর্ঘ করে দাও এবং ওর দারিদ্রতা বাড়িয়ে দাও এবং ওকে ফিতনার কবলে ফেল। (বাস্তবিক তার অবস্থা ঐরূপই হয়েছিল।) সুতরাং যখন তাকে (কুশল) জিজ্ঞাসা করা হত, তখন উত্তরে বলত, অত্যন্ত বৃদ্ধ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

হয়ে পড়েছি এবং ফিত্‌নায় পতিত হয়েছি; সা'দের বদ্দুআ আমাকে লেগে গেছে।

জাবের ইবনে সামুরাহ থেকে বর্ণনা কারী আব্দুল মালেক বিন উমাইর বলেন, আমি পরে তাকে দেখেছি যে, সে অত্যন্ত বার্ধক্যের কারণে তার চোখের ভ্রূগুলি চোখের উপরে লটকে পড়েছে আর রাস্তায় রাস্তায় দাসীদেরকে উত্যক্ত করত ও আঙ্গুল বা চোখ দ্বারা তাদেরকে ইশারা করত। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ عُروَةَ بنِ الزُّبَيرِ : أَنَّ سَعِيدَ بنَ زَيدِ بنِ عَمرِو بنِ نُفَيلٍ ﷺ ، خَاصَمَتْهُ أَرْوَى بِنْتُ أَوْسٍ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الحَكَمِ ، وَادَّعَتْ أَنَّهُ أَخَذَ شَيْئاً مِنْ أَرْضِهَا ، فَقَالَ سَعِيدٌ : أَنَا كُنْتُ آخُذُ شَيئاً مِنْ أَرْضِهَا بَعْدَ الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ !؟ قَالَ : مَاذَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : ((مَنْ أَخَذَ شِبْراً مِنَ الأَرْضِ ظُلْماً ، طُوِّقَهُ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ)) فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ : لاَ أَسْأَلُكَ بَيِّنَةً بَعْدَ هَذَا ، فَقَالَ سَعِيدٌ : اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً ، فَأَعْمِ بَصَرَهَا ، وَاقْتُلْهَا فِي أَرْضِهَا ، قَالَ : فَمَا مَاتَتْ حَتَّى ذَهَبَ بَصَرُهَا ، وَبَيْنَمَا هِيَ تَمْشِي فِي أَرْضِهَا إِذْ وَقَعَتْ فِي حُفْرَةٍ فَمَاتَتْ . متفق عَلَيْهِ

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ زَيدِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ بِمَعْنَاهُ ، وَأَنَّهُ رَآهَا عَمْيَاءَ تَلْتَمِسُ الجُدُرَ تَقُوْلُ : أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعِيدٍ ، وَأَنَّهَا مَرَّتْ عَلَى بِئرٍ فِي الدَّارِ الَّتِي خَاصَمَتْهُ فِيهَا ، فَوَقَعَتْ فِيهَا ، وكانتْ قَبْرَهَا .

৪/ ১৫১৪। উরওয়াহ বিন যুবাইর ﷺ হতে বর্ণিত, সাঈদ ইবনে যায়দ ইবনে আম্‌র ইবনে নুফাইল ﷺ-এর বিরুদ্ধে আরওয়া বিন্তে আওস নামক এক মহিলা মারওয়ান ইবনে হাকামের দরবারে মোকাদ্দামা পেশ করল; সে দাবি জানাল যে, সাঈদ আমার কিছু জমি আত্মসাৎ করেছেন। সাঈদ বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে (এ বিষয়ে ধমক) শোনার পরও কি আমি তার কিছু জমি দাবিয়ে নিতে পারি। মারওয়ান বললেন, আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে কি (ধমক) শুনেছেন? তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কারো এক বিঘত জমি দাবিয়ে নেবে, (কিয়ামতের দিনে) সাত তবক যমীন তার গলায় লটকে দেওয়া হবে।" এ কথা শুনে মারওয়ান বললেন, এরপর আমি আপনার কাছে কোন প্রমাণ তলব করব না। সুতরাং সাঈদ (বাদী পক্ষীয়) মহিলার প্রতি বদ্দুআ করে বললেন, হে আল্লাহ! এ মহিলা যদি মিথ্যাবাদিনী হয়, তাহলে ওর চক্ষু অন্ধ করে দাও এবং ওকে ওর জমিতেই মৃত্যু দাও।

বর্ণনাকারী বলেন, মহিলাটির মৃত্যুর পূর্বে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে গিয়েছিল এবং একবার সে নিজ জমিতে চলছিল। হঠাৎ একটি গর্তে পড়ে মারা গেল। *(বুখারী ও মুসলিম)*

মুহাম্মাদ বিন যায়দ বিন আব্দুল্লাহ বিন উমার কর্তৃক মুসলিমের অনুরূপ এক বর্ণনায় আছে, তিনি তাকে দেখেছেন, সে অন্ধ অবস্থায় দেওয়াল হাতড়ে বেড়াত। বলত, 'আমাকে সাঈদের বদ্দুআ লেগে গেছে।' আর সে যে জায়গার ব্যাপারে সাঈদের বিরুদ্ধে মিথ্যা নালিশ করেছিল, সেই জায়গার এক কুঁয়াতে পড়ে গিয়ে সেটাই তার কবর হয়ে গেছে!

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَنْ جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : لَمَّا حَضَرَتْ أُحُدٌ دعَانِي أَبِي مِنَ اللَّيلِ فَقَالَ : مَا أُرَانِي إلاَّ مَقْتُولاً فِي أَوَّلِ مَنْ يُقْتَلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَإِنِّي لاَ أَتْرُكُ بَعْدِي أَعَزَّ عَلَيَّ مِنْكَ غَيْرَ نَفْسِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَإِنَّ عَلَيَّ دَيْناً فَاقْضِ ، وَاسْتَوْصِ بِأَخَوَاتِكَ خَيْراً ، فَأَصْبَحْنَا ، فَكَانَ أَوَّلَ قَتِيلٍ ، وَدَفَنْتُ مَعَهُ آخَرَ فِي قَبْرِهِ ، ثُمَّ لَمْ تَطِبْ نَفْسِي أَنْ أَتْرُكَهُ مَعَ آخَرَ ، فَاسْتَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، فَإِذَا هُوَ كَيَوْمِ وَضَعْتُهُ غَيْرَ أُذنِهِ ، فَجَعَلْتُهُ فِي قَبْرٍ عَلَى حِدَةٍ . رواه البخاري

৫/ ১৫১৫। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত, উহুদের যুদ্ধ যখন সংঘটিত হয়। রাতে আমাকে আমার পিতা ডেকে বললেন, আমার মনে হয় যে, নবী ﷺ-এর সহচরবৃন্দের মধ্যে যাঁরা সর্বপ্রথম শহীদ হবেন, আমিও তাঁদের অন্তর্ভুক্ত। আর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পর, তোমাকে ছাড়া ধরাপৃষ্ঠে প্রিয়তম আর কাউকে ছেড়ে যাচ্ছি না। আমার উপর ঋণ আছে, তা পরিশোধ করে দিবে। তোমার বোনদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে। সুতরাং যখন আমরা ভোরে উঠলাম, তখন দেখলাম যে, সর্বপ্রথম উনিই শাহাদত বরণ করেছেন। আমি তাঁর সাথে আর এক ব্যক্তিকে সমাধিস্থ করলাম। তারপর অন্যজনকে তাঁর সঙ্গে একই কবরে দাফন করাতে আমার মনে শান্তি হল না। সুতরাং ছমাস পর আমি তাঁকে কবর হতে বের করলাম। (দেখা গেল) তার কান ব্যতীত (তার দেহ) সেদিনকার মত অবিকল ছিল যেদিন তাকে কবরে রাখা হয়েছিল। অতঃপর আমি তাকে একটি আলাদা কবরে দাফন করলাম। *(বুখারী)*

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ رَجُلَينِ مِنْ أَصحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ، خَرَجَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ ، فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ وَمَعَهُمَا مِثْلُ المِصْبَاحَيْنِ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا. فَلَمَّا افْتَرَقَا، صَارَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاحِدٌ حَتَّى أَتَى أَهْلَهُ. رواهُ البُخاري مِنْ طُرُقٍ؛ وفي بَعْضِهَا أنَّ الرَّجُلَيْنِ أُسَيْدُ بنُ حُضير، وَعَبّادُ بنُ بِشْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

৬/ ১৫১৬। আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ-এর সাহাবার মধ্য থেকে দু'জন সাহাবী অন্ধকার রাতে তাঁর নিকট হতে বাইরে গমন করেন। আর তাঁদের আগে আগে প্রদীপের ন্যায় কোন আলো বিদ্যমান ছিল। পরে যখন তাঁরা একে অপর থেকে আলাদা হয়ে গেলেন, তখনও প্রত্যেকের সঙ্গে আলো ছিল। শেষ পর্যন্ত তাঁরা প্রত্যেকে নিজ নিজ গৃহে পৌঁছে গেলেন। (এটিকে বুখারী কয়েকটি সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কোন কোন বর্ণনায়, ঐ দুই সাহাবীর নাম ছিল, উসাইদ ইবনে হুযাইর ও আব্বাদ ইবনে বিশ্‌র। রাযিয়াল্লাহু আনহুমা।)

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَشْرَةَ رَهْطٍ عَيْناً سَرِيَّة، وَأَمَّرَ عَلَيْهَا عَاصِمَ بنَ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيَّ ﷺ ، فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالهَدْأَةِ ؛ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةَ ؛ ذُكِرُوا لِحَيٍّ مِنْ هُذَيْل يُقَالُ لَهُمْ : بَنُو لِحيَانَ ، فَنَفَرُوا لَهُمْ بِقَرِيبٍ مِنْ مِئَةِ رَجُلٍ رَامٍ ، فَاقْتَصُّوا آثَارَهُمْ ، فَلَمَّا أَحَسَّ بِهِمْ عَاصِمٌ وَأَصْحَابُهُ ، لَجَأُوْا إِلَى مَوْضِعٍ ، فَأَحَاطَ بِهِمُ القَوْمُ ، فَقَالُوا : انْزِلُوا فَأَعْطُوا بِأَيْدِيكُمْ وَلَكُمُ العَهْدُ وَالمِيثَاقُ أَنْ لاَ نَقْتُلَ مِنْكُمْ أَحَداً . فَقَالَ عَاصِمُ بنُ ثَابِتٍ : أَيُّهَا القَوْمُ ، أَمَّا أَنَا ، فَلاَ أَنْزِلُ عَلَى ذِمَّةِ كَافِرٍ : اَللَّهُمَّ أَخْبِرْ عَنَّا نَبِيَّكَ ﷺ ، فَرَمَوهُمْ بِالنَّبْلِ فَقَتَلُوا عَاصِماً ، وَنَزَلَ إِلَيْهِمْ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ عَلَى العَهْدِ وَالمِيثَاقِ، مِنْهُمْ خُبَيْبٌ، وَزَيدُ بنُ الدَّثِنَةِ وَرَجُلٌ آخَرُ. فَلَمَّا اسْتَمْكَنُوا مِنْهُمْ أَطْلَقُوا أَوْتَارَ قِسِيِّهِمْ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

، فَرَبطُوهُمْ بِهَا . قَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ : هَذَا أَوَّلُ الغَدْرِ وَاللهِ لاَ أَصْحَبُكُمْ إِنَّ لِي بِهَؤُلاَءِ أُسْوَةً ، يُرِيدُ القَتْلَى ، فَجَرُّوهُ وعَالَجُوهُ ، فَأَبَى أَنْ يَصْحَبَهُمْ ، فَقَتَلُوهُ ، وَانْطَلَقُوا بِخُبَيبٍ ، وَزَيْدِ بنِ الدَّثِنَةِ ، حَتَّى بَاعُوهُمَا بِمَكَّةَ بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ ؛ فَابْتَاعَ بَنُو الحارِثِ بنِ عامِرِ بنِ نَوْفَلِ بنِ عبدِ مَنَافٍ خُبيباً ، وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ الحَارِثَ يَوْمَ بَدْرٍ . فَلبِثَ خُبَيْبٌ عِنْدَهُمْ أَسِيراً حَتَّى أَجْمَعُوا عَلَى قَتْلِه، فاسْتَعَارَ مِنْ بَعْضِ بَنَاتِ الحَارِثِ مُوسَى يَسْتَحِدُّ بِهَا فَأَعَارَتْهُ ، فَدَرَجَ بُنَيٌّ لَهَا وَهِيَ غَافِلَةٌ حَتَّى أَتَاهُ ، فَوَجَدَتهُ مُجْلِسَهُ عَلَى فَخِذِهِ وَالمُوسَى بِيَدِه ، فَفَزِعَتْ فَزْعَةً عَرَفَهَا خُبَيْبٌ . فَقَالَ : أَتَخشَيْنَ أَنْ أَقْتُلَهُ مَا كُنْتُ لأَفْعَلَ ذَلِكَ ! قَالَتْ : وَاللهِ مَا رَأَيْتُ أَسِيراً خَيراً مِنْ خُبَيْبٍ ، فَوَاللهِ لَقَدْ وَجَدْتُهُ يَوْماً يَأْكُلُ قِطْفاً مِنْ عِنَبٍ فِي يَدِه وَإِنَّهُ لَمُوثَقٌ بِالحَدِيدِ وَمَا بِمَكَّةَ مِنْ ثَمَرَةٍ ، وَكَانَتْ تَقُولُ: إِنَّهُ لَرِزْقٌ رَزَقَهُ اللهُ خُبَيْباً . فَلَمَّا خَرَجُوا بِه مِنَ الحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ فِي الحِلِّ، قَالَ لَهُمْ خُبَيْبٌ : دَعُونِي أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، فَتَرَكُوهُ ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ : وَاللهِ لَوْلاَ أَنْ تَحْسَبُوا أَنَّ مَا بِي جَزَعٌ لَزِدْتُ : اللَّهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَداً ، وَاقْتُلهُمْ بِدَدًا ، وَلاَ تُبْقِ مِنْهُمْ أَحَداً . وَقَالَ :

فَلَسْتُ أُبَالِي حِيْنَ أُقْتَلُ مُسْلِماً * عَلَى أيِّ جَنْبٍ كَانَ للهِ مَصْرَعِي

وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الإِلَهِ وَإِنْ يَشَأْ * يُبَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ

وَكَانَ خُبَيبٌ هُوَ سَنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ قُتِلَ صَبْراً الصَّلاَةَ . وَأَخْبَرَ - يَعني : النَّبِيَّ ﷺ - أَصْحَابَهُ يَوْمَ أُصِيبُوا خَبَرَهُمْ ، وَبَعَثَ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَى عَاصِمِ بنِ ثَابِتٍ حِيْنَ حُدِّثُوا أَنَّهُ قُتِلَ أَنْ يُؤْتَوا بِشَيءٍ مِنْهُ يُعْرَفُ ، وكَانَ قَتَلَ رَجُلاً مِنْ عُظَمَائِهِمْ ، فَبَعَثَ اللهُ لِعَاصِمٍ مِثْلَ الظُّلَّةِ مِنَ الدَّبْرِ فَحَمَتْهُ مِنْ رُسُلِهِمْ ، فَلَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يَقْطَعُوا مِنْهُ شَيْئاً . رواه البخاري

৭/১৫১৭। আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ (মুশরিকদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য) আসেম ইবনে সাবেত আনসারীর নেতৃত্বে একটি গুপ্তচরের দল কোথাও পাঠালেন। যেতে যেতে তাঁরা উসফান ও মক্কার মধ্যবর্তী হাদ্আহ নামক স্থানে পৌঁছলে হুযায়ল গোত্রের একটি শাখা বানী লিহইয়ানের নিকট তাদের আগমনের কথা জানিয়ে দেওয়া হল। এ সংবাদ পাওয়ার পর তারা প্রায় একশজন তীরন্দাজ সমভিব্যাহারে তাদের প্রতি ধাওয়া করল। দলটি তাদের (মুসলিম গোয়েন্দা দলের) পদচিহ্ন অনুসরণ করতে লাগল। আসেম ও তাঁর সাথীগণ বুঝতে পেরে একটি (উঁচু) জায়গায় (পাহাড়ে) আশ্রয় নিলেন। এবার শত্রুদল তাঁদেরকে ঘিরে ফেলল এবং বলল, নেমে এসে আত্মসমর্পণ কর, তোমাদের জন্য (নিরাপত্তার) প্রতিশ্রুতি রইল; তোমাদের কাউকে আমরা হত্যা করব না। আসেম বিন যাবেত বললেন, আমি কোন কাফেরের প্রতিশ্রুতিতে আশ্বস্ত হয়ে এখান থেকে অবতরণ করব না। হে আল্লাহ! আমাদের এ সংবাদ তোমার নবী ﷺ-এর নিকট পৌঁছিয়ে দাও। অতঃপর তারা মুসলিম গোয়েন্দাদলের প্রতি তীর বর্ষণ করতে শুরু করল। তারা আসেমকে শহীদ করে দিল। আর তাঁদের মধ্যে তিনজন তাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নেমে এলেন। তাঁরা হলেন, খুবাইব,

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

যায়দ বিন দাষিনাহ ও অন্য একজন (আব্দুল্লাহ বিন ত্বারিক)। অতঃপর তারা তাঁদেরকে কাবু করে ফেলার পর নিজেদের ধনুকের তার খুলে তার দ্বারা তাঁদেরকে বেঁধে ফেলল। এ দেখে তাদের সাথে তৃতীয় সাহাবী (আব্দুল্লাহ) বললেন, এটা প্রথম বিশ্বাসঘাতকতা। আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের সাথে যাব না। ঐ শহীদগণই আমার আদর্শ। কিন্তু তারা তাঁকে তাদের সাথে নিয়ে যাওয়ার জন্য বহু টানা-হেঁচড়া করল এবং বহু চেষ্টা করল। কিন্তু তিনি তাদের সঙ্গে যেতে অস্বীকার করলেন। অবশেষে কাফেরগণ তাঁকে শহীদ করে দিল এবং খুবাইব ও যায়দ বিন দাষিনাকে বদর যুদ্ধের পরে মক্কার বাজারে গিয়ে বিক্রি করে দিল। বনী হারেষ বিন আমের বিন নাওফাল বিন আব্দে মানাফ গোত্রের লোকেরা খুবাইবকে ক্রয় করে নিল। আর খুবাইব বদর যুদ্ধের দিন হারেষকে হত্যা করেছিলেন। তাই তিনি তাদের নিকট বেশ কিছুদিন বন্দী অবস্থায় কাটান। অবশেষে তারা তাকে হত্যা করার ব্যাপারে একমত হল। একদা তিনি নাভির নীচের লোম পরিষ্কার করার জন্য হারেষের কোন এক কন্যার নিকট থেকে একখানা ক্ষুর চাইলেন। সে তাকে তা দিল। সে অন্যমনস্ক থাকলে তার একটি শিশু বাচ্চা (খেলতে খেলতে) তাঁর নিকট চলে যায়। অতঃপর সে খুবাইবকে দেখে যে, তিনি বাচ্চাটাকে নিজের উরুর উপর বসিয়ে রেখেছেন এবং ক্ষুরটি তাঁর হাতে রয়েছে। এতে সে ভীষণভাবে ঘাবড়ে যায়। খুবাইব তা বুঝতে পেরে বললেন, তাকে হত্যা করে ফেলব ভেবে তুমি কি ভয় পাচ্ছ? আমি তা করব না।

(পরবর্তী কালে মুসলমান হওয়ার পর) হারেষের উক্ত কন্যা বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর কসম! আমি খুবাইব অপেক্ষা উত্তম বন্দী আর কখনও দেখিনি। আল্লাহর কসম! আমি তাঁকে একদিন আঙ্গুরের থোকা থেকে আঙ্গুর খেতে দেখেছি। অথচ তখন মক্কায় কোন ফলই ছিল না। অধিকন্তু তিনি তখন লোহার শিকলে আবদ্ধ ছিলেন। এ আঙ্গুর তাঁর জন্য আল্লাহর তরফ থেকে প্রদত্ত রিয্ক ছাড়া আর কিছুই নয়।

অতঃপর তাঁকে হত্যা করার জন্য যখন হারামের বাইরে নিয়ে গেল, তখন তিনি তাদেরকে বললেন, আমাকে দু' রাকআত নামায আদায় করার সুযোগ দাও। সুতরাং তারা তাঁকে ছেড়ে দিল এবং তিনি দু' রাকআত নামায আদায় করলেন। (নামায শেষে তিনি তাদেরকে) বললেন, আমি মৃত্যুর ভয়ে শংকিত হয়ে পড়েছি, তোমরা যদি এ কথা মনে না করতে, তাহলে আমি (নামাযকে) আরও দীর্ঘায়িত করতাম। অতঃপর তিনি বললেন, হে আল্লাহ! তাদেরকে এক এক করে গুণে রাখ, তাদেরকে বিক্ষিপ্তভাবে ধ্বংস কর এবং তাদের মধ্যে কাউকেও বাকী রেখো না।

তারপর তিনি আবৃত্তি করলেন,

'যেহেতু আমি মুসলিম হিসাবে মৃত্যুবরণ করছি
তাই আমার কোন পরোয়া নেই।
আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কোন্ পার্শ্বে আমি লুটিয়ে পড়ি।
আমি যেহেতু আল্লাহর পথেই মৃত্যুবরণ করছি,
আর তিনি ইচ্ছা করলে আমার ছিন্নভিন্ন প্রতিটি অঙ্গে বরকত দান করতে পারেন।

খুবাইবই প্রথম ছিলেন, যিনি প্রত্যেক সেই মুসলিমের জন্য (হত হওয়ার পূর্বে দুই রাকআত) নামায সুন্নত করে যান, যাকে বন্দী অবস্থায় হত্যা করা হয়।

এদিকে নবী ﷺ তাঁর সাহাবাবর্গকে সেই দিনই তাঁদের খবর জানালেন, যেদিন তাঁদেরকে হত্যা করা হয়।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

অপর দিকে কুরাইশের কিছু লোক আস্বেম বিন যাবেতের খুন হওয়া শুনে সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্য তাঁর মৃতদেহ থেকে পরিচিত কোন অংশ নিয়ে আসার জন্য লোক পাঠিয়ে দিল। আর তিনি বদর যুদ্ধের দিন তাদের একজন বড় নেতাকে হত্যা করেছিলেন। তখন আল্লাহ মেঘের মত এক ঝাঁক মৌমাছি পাঠিয়ে দিলেন; যা তাদের প্রেরিত লোকদের হাত থেকে আস্বেমের লাশকে রক্ষা করল। সুতরাং তারা তাঁর দেহ থেকে কোন অংশ কেটে নিতে সক্ষম হল না। *(বুখারী)*

এ পরিচ্ছেদে আরো অন্যান্য বহু সহীহ হাদীস রয়েছে, যার কিছু এই কিতাবের যথাস্থানে অতিবাহিত হয়েছে। যেমন সেই কিশোরের হাদীস, যে একজন পাদরী ও যাদুকরের কাছে যাতায়াত করত, জুরাইজের হাদীস, গুহার মুখে পাথর চাপা পড়া তিন গুহাবন্দীর হাদীস, সেই সৎলোকের হাদীস, যিনি মেঘ থেকে আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলেন, 'অমুকের বাগানে পানি বর্ষণ কর' ইত্যাদি। এ পরিচ্ছেদের দলীল প্রচুর ও প্রসিদ্ধ। আর আল্লাহই তওফীকদাতা।

وعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : مَا سَمِعْتُ عُمَرَ ﷺ يَقُوْلُ لِشَيءٍ قَطُّ : إِنِّي لأَظُنُّهُ كَذَا ، إِلاَّ كَانَ كَمَا يَظُنُّ . رواه البخاري

৮/ ১৫ ১৮। ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখনই কোন বিষয়ে আমি উমার ﷺ-কে বলতে শুনতাম, 'আমার মনে হয়, এটা এই হবে' তখনই (দেখতাম) বাস্তবে তাই হত; যা তিনি ধারণা করতেন। *(বুখারী)*

সপ্তদশ অধ্যায়

নিষিদ্ধ বিষয়াবলী

পরিচ্ছেদ - ২৫৪

গীবত (পরনিন্দা) নিষিদ্ধ এবং বাক্ সংযমের নির্দেশ ও গুরুত্ব

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ وَلاَ يَغْتَبْ بَعضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ } [الحجرات : ١٢]

অর্থাৎ, তোমরা একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা (গীবত) করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভ্রাতার গোশ্ত ভক্ষণ করতে চাইবে? বস্তুতঃ তোমরা তো এটাকে ঘৃণাই মনে কর। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ তাওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু। *(সূরা হুজুরাত ১২ আয়াত)*

তিনি বলেছেন,

{ وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالبَصَرَ وَالفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً }

অর্থাৎ, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই সেই বিষয়ে অনুমান দ্বারা পরিচালিত হয়ো না। নিশ্চয় কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় ওদের প্রত্যেকের নিকট কৈফিয়ত তলব করা হবে। *(সূরা বনী ইস্রাঈল ৩৬ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন, { مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ } [ق : ١٨]

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

অর্থাৎ, মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে (তা লিপিবদ্ধ করার জন্য) তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে। *(সূরা ক্বাফ ১৮ আয়াত)*

জেনে রাখুন যে, যে কথায় উপকার আছে বলে স্পষ্ট হয়, সে কথা ছাড়া অন্য সব (অসঙ্গত) কথা হতে নিজ জিহ্বাকে সংযত রাখা প্রত্যেক ভারপ্রাপ্ত মুসলিম ব্যক্তির উচিত। যেখানে কথা বলা ও চুপ থাকা দুটোই সমান, সেখানে চুপ থাকাটাই সুন্নত। কেননা, বৈধ কথাবার্তাও অনেক সময় হারাম অথবা মাকরূহ পর্যায়ে পৌঁছে দেয়। অধিকাংশ এরূপই ঘটে থাকে। আর (বিপদ ও পাপ থেকে) নিরাপত্তার সমতুল্য কোন বস্তু নেই।

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمُتْ)). متفق عَلَيْه

১/ ১৫১৯। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে; নচেৎ চুপ থাকে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

এ হাদীসে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, উপকারী কথা ছাড়া কোন কথা বলা উচিত নয়। অর্থাৎ, সেই কথা যার উপকারিতা স্পষ্ট। পক্ষান্তরে যে কথার উপকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহ হয়, সে কথা বলা উচিত নয়।

وَعَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الْمُسْلِمِينَ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : ((مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِه وَيَدِه)). متفق عَلَيْه

২/ ১৯২০। আবূ মূসা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, হে আল্লাহর রসূল! সর্বোত্তম মুসলমান কে? তিনি বললেন, যার জিহ্বা ও হাত থেকে মুসলমানরা নিরাপদ থাকে। *(মুসলিম)*

وَعَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الجَنَّةَ)). متفق عَلَيْه

৩/ ১৫২১। সাহ্ল ইবনে সা'দ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী (অঙ্গ জিভ) এবং দুই পায়ের মধ্যবর্তী (অঙ্গ গুপ্তাঙ্গ) সম্বন্ধে নিশ্চয়তা দিবে, আমি তার জন্য জান্নাতের নিশ্চয়তা দিব। *(বুখারী)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّه سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : ((إنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا يَزِلُّ بِهَا إِلَى النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ)). متفق عَلَيْه

৪/ ১৫২২। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, মানুষ চিন্তা-ভাবনা না করে এমন কথাবার্তা বলে ফেলে, যার দ্বারা তার পদস্খলন ঘ'টে পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যবর্তী দূরত্ব থেকে বেশি দূরত্ব দোযখে গিয়ে পতিত হয়। *(বুখারী, মুসলিম)*

وَعَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ((إنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ تَعَالَى مَا يُلْقِي لَهَا بَالاً يَرْفَعُهُ اللهُ بِهَا دَرَجَاتٍ ، وَإِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ تَعَالَى لاَ يُلْقِي لَهَا بَالاً يَهْوِيْ بِهَا فِي جَهَنَّمَ)). رواه البخاري

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৫/ ১৫২৩। উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, বান্দাহ আল্লাহ তাআলার সন্তোষজনক এমন কথা অন্যমনস্ক হয়ে বলে ফেলে, যার ফলে আল্লাহ তার মর্যাদা উন্নীত করে দেন। আবার কখনো বান্দাহ অন্যমনস্ক হয়ে আল্লাহর অসন্তোষজনক এমন কথা বলে ফেলে যার ফলে সে জাহান্নামে গিয়ে পতিত হয়। *(বুখারী)*

وَعَنْ أَبِي عَبدِ الرَّحْمَانِ بِلاَلِ بنِ الحَارِثِ المُزَنِيِّ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ تَعَالَى مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ يَكْتُبُ اللهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَومِ يَلْقَاهُ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ يَكْتُبُ اللهُ لَهُ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ)). رواه مالك في المُوَطَّأ، والترمذي، وقال: ((حديث حسن صحيح))

৬/ ১৫২৪। আবূ আব্দুর রহমান বিলাল ইবনে হারেষ মুযানী ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মানুষ আল্লাহ তাআলার সন্তোষমূলক এমন কথা বলে, আর সে কল্পনাও করে না যে, তা কোথায় গিয়ে উপনীত হবে, আল্লাহ তার দরুন তাঁর সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত তার জন্য সন্তুষ্টি লিখে দেন। পক্ষান্তরে মানুষ আল্লাহ তাআলার অসন্তোষমূলক এমন কথা বলে, আর সে কল্পনাও করে না যে, তা কোথায় গিয়ে উপনীত হবে, আল্লাহ তার দরুন তাঁর সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত তার জন্য অসন্তুষ্টি লিখে দেন। *(মুঅত্তা মালেক, তিরমিযী, হাসান সহীহ)*

وَعَنْ سُفيَانَ بنِ عَبدِ اللهِ ﷺ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ حَدِّثْنِي بِأَمْرٍ أَعْتَصِمُ بِهِ قَالَ : ((قُلْ : رَبِّيَ اللهُ ثُمَّ اسْتَقِمْ)) قُلْتُ : يَا رَسُول اللهِ ، مَا أَخْوَفُ مَا تَخَافُ عَلَيَّ ؟ فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ ، ثُمَّ قَالَ : ((هَذَا)) . رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

৭/ ১৫২৫। সুফ্য়ান ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে এমন কথা বাতলে দিন, যা মজবুতভাবে ধরে রাখব। তিনি বললেন, তুমি বল, আমার রব আল্লাহ, অতঃপর তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাক। আমি পুনরায় নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আমার জন্য আপনি কোন্ জিনিসকে সব চাইতে বেশি ভয় করেন? তিনি স্বীয় জিহ্বাকে (স্বহস্তে) ধারণপূর্বক বললেন, এটাকে। *(তিরমিযী হাসান সহীহ)*

৮/ ১৫২৬। (এ স্থলে উল্লিখিত হাদীসটি সহীহ নয়।)

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ وَقَاهُ اللهُ شَرَّ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ ، وَشَرَّ مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ دَخَلَ الجَنَّةَ)) . رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

৯/ ১৫২৭। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তার দুই চোয়ালের মধ্যস্থিত অঙ্গ (জিহ্বা) ও দু'পায়ের মাঝখানের অঙ্গ (লজ্জাস্থান)এর ক্ষতি থেকে মুক্ত রাখবেন, সে জান্নাত প্রবেশ করবে। *(তিরমিযী হাসান)*

وَعَنْ عُقبَةَ بنِ عَامِرٍ ﷺ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ مَا النَّجَاةُ ؟ قَالَ : ((أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ ، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ ، وابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ)) . رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

১০/ ১৫২৮। উক্ববাহ ইবনে আমের ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নিবেদন করলাম,

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

হে আল্লাহর রসূল! কিসে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব? তিনি বললেন, তুমি নিজ রসনাকে নিয়ন্ত্রণে রাখ। তোমার ঘর তোমার জন্য প্রশস্ত হোক। (অর্থাৎ, অবসর সময়ে নিজ গৃহে অবস্থান কর।) আর নিজ পাপের জন্য ক্রন্দন কর। *(তিরমিযী হাসান)*

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدري ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ((إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ ، فَإِنَّ الأَعْضَاءَ كُلَّهَا تَكْفُرُ اللِّسانَ ، تَقُولُ : اتَّقِ اللهَ فِينَا ، فَإِنَّما نَحنُ بِكَ ؛ فَإِن اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا ، وَإِن اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا)) . رواه الترمذي

১১/১৫২৯। আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, আদম সন্তান যখন সকালে উপনীত হয়, তখন তার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জিভকে অত্যন্ত বিনীত কণ্ঠে নিবেদন করে যে, তুমি আমাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। কারণ, আমাদের ব্যাপারসমূহ তোমার সাথেই সম্পৃক্ত। যদি তুমি সোজা সরল থাক, তাহলে আমরাও সোজা-সরল থাকব। আর যদি তুমি বক্রতা অবলম্বন কর, তাহলে আমরাও বেঁকে বসব। *(তিরমিযী)*

وَعَنْ مُعَاذٍ ﷺ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ ؟ قَالَ: ((لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيمٍ ، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ: تَعْبُدُ اللهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً ، وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ ، وَتُؤتِي الزَّكَاةَ ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ ، وَتَحُجُّ البَيْتَ)) ثُمَّ قَالَ : ((أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الخَيْرِ ؟ الصَّوْمُ جُنَّةٌ ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ المَاءُ النَّارَ ، وَصَلاَةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ)) ثُمَّ تَلاَ : { تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ المَضَاجِعِ } حَتَّى بَلَغَ { يَعْمَلُونَ } [السجدة : ١٦-١٧] ثُمَّ قَالَ : ((أَلاَ أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الأَمْرِ ، وَعَمُودِهِ ، وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ)) قُلْتُ : بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : ((رَأْسُ الأَمْرِ الإِسْلاَمُ ، وَعَمُودُهُ الصَّلاَةُ ، وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ الجِهادُ)) ثُمَّ قَالَ : ((أَلاَ أُخْبِرُكَ بِمِلاَكِ ذَلِكَ كُلِّهِ !)) قُلْتُ : بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ ، فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ وَقَالَ : ((كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا)) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُوْنَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ ؟ فَقَالَ : ((ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ! وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلاَّ حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ ؟)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

১২/১৫৩০। মুআয ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে এমন আমল বাতলে দেন, যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে। তিনি বললেন, তুমি বিরাট (কঠিন) কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে। তবে এটা তার পক্ষে সহজ হবে, যার পক্ষে মহান আল্লাহ সহজ করে দিবেন। (আর তা হচ্ছে এই যে,) তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তার কোন অংশী স্থাপন করবে না। নামায প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত দিবে, মাহে রমযানের রোযা পালন করবে এবং কাবা গৃহের হজ্জ পালন করবে। পুনরায় তিনি বললেন, তোমাকে কল্যাণের দ্বারসমূহ বাতলে দেব না কি? রোযা ঢালস্বরূপ, সাদকাহ গুনাহ নিশ্চিহ্ন করে; যেমন পানি আগুনকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। আর মধ্য রাত্রিতে মানুষের নামায, অতঃপর তিনি এই আয়াত দু'টি পড়লেন- যার অর্থ, তারা শয্যা ত্যাগ করে, আশায় বুক বেঁধে এবং আশংকায় ভীতি-বিহ্বল হয়ে তাদের প্রতিপালককে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

আহ্বান করে এবং আমি তাদেরকে যে সব জীবিকা দান করেছি তা থেকে তারা ব্যয় করে থাকে। তাদের সৎকর্মের পুরস্কারস্বরূপ তাদের জন্য নয়ন-প্রীতিকর যা কিছু লুক্কায়িত রাখা হয়েছে কেউ তা অবগত নয়। *(সূরা সাজদাহ ১৬-১৭ আয়াত)* তারপর বললেন, তোমাকে কি সব বিষয়ের (দ্বীনের) মস্তক, তার খুঁটি, তার উচ্চতম চূড়া বাতলে দিব না কি? আমি বললাম, অবশ্যই বলে দিন, হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন, বিষয়ের মস্তক হচ্ছে ইসলাম, তার স্তম্ভ হচ্ছে নামায এবং তার উচ্চতম চূড়া হচ্ছে জিহাদ। পুনরায় তিনি প্রশ্ন করলেন, আমি তোমাকে সে সবের মূল সম্বন্ধে বলে দিব না কি? আমি বললাম, অবশ্যই বলে দিন, হে আল্লাহর রসূল! তখন তিনি নিজ জিভটিকে ধরে বললেন, তোমার মধ্যে এটিকে সংযত রাখ। মুআয বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমরা যে কথা বলি তাতেও কি আমাদেরকে হিসাব দিতে হবে? তিনি বললেন, তোমার মা তোমকে হারিয়ে ফেলুক হে মুআয! মানুষকে তাদের নিজেদের জিভ-ঘটিত পাপ ছাড়া অন্য কিছু কি তাদের মুখ থুবড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। *(তিরমিযী, হাসান সহীহ)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ ؟)) قَالُوا : اَللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : ((ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ)) قِيلَ : أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ ؟ قَالَ : ((إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ ، فَقَدِ اغْتَبْتَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ بَهَتَّهُ)). رواه مسلم

১৩/ ১৫৩১। আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, তোমরা কি জান, গীবত কি? লোকেরা বলল, আল্লাহ ও তাঁর রসূল অধিক জানেন। তিনি বললেন, তোমার ভাই যা অপছন্দ করে, তাই তার পশ্চাতে আলোচনা করা। বলা হল, আমি যা বলি, তা যদি আমার ভায়ের মধ্যে থাকে, তাহলে আপনার রায় কি? (সেটাও কি গীবত হবে?) তিনি বললেন, তুমি যা (সমালোচনা করে) বললে, তা যদি তার মধ্যে থাকে, তাহলেই তার গীবত করলে। আর তুমি যা (সমালোচনা করে) বললে, তা যদি তার মধ্যে না থাকে, তাহলে তাকে অপবাদ দিলে। *(মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ : ((إِنَّ دِمَاءَكُمْ ، وَأَمْوَالَكُمْ ، وَأَعْرَاضَكُمْ ، حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ)). متفق عَلَيْهِ

১৪/ ১৫৩২। আবূ বাকরাহ ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বিদায়ী হজ্জে মিনায় ভাষণ দানকালে বলেছেন, নিশ্চয় তোমাদের রক্ত, তোমাদের মাল এবং তোমাদের সম্ভ্রম তোমাদের (আপসের মধ্যে) এ রকমই হারাম, যেমন তোমাদের এ দিনের সম্মান তোমাদের এ মাসে এবং তোমাদের এ শহরে রয়েছে। শোন! আমি কি পৌঁছে দিলাম? *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ : حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا وَكَذَا . قَالَ بَعْضُ الرُّوَاةِ : تَعْنِي قَصِيرَةً ، فقالَ : ((لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ البَحْرِ لَمَزَجَتْهُ !)) قَالَتْ : وَحَكَيْتُ لَهُ إِنْسَاناً فَقَالَ : ((مَا أُحِبُّ أَنِّي حَكَيْتُ إِنْسَاناً وَإِنَّ لِي كَذَا وَكَذَا)). رواه أَبُو داود

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

والترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح)) .

১৫/ ১৫৩৩। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি নবী ﷺ-কে বললাম, আপনার জন্য সাফিয়ার এই এই হওয়া যথেষ্ট। (কোন কোন বর্ণনাকারী বলেন, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, সাফিয়া বেঁটে।) এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ (আমাকে) বললেন, তুমি এমন কথা বললে, যদি তা সমুদ্রের পানিতে মিশানো হয়, তাহলে তার স্বাদ পরিবর্তন করে দেবে!

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, একদা তাঁর নিকট একটি লোকের পরিহাসমূলক ভঙ্গি নকল করলাম। তিনি বললেন, কোন ব্যক্তির পরিহাসমূলক ভঙ্গি নকল করি আর তার বিনিময়ে এত এত পরিমাণ ধনপ্রাপ্ত হই, এটা আমি আদৌ পছন্দ করি না। *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী হাসান সহীহ)*

مَزَجَته এর ভাবার্থ হল, তার সাংঘাতিক দুর্গন্ধ ও নিকৃষ্টতার কারণে সমুদ্রের পানিতে মিশে তার স্বাদ অথবা গন্ধ পরিবর্তন করে দেয়। এই উপমাটি গীবত নিষিদ্ধ হওয়া ও তা থেকে সতর্কীকরণের ব্যাপারে অত্যন্ত প্রভাবশালী ও পরিণত বাক্য। আল্লাহ তাআলা বলেন,

{وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الهَوَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى}

অর্থাৎ, (আমার নবী) মনগড়া কথা বলে না, (সে যা কিছু বলে) তা প্রত্যাদেশকৃত অহী ব্যতীত আর কিছুই নয়। *(সূরা নাজ্‌ম ৩-৪ আয়াত)*

وَعَنْ أَنسٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لَمَّا عُرِجَ بِي مَرَرْتُ بِقَومٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ فَقُلْتُ : مَنْ هَؤُلاَءِ يَا جِبرِيلُ ؟ قَالَ : هَؤُلاَءِ الَّذِينَ يَأْكُلُوْنَ لُحُومَ النَّاسِ ، وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ !)) . رواه أَبُو داود

১৬/ ১৫৩৪। আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যখন আমাকে মি'রাজে নিয়ে যাওয়া হল, সে সময় এমন ধরনের কিছু মানুষের নিকট অতিক্রম করলাম, যাদের নখ ছিল তামার, তা দিয়ে তারা নিজেদের মুখমন্ডল নুচে ক্ষত-বিক্ষত করছিল। আমি, প্রশ্ন করলাম, ওরা কারা? হে জিব্রীল! তিনি বললেন, ওরা সেই লোক, যারা মানুষের মাংস ভক্ষণ করত ও তাদের সম্ভ্রম লুটে বেড়াত। *(আবূ দাঊদ)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ : دَمُهُ وَعِرْضُهُ وَمَالُهُ)) . رواه مسلم

১৭/ ১৫৩৫। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক মুসলিমের রক্ত, সম্ভ্রম ও ধন-সম্পদ অন্য মুসলিমের উপর হারাম। *(মুসলিম)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ২৫৫

গীবতে (পরচর্চায়) অংশগ্রহণ করা হারাম। যার নিকট গীবত করা হয় তার উচিত গীবতকারীর তীব্র প্রতিবাদ করা এবং তার সমর্থন না করা। আর তাতে সক্ষম না হলে সম্ভব হলে উক্ত সভা ত্যাগ করে চলে যাওয়া

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ } [القصص : ٥٥]

অর্থাৎ, ওরা যখন অসার বাক্য শ্রবণ করে তখন ওরা তা পরিহার করে চলে। *(সূরা ক্বাসাস ৫৫ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, { والَّذينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ } [المؤمنون : ٣]

অর্থাৎ, যারা অসার ক্রিয়া-কলাপ হতে বিরত থাকে। *(সূরা মু'মিনূন ৩ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেছেন,

{ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً } [الإسراء : ٣٦]

অর্থাৎ, নিশ্চয় কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় ওদের প্রত্যেকের নিকট কৈফিয়ত তলব করা হবে। *(সূরা বনী ইস্রাঈল ৩৬ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেছেন,

{ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذينَ يَخُوضُونَ في آيَاتنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا في حَديثٍ غَيْرِهِ وإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ القَومِ الظَّالمينَ } [الأنعام : ٦٨]

অর্থাৎ, তুমি যখন দেখ, তারা আমার নিদর্শন সম্বন্ধে ব্যঙ্গ আলোচনায় মগ্ন হয়, তখন তুমি দূরে সরে পড়; যে পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয় এবং শয়তান যদি তোমাকে ভ্রমে ফেলে তাহলে স্মরণ হওয়ার পরে তুমি অত্যাচারী সম্প্রদায়ের সাথে বসবে না। *(সূরা আনআম ৬৮ আয়াত)*

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ((مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ ، رَدَّ اللهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَومَ القِيَامَةِ)) . رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

১/ ১৫৩৬। আবূ দারদা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, **যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভায়ের সম্ভ্রম রক্ষা করবে, কিয়ামতের দিনে আল্লাহ তাআলা জাহান্নামের আগুন থেকে তার চেহারাকে রক্ষা করবেন।** *(তিরমিযী- হাসান)*

وَعَنْ عتبَانَ بنِ مَالكٍ ﷺ ، في حَديثِهِ الطَّويلِ المَشْهُورِ الَّذيْ تَقَدَّمَ في بَابِ الرَّجَاءِ قَالَ : قَامَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فَقَالَ : ((أَيْنَ مَالكُ بنُ الدُّخْشُمِ ؟)) فَقَالَ رَجُلٌ : ذَلكَ مُنَافقٌ لاَ يُحبُّ اللهَ وَلاَ رَسُولَهُ، فَقَالَ النَّبِيّ ﷺ : ((لاَ تَقُلْ ذَلكَ أَلاَ تَرَاهُ قَدْ قَالَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ يُريدُ بذَلكَ وَجْهَ اللهِ ! وإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ يَبْتَغي بذَلكَ وَجْهَ اللهِ)) . متفق عَلَيْهِ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

২/১৫৩৭। ইত্বান ইবনে মালিক ﷺ হতে বর্ণিত, যা বিগত 'আল্লাহর প্রতি আশা' পরিচ্ছেদে বর্ণিত একটি সুদীর্ঘ হাদীসের অংশ বিশেষ। তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ নামায পড়ানোর উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, মালেক ইবনে দুখ্শুম কোথায়! একটি লোক বলে উঠল, সে তো একজন মুনাফিক; আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসে না। নবী ﷺ বললেন, **ও কথা বলো না। তুমি কি মনে কর না যে, সে (কলেমা) 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়েছে এবং সে তার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চায়?** যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার উদ্দেশ্যে (কলেমা) 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে, আল্লাহ তার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেন। *(বুখারী + মুসলিম)*

وَعَنْ كَعْبِ بنِ مَالِكٍ ﷺ فِي حَدِيثِهِ الطَّوِيلِ فِي قِصَّةِ تَوْبَتِهِ وَقَدْ سَبَقَ فِي بَابِ التَّوبَةِ. قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ فِي القَومِ بِتَبُوكَ : ((مَا فَعَلَ كَعْبُ بنُ مَالِكٍ ؟)) فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ! حَبَسَهُ بُرْدَاهُ وَالنَّظَرُ فِي عِطْفَيْهِ . فَقَالَ لَهُ مُعاذُ بنُ جَبَلٍ ﷺ : بِئْسَ مَا قُلْتَ ، وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ مَا عَلِمنَا عَلَيْهِ إِلاَّ خَيْراً ، فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ . متفقٌ عَلَيْهِ

৩/১৫৩৮। কা'ব ইবনে মালেক ﷺ হতে বর্ণিত, যা তাওবাহ পরিচ্ছেদে ২২ নম্বরে সুদীর্ঘ হাদীস তাঁর তাওবার কাহিনী অতিবাহিত হয়েছে, তিনি বলেন, তাবূক পৌঁছে যখন তিনি লোকের মাঝে বসেছিলেন, তখন আমার ব্যাপারে বললেন, কা'ব বিন মালেকের কি হয়েছে? বানু সালেমাহ (গোত্রের) একটি লোক বলে উঠল যে, হে আল্লাহর রসূল! তার দুই চাদর এবং দুই পার্শ্ব (বাহু) দর্শন (অর্থাৎ ধন ও তার অহঙ্কার) তাকে আটকে দিয়েছে। (এ কথা শুনে) মুআয বিন জাবাল ﷺ বললেন, **তুমি নিকৃষ্ট কথা বললে। আল্লাহর কসম! হে আল্লাহর রসূল! আমরা তাকে ভালই জানি।** সুতরাং রসূল ﷺ নীরব থাকলেন। *(বুখারী, মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ২৫৬

যে সব কারণে গীবত বৈধ

জেনে রাখুন যে, সঠিক শরয়ী উদ্দেশ্যে গীবত বৈধ; যখন গীবত ছাড়া সে উদ্দেশ্য পূরণ হওয়া সম্ভবপর হয় না। এমন কারণ ৬টিঃ-

১। অত্যাচার ও নির্যাতন ঃ নির্যাতিত ও অত্যাচারিত ব্যক্তির পক্ষে বৈধ যে, সে শাসক, বিচারক প্রমুখ (প্রভাবশালী) ব্যক্তি যাঁরা অত্যাচারীকে উচিত সাজা দিয়ে ন্যায় বিচার করার কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা রাখেন তাঁদের নিকট নালিশ করবে, যে অমুক ব্যক্তি আমার উপর এই অত্যাচার করেছে।

২। মন্দ কাজের অপসারণ ও পাপীকে সঠিক পথ ধরানোর কাজে সাহায্য কামনা। বস্তুতঃ শরীয়ত বহিঃর্ভূত কর্মকান্ড বন্ধ করার ব্যাপারে শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিকে গিয়ে বলবে যে, অমুক ব্যক্তি মন্দ কাজে লিপ্ত। সুতরাং আপনি তাকে তা থেকে বাধা দিন ইত্যাদি। তবে এর পিছনে কেবল অন্যায় ও মন্দ কাজ থেকে বাধা দেওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য হতে হবে; অন্যথা তা হারাম হবে।

৩। ফতোয়া জানা। মুফতী (বা আলেমের) নিকট গিয়ে বলবে ঃ আমার পিতা আমার ভাই বা

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

আমার স্বামী অথবা অমুক ব্যক্তি এই অন্যায় অত্যাচার আমার প্রতি করেছে। তার কি কোন অধিকার আছে? (এমন করার অধিকার যদি না থাকে) তবে তা থেকে মুক্তি পাবার এবং অন্যায়ের প্রতিকার করার ও নিজ অধিকার অর্জন করার উপায় কি? অনুরূপ আবেদন পেশ করা। এরূপ বলা প্রয়োজনে বৈধ। তবে সতর্কতামূলক ও উত্তম পন্থা হল, নাম না নিয়ে যদি বলে, এক ব্যক্তি, বা লোক বা স্বামী এই করেছে, সে সম্পর্কে আপনি কি বলেন? নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির নাম না নিয়ে এরূপ বললে উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে যাবে। এ সত্ত্বেও নির্দিষ্ট করে নাম নিয়ে ফতোয় জিজ্ঞাসা করা বৈধ। যেমন এ মর্মে আগামীতে হিন্দের হাদীস উল্লেখ করব - ইন শাআল্লাহ তাআলা।

৪। মুসলিমদেরকে মন্দ থেকে সতর্ক করা ও তাদের মঙ্গল কামনা করা। এটা অনেক ধরণের হতে পারে। তার মধ্যে যেমন ঃ-

(ক) হাদীসের দোষযুক্ত রাবী ও (বিচারকার্যে) সাক্ষীর দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করা। সর্বসম্মতিক্রমে এরূপ করা বৈধ; বরং প্রয়োজনবশতঃ ঐরূপ করা অত্যাবশ্যক।

(খ) কোন ব্যক্তির সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক জোড়ার জন্য, কোন ব্যবসায় অংশীদারি গ্রহণের উদ্দেশ্যে, কারো কাছে আমানত রাখার জন্য, কারো সাথে আদান-প্রদান করার মানসে অথবা কারো প্রতিবেশী হবার জন্য ইত্যাদি উদ্দেশ্যে পরামর্শ চাওয়া। আর সে ক্ষেত্রে যার নিকট পরামর্শ চাওয়া হয়, তার উচিত প্রকৃত অবস্থা খুলে বলা। বরং হিতাকাঙ্ক্ষী মনোভাব নিয়ে যত দোষ-ত্রুটি থাকবে সব ব্যক্ত করে দিবে। অনুরূপভাবে যখন কোন দ্বীনী জ্ঞান পিপাসুকে দেখবে যে, সে কোন বিদআতী ও মহাপাপী লোকের নিকট জ্ঞানার্জন করতে যাচ্ছে এবং আশংকা বোধ করবে যে, ঐ বিদআতী ও ফাসেক (মহাপাপী) দ্বারা সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তাহলে সে আবশ্যিকভাবে তাকে তার অবস্থা ব্যক্ত করে তার মঙ্গল সাধন করবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে শর্ত হল যে, এর পিছনে তার উদ্দেশ্য যেন হিতাকাঙ্ক্ষাই হয়। এ ব্যাপারটি এমন যে, সাধারণতঃ এতে ভুল হয়ে থাকে। কখনো বা বক্তা হিংসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ঐ কথা বলে। কিন্তু শয়তান তার ব্যাপারটা গোলমাল করে দেয় এবং তার মাথায় গজিয়ে দেয় যে, সে হিত উদ্দেশ্যেই ঐ কাজ করছে (অথচ বাস্তব তার বিপরীত)। এ জন্য মানুষের সাবধান থাকা উচিত।

(গ) যখন কোন উচ্চপদস্থ সরকারী অফিসার, গভর্নর বা শাসক, সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন না করে, হয় তার অযোগ্যতার কারণে কিংবা পাপাচারী বা উদাসীন থাকার কারণে ইত্যাদি - তাহলে উক্ত ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রনেতার নিকট তার স্বরূপ তুলে ধরা একান্ত কর্তব্য। যাতে সে তার স্থানে অন্য উপযুক্ত কর্মী নিয়োগ করতে পারে কিংবা কমপক্ষে তার সম্পর্কে তার জানা থাকবে এবং সেই অনুযায়ী তার সাথে আচরণ করবে এবং তার প্রতারণা থেকে মুক্ত থাকবে, আর সে তাকে সংশোধন হবার জন্য উৎসাহিত করার চেষ্টা করবে, তারপর তাকে পরিবর্তন করে দেবে।

৫। প্রকাশ্যভাবে কেউ পাপাচরণ বা বিদআতে লিপ্ত হলে তার কথা বলা। যেমন প্রকাশ্যভাবে মদ্য পান করলে, লোকের ধন অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করলে, বলপূর্বক ট্যাক্স বা চাঁদা আদায় করলে, অন্যায়ভাবে যাকাত ইত্যাদি অসূল করলে, অন্যায় কাজের কর্তৃত্ব করলে, তার কেবল সেই প্রকাশ্য অন্যায়ের কথা উল্লেখ করা বৈধ। (যাতে করে তার অপনোদন সম্ভব হয়) পক্ষান্তরে তার অন্যান্য গোপন দোষ-ত্রুটি উল্লেখ করা বৈধ নয়। তবে যদি উল্লিখিত

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

কারণসমূহের মধ্যে অন্য কোন কারণ থাকে, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি, তাহলে তাও ব্যক্ত করা বৈধ হবে।

৬। প্রসিদ্ধ নাম ধরে পরিচয় দেওয়া। সুতরাং যখন কোন মানুষ কোন মন্দ খেতাব দ্বারা সুপরিচিত হয়ে যাবে; যেমন চোখ-ওঠা, খোঁড়া, কালা, অন্ধ, টেরা ইত্যাদি তখন সেই পরিচায়ক খেতাবগুলি উল্লেখ করা সিদ্ধ। তবে অবমাননা বা হেয় প্রতিপন্ন করার অভিপ্রায়ে সে সব উল্লেখ করা নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে উক্ত পদবী ছাড়া অন্য শব্দ বা নাম দ্বারা যদি পরিচয় দান সম্ভব হয়, তাহলে সেটাই সব চাইতে উত্তম।

এই হল ছয়টি কারণ, যার ভিত্তিতে গীবত করা বৈধ। আর এর অধিকাংশ সর্ববাদিসম্মত। সহীহ হাদীস থেকে এর বিভিন্ন দলীলও প্রসিদ্ধ। যার কিছু নিম্নরূপ ঃ-

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَنَّ رَجُلاً اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ : ((ائْذَنُوا لَهُ ، بِئْسَ أَخُو العَشِيرَةِ ؟)) . متفق عَلَيْهِ . احتَجَّ بِهِ البُخَارِيُّ فِي جَوَازِ غِيبَةِ أَهلِ الفَسَادِ وَأَهلِ الرِّيبِ .

১/ ১৫৩৯। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, একটি লোক নবী ﷺ-এর নিকট আসার অনুমতি চাইল। তিনি বললেন, ওকে অনুমতি দাও। **ও নিজ বংশের অত্যন্ত মন্দ ব্যক্তি।** *(বুখারী ও মুসলিম)*

এ হাদীস দ্বারা ইমাম বুখারী (রহঃ) ফাসাদ সৃষ্টিকারী ও সন্দিগ্ধ ব্যক্তিদের গীবত করার বৈধতা প্রমাণ করেছেন।

وَعَنْهَا ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَا أَظُنُّ فُلاَناً وَفُلاَناً يَعْرِفَانِ مِنْ دِينِنَا شَيْئاً)) . رواه البخاري . قَالَ : قَالَ اللَّيْثُ بنُ سَعد أَحَدُ رُوَاةِ هَذَا الحَدِيثِ : هَذَانِ الرَّجُلاَنِ كَانَا مِنَ المُنَافِقِينَ .

২/ ১৫৪০। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, **আমার মনে হয় না যে, অমুক ও অমুক লোক আমাদের দ্বীন সম্পর্কে কিছু জ্ঞান রাখে।** *(বুখারী)*

এই হাদীসের অন্যতম রাবী লাইষ বিন সা'দ বলেন, ঐ লোক দু'টি মুনাফিক ছিল।

وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنتِ قَيسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : أَتَيتُ النَّبِيَّ ﷺ ، فَقُلْتُ : إِنَّ أَبَا الجَهْمِ وَمُعَاوِيَةَ خَطَبَانِي ؟ فَقَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ : ((أَمَّا مُعَاوِيَةُ ، فَصُعْلُوكٌ لاَ مَالَ لَهُ ، وَأَمَّا أَبُو الجَهْمِ ، فَلاَ يَضَعُ العَصَا عَنْ عَاتِقِه)). متفق عَلَيْهِ

৩/ ১৫৪১। ফাত্বেমাহ বিন্তে কয়েস (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলাম, আবুল জাহম ও মুয়াবিয়াহ আমাকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছেন। (এ ক্ষেত্রে আমি কি করব?) রসূল ﷺ বললেন, **মুআবিয়াহ তো গরীব মানুষ, তার নিকট মালধনই নেই। আর আবুল জাহম, সে তো নিজ কাঁধ হতে লাঠিই নামায় না।** *(বুখারী ও মুসলিম)*

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে যে, 'আবুল জাহম তো স্ত্রীদেরকে অত্যন্ত মারধর করে।' আর এই বর্ণনাটি 'সে তো নিজ কাঁধ হতে লাঠিই নামায় না' এর ব্যাখ্যা স্বরূপ। কারো মতে তার অর্থ, সে অধিকাংশ সময় সফরে থাকে।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَنْ زَيد بن أَرْقَمَ ﷺ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ أَصَابَ النَّاسَ فِيهِ شِدَّةٌ ، فَقَالَ عَبدُ اللهِ بنُ أُبَيّ : {لاَ تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا} ، وَقَالَ : {لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ} ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ ، فَأَرْسَلَ إِلَى عَبدِ اللهِ بنِ أُبَيٍّ ، فَاجْتَهَدَ يَمِينَهُ : مَا فَعلَ ، فَقَالُوا : كَذَبَ زَيدٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِمَّا قَالُوهُ شِدَّةٌ حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى تَصْدِيقِي : {إِذَا جَاءكَ المُنَافِقُونَ} ثُمَّ دَعَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ لِيَسْتَغْفِرَ لَهُمْ فَلَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ . متفق عَلَيْهِ

৪/ ১৫৪২। যায়েদ ইবনে আরক্বাম ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সঙ্গে এক সফরে বের হলাম, যাতে লোকেরা সাংঘাতিক কষ্ট পেয়েছিল। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই (মুনাফিকদের সর্দার, স্বমতাবলম্বী লোকদেরকে সম্বোধন ক'রে) বলল, 'তোমরা আল্লাহর রসূলের সঙ্গীদের জন্য ব্যয় করো না, যতক্ষণ না তারা সরে দাঁড়ায়।' এবং সে আরো বলল, 'আমরা মদীনায় ফিরে গেলে সেখান হতে সম্মানী অবশ্যই হীনকে বহিষ্কার করবে। (যায়েদ বলেন,) **আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে তা জানিয়ে দিলাম।** সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে ডেকে পাঠালেন। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই (কিন্তু) বারবার শপথ করে বলল যে, সে তা বলেনি। লোকেরা বলল, যায়েদ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মিথ্যা কথা বলেছে। (যায়েদ বলেন,) লোকেদের কথা শুনে আমার মনে অত্যন্ত দুঃখ হল। অবশেষে আল্লাহ আমার কথার সত্যতায় সূরা 'ইযা জা-আকাল মুনাফিক্বুন' অবতীর্ণ করলেন। তারপর নবী ﷺ (আল্লাহর নিকট) তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার উদ্দেশ্যে তাদেরকে ডাকলেন। কিন্তু তারা নিজেদের মাথা ফিরিয়ে নিল। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ عَائشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : قَالَتْ هِنْدُ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ : إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ، وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ ؟ قَالَ : ((خُذِيْ مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ)) . متفق عَلَيْهِ

৫/ ১৫৪৩। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ সুফয়ানের স্ত্রী হিন্দ্ নবী ﷺ-কে বললেন যে, **আবূ সুফয়ান একজন কৃপণ লোক**। আমি তার সম্পদ থেকে (তার অজান্তে) যা কিছু নিই তা ছাড়া সে আমার ও আমার সন্তানকে পর্যাপ্ত পরিমাণে খরচ দেয় না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার ও তোমার সন্তানের প্রয়োজন মোতাবেক খরচ (তার অজান্তে) নিতে পার। *(বুখারী ও মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ২৫৭

চুগলী করা হারাম

মানুষের মাঝে ফাসাদ ও শত্রুতা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে বলা কথা লাগিয়ে দেওয়াকে চুগলি করা বলে।

মহান আল্লাহ বলেন,

{ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ } [ن : ١١]

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

অর্থাৎ, (অনুসরণ করো না তার যে --- পশ্চাতে নিন্দাকারী, যে একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে বেড়ায়। *(সূরা নূন ১১ আয়াত)*

{ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ } [ق : ١٨]

অর্থাৎ, মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে (তা লিপিবদ্ধ করার জন্য) তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে। *(সূরা ক্বা-ফ ১৮ আয়াত)*

وَعَنْ حُذَيْفَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ نَمَّامٌ)). متفق عَلَيْهِ

১/ ১৫৪৪। হুযাইফা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, চুগলখোর জান্নাতে যাবে না। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مرَّ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ : ((إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ ! بَلَى إِنَّهُ كَبِيرٌ : أَمَّا أَحَدُهُمَا ، فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِه)) . متفق عَلَيْهِ . وهذا لفظ إحدى روايات البخاري

২/ ১৫৪৫। ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুটো কবরের নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় বললেন, ঐ দুই কবরবাসীর আযাব হচ্ছে। ওদেরকে কোন বড় ধরনের অপরাধ (বা কোন কঠিন কাজের) জন্য আযাব দেওয়া হচ্ছে না। (তারপর বললেন,) হ্যাঁ, অপরাধ তো বড়ই ছিল। ওদের একজন (লোকের) চুগলী করে বেড়াত। আর অপরজন পেশাবের ছিটা থেকে বাঁচত না। *(বুখারী)*

'ওদেরকে কোন বড় ধরনের অপরাধের জন্য আযাব দেওয়া হচ্ছে না'-এর ব্যাখ্যায় উলামাগণ বলেন, এর মানে তাদের দু'জনের ধারণা অনুপাতে তা বড় অপরাধ ছিল না। কারো মতে, এমন অপরাধ ছিল না, যা ত্যাগ করা তাদের জন্য খুব কঠিন ছিল।

وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : ((أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ مَا العَضْهُ ؟ هِيَ النَّمِيمَةُ ؛ القَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ)) . رواه مسلم

৩/ ১৫৪৬। ইবনে মাসঊদ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, 'মিথ্যা ও অপবাদ' কি জিনিস আমি কি তোমাদের বলে দিব না? তা হচ্ছে চুগলী করা। লোকালয়ে কারো সমালোচনা করা। *(মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ২৫৮

জনগণের কথাবার্তা নিষ্প্রয়োজনে শাসক ও সরকারী কর্মকর্তাদের কাছে পৌঁছানো নিষেধ। তবে যদি কোন ক্ষতি বা বিশৃঙ্খলার আশংঙ্কা হয় তাহলে তা করা সিদ্ধ।

মহান আল্লাহ বলেন, { وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ } [المائدة : ٢]

অর্থাৎ, পাপ ও সীমালংঘনের কাজে একে অন্যের সাহায্য করো না। *(সূরা মায়েদাহ ২ আয়াত)*

পূর্বোক্ত পরিচ্ছেদের হাদীসগুলিও এই পরিচ্ছেদের জন্য প্রযোজ্য।

১/ ১৫৪৭। (এ স্থলে উল্লিখিত হাদীসটি যয়ীফ।)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ২৫৯

দু'মুখোপনার নিন্দাবাদ

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لاَ يَرْضَى مِنَ القَولِ وكَانَ اللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحيطاً } . [النساء : ١٠٨]

অর্থাৎ, এরা মানুষকে লজ্জা করে (মানুষের দৃষ্টি থেকে গোপনীয়তা অবলম্বন করে), কিন্তু আল্লাহকে লজ্জা করে না (তাঁর দৃষ্টি থেকে গোপনীয়তা অবলম্বন করতে পারে না) অথচ তিনি তাদের সঙ্গে থাকেন যখন রাত্রে তারা তাঁর (আল্লাহর) অপছন্দনীয় কথা নিয়ে পরামর্শ করে। আর তারা যা করে তা সর্বতোভাবে আল্লাহর জ্ঞানায়ত্তে। *(সূরা নিসা ১০৮ আয়াত)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ : خِيَارُهُم فِي الجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلاَمِ إِذَا فَقُهُوا ، وَتَجِدُونَ خِيَارَ النَّاسِ فِي هَذَا الشَّأنِ أَشَدَّهُمْ كَرَاهِيَةً لَهُ ، وَتَجِدُونَ شَرَّ النَّاسِ ذَا الوَجْهَينِ ، الَّذِي يَأتِي هَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ ، وَهَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ)) . متفق عَلَيْهِ

১/ ১৫৪৮। আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা মানবমন্ডলীকে বিভিন্ন (পদার্থের) খনির ন্যায় পাবে। জাহেলী (অন্ধযুগে) যারা উত্তম ছিল, তারা ইসলামে (দীক্ষিত হবার পরও) উত্তম থাকবে; যখন তারা দ্বীনী জ্ঞান অর্জন করবে। তোমরা শাসন-ক্ষমতাও কর্তৃত্বভার গ্রহণের ব্যাপারে সে সমস্ত লোককে সর্বাধিক উত্তম পাবে, যারা ঐ সবপদগুলিকে সবচেয়ে বেশী ঘৃণা বোধ করবে। আর সর্বাধিক নিকৃষ্ট পাবে দু'মুখো লোককে, যে এদের নিকট এক মুখ নিয়ে আসে আর ওদের কাছে আর এক মুখ নিয়ে আসে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ مُحَمَّد بنِ زَيد : أَنَّ نَاساً قَالُوا لِجَدِّه عَبد اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى سَلاَطِينِنَا فَنَقُولُ لَهُمْ بِخِلاَفِ مَا نَتَكَلَّمُ إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمْ . قَالَ : كُنَّا نَعُدُّ هَذَا نِفَاقاً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ . رواه البخاري

২/ ১৫৪৯। মুহাম্মাদ ইবনে যায়েদ ﷺ হতে বর্ণিত, কতিপয় লোক তাঁর দাদা আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ﷺ-এর নিকট নিবেদন করল যে, আমরা আমাদের শাসকদের নিকট যাই এবং তাদেরকে ঐ সব কথা বলি, যার বিপরীত বলি তাদের নিকট থেকে বাইরে আসার পর। (সে সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি?) তিনি উত্তর দিলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যামানায় এরূপ আচরণকে আমরা 'মুনাফিক্বী' আচরণ বলে গণ্য করতাম। *(বুখারী)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ২৬০

মিথ্যা বলা হারাম

মহান আল্লাহ বলেন,

{ وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ } [الإسراء : ٣٦]

অর্থাৎ, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই সেই বিষয়ে অনুমান দ্বারা পরিচালিত হয়ো না। *(সূরা ইসরা ৩৬ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন,

{ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ } [ق : ١٨]

অর্থাৎ, মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করুক না কেন তা লিপিবদ্ধ করার জন্য তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে। *(ক্বাফ ১৮ আয়াত)*

وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى البِرِّ ، وَإِنَّ البِرَّ يَهْدِي إِلَى الجَنَّةِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقاً . وَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ ، وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّاباً)). متفقٌ عَلَيْهِ

১/১৫৫০। ইবনে মাসঊদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন নিশ্চয় সত্যবাদিতা পুণ্যের পথ দেখায়। আর পুণ্য জান্নাতের দিকে পথ নির্দেশনা করে। আর মানুষ সত্য কথা বলতে থাকে, শেষ পর্যন্ত আল্লাহর নিকট তাকে মহাসত্যবাদী বলে লিপিবদ্ধ করা হয়। **আর নিঃসন্দেহে মিথ্যাবাদিতা নির্লজ্জতা ও পাপাচারের দিকে নিয়ে যায়।** আর পাপাচার জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। আর মানুষ মিথ্যা বলতে থাকে, শেষ পর্যন্ত আল্লাহর নিকট তাকে মহামিথ্যাবাদী বলে লিপিবদ্ধ করা হয়। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : ((أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ ، كَانَ مُنَافِقاً خَالِصاً ، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ ، كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ نِفَاقٍ حَتَّى يَدَعَهَا : إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ)) . متفق عَلَيْهِ

২/১৫৫১। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র বিন আ'স ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, চারটি স্বভাব যার মধ্যে থাকবে সে খাঁটি মুনাফিক্ব গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তির মাঝে তার মধ্য হতে একটি স্বভাব থাকবে, তা ত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফিকদের একটি স্বভাব থেকে যাবে। (সে স্বভাবগুলি হল,) ১। তার কাছে আমানত রাখা হলে খিয়ানত করে। ২। **কথা বললে মিথ্যা বলে।** ৩। ওয়াদাহ করলে তা ভঙ্গ করে এবং ৪। ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হলে অশ্লীল ভাষা বলে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

এ মর্মে আবূ হুরাইরার হাদীস 'অঙ্গীকার পালন' পরিচ্ছেদে ১/৬৯৪ নম্বরে (এবং উক্ত হাদীস ২/৬৯৫ নম্বরে) গত হয়েছে।

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ((مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ ، كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

بَيْنَ شَعِيرَتَيْن وَلَنْ يَفْعَلَ، وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، صُبَّ فِي أُذُنَيْهِ الآنُكُ يَوْمَ القِيَامَةِ ، وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بنافخٍ)). رواه البخاري

৩/ ১৫৫২। ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, **যে ব্যক্তি এমন স্বপ্ন ব্যক্ত করল যা সে দেখেনি। (কিয়ামতের দিনে) তাকে দু'টি যব দানার মাঝে সংযোগ সাধন করতে আদেশ করা হবে; কিন্তু সে তা কস্মিনকালেও পারবে না।** যে ব্যক্তি কোন জনগোষ্ঠীর কথা শুনবার জন্য কান পাতে, যা তারা আদৌ পছন্দ করে না, কিয়ামতের দিনে তার কানে গলিত সীসা ঢেলে দেওয়া হবে। আর যে ব্যক্তি কোন (প্রাণীর) ছবি তৈরী করে, কিয়ামতের দিন তাকে শাস্তি দেওয়া হবে এবং তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করার জন্য আদেশ করা হবে, অথচ সে তা করতে পারবে না। *(বুখারী)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((أَفْرَى الفِرَى أَنْ يُرِيَ الرَّجُلُ عَيْنَيْهِ مَا لَمْ تَرَيَا)) . رواه البخاري

৪/ ১৫৫৩। ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন সবচেয়ে নিকৃষ্ট মিথ্যা হল, **মানুষ আপন চক্ষুকে এমন কিছু দেখায়, যা সে দেখেনি।** (অর্থাৎ, সে যা দেখেনি সে সম্পর্কে মিথ্যা করে বলে, আমি দেখেছি।) *(বুখারী)*

وَعَنْ سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبٍ ﷺ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ لأَصْحَابِهِ : ((هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا ؟)) فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُصَّ، وَإِنَّهُ قَالَ لَنَا ذَاتَ غَدَاةٍ : ((إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ ، وَإِنَّهُمَا قَالاَ لِي : انْطَلِقْ ، وَإِنِّي انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا ، وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ ، وَإِذَا هُوَ يَهْوِي بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ ، فَيَثْلَغُ رَأْسَهُ ، فَيَتَدَهْدَهُ الحَجَرُ هَاهُنَا، فَيَتْبَعُ الحَجَرَ فَيَأْخُذُهُ فَلاَ يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ ، فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ المَرَّةَ الأَوْلَى!)) قَالَ: ((قُلْتُ لَهُمَا : سُبْحَانَ اللهِ ! مَا هَذَانِ ؟ قَالاَ لِي : انْطَلِقِ انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا ، فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُسْتَلْقٍ لِقَفَاهُ ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِكَلُّوبٍ مِنْ حَدِيدٍ ، وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شِقَّيْ وَجْهِهِ فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ ، وَمَنْخَرَهُ إِلَى قَفَاهُ ، وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَاهُ ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الجَانِبِ الآخَرِ ، فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالجَانِبِ الأَوَّلِ ، فَمَا يَفْرَغُ مِنْ ذَلِكَ الجَانِبِ حَتَّى يَصِحَّ ذَلِكَ الجَانِبُ كَمَا كَانَ ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي المَرَّةِ الأُوْلَى)) قَالَ : ((قُلْتُ : سُبْحَانَ اللهِ ! مَا هَذَانِ ؟ قَالاَ لِي : انْطَلِقِ انْطَلِقْ ، فَانْطَلَقْنَا ، فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ)) فَأَحْسِبُ أَنَّهُ قَالَ : ((فَإِذَا فِيهِ لَغَطٌ ، وَأَصْوَاتٌ ، فَاطَّلَعْنَا فِيهِ فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ ، وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوْا . قُلْتُ : مَا هَؤُلاَءِ ؟ قَالاَ لِي : انْطَلِقِ انْطَلِقْ ، فَانْطَلَقْنَا ، فَأَتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ)) حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : ((أَحْمَرُ مِثْلُ الدَّمِ ، وَإِذَا فِي النَّهْرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ ، وَإِذَا عَلَى شَطِّ النَّهْرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً ، وَإِذَا ذَلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ ، مَا يَسْبَحُ ، ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

الَّذي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الحِجَارَةَ ، فَيَفْغَرُ لَهُ فَاهُ، فَيُلْقِمُهُ حَجَراً، فَيَنْطَلِقُ فَيَسْبَحُ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ، كُلَّمَا رَجَعَ إِلَيْهِ ، فَغَرَ لَهُ فَاهُ ، فَأَلْقَمَهُ حَجَراً ، قُلْتُ لَهُمَا : مَا هَذَانِ ؟ قَالاَ لِي : انْطَلِقِ انْطَلِقْ ، فَانْطَلَقْنَا ، فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ كَرِيهِ المَرْآةِ ، أَوْ كَأَكْرَهِ مَا أَنْتَ رَاءٍ رَجُلاً مَرْأىً ، فَإِذَا هُوَ عِنْدَهُ نَارٌ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا . قُلْتُ لَهُمَا : مَا هَذَا ؟ قَالاَ لِي : انْطَلِقِ انْطَلِقْ ، فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ فِيهَا مِنْ كُلِّ نَوْرِ الرَّبِيعِ ، وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَيِ الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَوِيلٌ لاَ أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طُولاً فِي السَّمَاءِ ، وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلدَانٍ رَأَيْتُهُمْ قَطُّ ، قُلْتُ : مَا هَذَا ؟ وَمَا هَؤُلاَءِ ؟ قَالاَ لِي : انْطَلِقِ انْطَلِقْ ، فَانْطَلَقْنَا ، فَأَتَيْنَا إِلَى دَوْحَةٍ عَظِيمةٍ لَمْ أَرَ دَوْحَةً قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهَا ، وَلاَ أَحْسَنَ ! قَالاَ لِي : ارْقَ فِيهَا ، فَارْتَقَيْنَا فِيهَا إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِنٍ ذَهَبٍ وَلَبِنٍ فِضَّةٍ، فَأَتَيْنَا بَابَ المَدِينَةِ فَاسْتَفْتَحْنَا ، فَفُتِحَ لَنَا فَدَخَلْنَاهَا ، فَتَلَقَّانَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ ! وَشَطْرٌ مِنْهُمْ كَأَقْبَحِ مَا أَنْتَ رَاءٍ ! قَالاَ لَهُمْ : اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذَلِكَ النَّهْرِ ، وَإِذَا هُوَ نَهْرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِي كَأَنَّ مَاءَهُ المَحْضُ فِي البَيَاضِ ، فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ . ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ ، فَصَارُوا فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ)) قَالَ : ((قَالاَ لِي : هَذِهِ جَنَّةُ عَدْنٍ ، وَهَذَاكَ مَنْزِلُكَ ، فَسَمَا بَصَرِي صُعُداً ، فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ البَيْضَاءِ ، قَالاَ لِي : هَذَاكَ مَنْزِلُكَ ؟ قُلْتُ لَهُمَا: بَارَكَ اللهُ فِيكُمَا ، فَذَرَانِي فَأَدْخُلَهُ . قَالاَ لِي : أَمَّا الآنَ فَلاَ ، وَأَنْتَ دَاخِلُهُ ، قُلْتُ لَهُمَا : فَإِنِّي رَأَيْتُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ عَجَباً ؟ فَمَا هَذَا الَّذِي رَأَيْتُ ؟ قَالاَ لِي : أَمَا إِنَّا سَنُخْبِرُكَ : أَمَّا الرَّجُلُ الأَوَّلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالحَجَرِ ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ القُرآنَ فَيَرفُضُهُ، وَيَنَامُ عَنِ الصَّلاةِ المَكْتُوبَةِ . وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُشَرْشَرُ شِدْقُهُ إِلَى قَفَاهُ ، ومِنْخَرُهُ إِلَى قَفَاهُ ، وَعَيْنُهُ إِلَى قَفَاهُ ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيْتِهِ فَيَكْذِبُ الكِذْبَةَ تَبْلُغُ الآفَاقَ . وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ العُرَاةُ الَّذِينَ هُمْ فِي مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ ، فَإِنَّهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيتَ عَلَيهِ يَسْبَحُ فِي النَّهْرِ ، وَيُلقَمُ الحِجَارَةَ، فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا ، وأَمَّا الرَّجُلُ الكَرِيهُ الْمَرْآةِ الَّذِي عِنْدَ النَّارِ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا ، فَإِنَّهُ مَالِكٌ خازِنُ جَهَنَّمَ ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيلُ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ ، فَإِنَّهُ إِبرَاهِيم ﷺ ، وَأَمَّا الوِلْدَانِ الَّذِينَ حَوْلَهُ، فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الفِطْرَةِ)) وَفِي رِوَايَةِ البَرْقَانِيِّ : ((وُلِدَ عَلَى الفِطْرَةِ)) فَقَالَ بعض المُسلمِينَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، وَأَولاَدُ المُشرِكِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((وَأَولاَدُ المُشرِكِينَ ، وَأَمَّا القَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنٌ ، وَشَطْرٌ مِنْهُمْ قَبِيحٌ ، فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً ، تَجَاوَزَ اللهُ عَنهُمْ)) . رواه البخاري

৫/১৫৫৪। সামুরাহ ইবনে জুনদুব ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ প্রায়ই তাঁর সাহাবীদেরকে বলতেন, তোমাদের কেউ কোন স্বপ্ন দেখেছে কি? রাবী বলেন, যার ব্যাপারে আল্লাহর ইচ্ছা সে তাঁর কাছে স্বপ্ন বর্ণনা করত। তিনি একদিন সকালে বললেন, গতরাত্রে আমার কাছে দুজন আগন্তুক এল। তারা আমাকে উঠাল, আর বলল, চলুন। আমি তাদের সাথে চলতে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

লাগলাম, আমরা কাত হয়ে শোয়া এক ব্যক্তির নিকট পৌঁছলাম। দেখলাম, অপর এক ব্যক্তি তার নিকট পাথর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে তার মাথায় পাথর নিক্ষেপ করছে। ফলে তার মাথা ফাটিয়ে ফেলছে। আর পাথর গড়িয়ে সরে পড়ছে। তারপর আবার সে পাথরটির অনুসরণ করে তা পুনরায় নিয়ে আসছে। ফিরে আসতে না আসতেই লোকটির মাথা আগের মত পুনরায় ভাল হয়ে যাচ্ছে। ফিরে এসে আবার একই আচরণ করছে; যা প্রথমবার করেছিল। তিনি বলেন, আমি সাথীদ্বয়কে বললাম, সুবহানাল্লাহ! এটা কি? তারা আমাকে বলল, চলুন, চলুন।

সুতরাং আমরা চলতে লাগলাম, তারপর চিৎ হয়ে শোয়া এক ব্যক্তির কাছে পৌঁছলাম। এখানেও দেখলাম, তার নিকট এক ব্যক্তি লোহার আঁকড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর সে তার চেহারার একদিকে এসে এর দ্বারা তার কশ থেকে মাথার পিছনের দিক পর্যন্ত এবং একইভাবে নাকের ছিদ্র থেকে মাথার পিছনের দিক পর্যন্ত এবং অনুরূপভাবে চোখ থেকে মাথার পিছন দিক পর্যন্ত চিরে ফেলছে। তারপর ঐ লোকটি শোয়া ব্যক্তির অপরদিকে যাচ্ছে এবং প্রথম দিকের সাথে যেরূপ আচরণ করেছে অনুরূপ আচরণই অপর দিকের সাথেও করছে। ঐ দিক হতে অবসর হতে না হতেই প্রথম দিকটি আগের মত ভাল হয়ে যাচ্ছে। তারপর আবার প্রথম বারের মত আচরণ করছে। তিনি বলেন, আমি বললাম, সুবহানাল্লাহ! এরা কারা ? তারা আমাকে বলল, চলুন, চলুন।

সুতরাং আমরা চলতে লাগলাম এবং (তন্দুর) চুলার মত একটি গর্তের কাছে পৌঁছলাম। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয় যেন তিনি বললেন, আর সেখানে শোরগোল ও নানা শব্দ ছিল। আমরা তাতে উঁকি মেরে দেখলাম, তাতে বেশ কিছু উলঙ্গ নারী-পুরুষ রয়েছে। আর নীচ থেকে নির্গত আগুনের লেলিহান শিখা তাদেরকে স্পর্শ করছে। যখনই লেলিহান শিখা তাদেরকে স্পর্শ করছে, তখনই তারা উচ্চরবে চিৎকার করে উঠছে। আমি বললাম, এরা কারা? তারা আমাকে বলল, চলুন, চলুন।

সুতরাং আমরা চলতে লাগলাম এবং একটি নদীর কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। বর্ণনাকারী বলেন, আমার যতদূর মনে পড়ে, তিনি বললেন, নদীটি ছিল রক্তের মত লাল। আর দেখলাম, সেই নদীতে এক ব্যক্তি সাঁতার কাটছে। আর নদীর তীরে অপর এক ব্যক্তি রয়েছে এবং সে তার কাছে অনেকগুলো পাথর একত্রিত করে রেখেছে। আর ঐ সাঁতারকারী ব্যক্তি বেশ কিছুক্ষণ সাঁতার কাটার পর সেই ব্যক্তির কাছে ফিরে আসছে, যে তার নিকট পাথর একত্রিত করে রেখেছে। সেখানে এসে সে তার সামনে মুখ খুলে দিচ্ছে এবং ঐ ব্যক্তি তার মুখে একটি পাথর ঢুকিয়ে দিচ্ছে। তারপর সে চলে গিয়ে আবার সাঁতার কাটছে এবং আবার তার কাছে ফিরে আসছে। আর যখনই ফিরে আসছে তখনই ঐ ব্যক্তি তার মুখে পাথর ঢুকিয়ে দিচ্ছে। আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? তারা বলল, চলুন, চলুন।

সুতরাং আমরা চলতে লাগলাম এবং এমন একজন কুৎসিত ব্যক্তির কাছে এসে পৌঁছলাম, যা তোমার দৃষ্টিতে সর্বাধিক কুৎসিত বলে মনে হয়। আর দেখলাম, তার নিকট রয়েছে আগুন, যা সে জ্বালাচ্ছে ও তার চারিদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে। আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, ঐ লোকটি কে? তারা বলল, চলুন, চলুন।

সুতরাং আমরা চলতে লাগলাম এবং একটা সবুজ-শ্যামল বাগানে এসে উপস্থিত হলাম। সেখানে বসন্তের সব রকমের ফুল রয়েছে আর বাগানের মাঝে এত বেশী দীর্ঘকায় একজন

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পুরুষ রয়েছে, আকাশে যার মাথা যেন আমি দেখতেই পাচ্ছিলাম না। আবার দেখলাম, তার চারদিকে এত বেশী পরিমাণ বালক-বালিকা রয়েছে, যত বেশী পরিমাণ আর কখনোও আমি দেখিনি। আমি তাদেরকে বললাম, উনি কে? এরা কারা? তারা আমাকে বলল, চলুন, চলুন।

সুতরাং আমরা চলতে লাগলাম এবং একটা বিশাল (বাগান বা) গাছের নিকট গিয়ে উপস্থিত হলাম। এমন বড় এবং সুন্দর (বাগান বা) গাছ আমি আর কখনো দেখিনি। তারা আমাকে বলল, এর উপরে চড়ুন। আমরা উপরে চড়লাম। শেষ পর্যন্ত সোনা রূপার ইঁটের তৈরী একটি শহরে গিয়ে আমরা উপস্থিত হলাম। আমরা শহরের দরজায় পৌঁছলাম এবং দরজা খুলতে বললাম। আমাদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হল আমরা তাতে প্রবেশ করলাম। তখন সেখানে কতক লোক আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করল, যাদের অর্ধেক শরীর এত সুন্দর ছিল, যত সুন্দর তুমি দেখেছ, তার থেকেও অধিক। আর অর্ধেক শরীর এত কুৎসিত ছিল যত কুৎসিত তুমি দেখেছ, তার থেকেও অধিক। সাথীদ্বয় ওদেরকে বলল, যাও ঐ নদীতে গিয়ে নেমে পড়। আর সেটা ছিল সুপ্রশস্ত প্রবহমান নদী। তার পানি যেন ধপধপে সাদা। ওরা তাতে গিয়ে নেমে পড়ল। অতঃপর এরা আমাদের কাছে ফিরে এল। দেখা গেল, তাদের ঐ কুশ্রী রূপ দূর হয়ে গেছে এবং তারা খুবই সুন্দর আকৃতির হয়ে গেছে। তিনি বলেন, তারা আমাকে বলল, এটা জান্নাতে আদ্‌ন এবং ওটা আপনার বাসস্থান। তিনি বলেন, উপরের দিকে আমার দৃষ্টি গেলে, দেখলাম ধপধপে সাদা মেঘের মত একটি প্রাসাদ রয়েছে। তারা আমাকে বলল, এটা আপনার বাসগৃহ। তিনি বললেন, আমি তাদেরকে বললাম, আল্লাহ তোমাদের মাঝে বরকত দিন, আমাকে ছেড়ে দাও; আমি এতে প্রবেশ করি। তারা বলল, আপনি অবশ্যই এতে প্রবেশ করবেন। তবে এখন নয়।

আমি বললাম, আমি রাতে অনেক বিস্ময়কর ব্যাপার দেখতে পেলাম, এগুলোর তাৎপর্য কি? তারা আমাকে বলল, আচ্ছা আমরা আপনাকে বলে দিচ্ছি। ঐ যে প্রথম ব্যক্তিকে যার কাছে আপনি পৌঁছলেন, যার মাথা পাথর দিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হচ্ছিল, সে হল ঐ ব্যক্তি যে কুরআন গ্রহণ করে তা বর্জন করে। আর ফরয নামায ছেড়ে ঘুমিয়ে থাকে।

আর ঐ ব্যক্তি যার কাছে গিয়ে দেখলেন যে, তার কশ থেকে মাথার পিছনের দিক পর্যন্ত এবং একইভাবে নাকের ছিদ্র থেকে মাথার পিছনের দিক পর্যন্ত এবং অনুরূপভাবে চোখ থেকে মাথার পিছন দিক পর্যন্ত চিরে ফেলা হচ্ছিল। **সে হল ঐ ব্যক্তি যে সকালে আপন ঘর থেকে বের হয়ে এমন মিথ্যা বলে, যা চতুর্দিক ছড়িয়ে পড়ে।**

আর যে সকল উলঙ্গ নারী-পুরুষ যারা (তন্দুর) চুলা সদৃশ গর্তের অভ্যন্তরে রয়েছে, তারা হল ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণীর দল।

আর ঐ ব্যক্তি যার কাছে পৌঁছে দেখলেন যে, সে নদীতে সাঁতার কাটছে ও তার মুখে পাথর ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে সে হল সূদখোর।

আর ঐ কুৎসিত ব্যক্তি যে আগুনের কাছে ছিল এবং আগুন জ্বালাচ্ছিল আর তার চারপাশে ছুটে বেড়াচ্ছিল। সে হল মালেক (ফিরিশ্তা); জাহান্নামের দরোগা।

আর ঐ দীর্ঘকায় ব্যক্তি যিনি বাগানে ছিলেন। তিনি হলেন ইব্রাহীম ﷺ। আর তাঁর চারপাশে যে বালক-বালিকারা ছিল, ওরা হল তারা, যারা (ইসলামী) প্রকৃতি নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে।

বারক্বানীর বর্ণনায় আছে, ওরা তারা, যারা (ইসলামী) প্রকৃতি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

(মৃত্যুবরণ করেছে)। তখন কিছু সংখ্যক মুসলমান জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! মুশরিকদের শিশু-সন্তানরাও কি (সেখানে আছে)? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, মুশরিকদের শিশু-সন্তানরাও (সেখানে আছে)।

আর ঐ সব লোক যাদের অর্ধেকাংশ অতি সুন্দর ও অর্ধেকাংশ অতি কুৎসিত ছিল, তারা হল ঐ সম্প্রদায় যারা সৎ-অসৎ উভয় প্রকারের কাজ মিশ্রিতভাবে করেছে। আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। *(বুখারী)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে,আজ রাতে আমি দেখলাম, "দু'টি লোক এসে আমাকে পবিত্র ভূমির দিকে বের করে নিয়ে গেল।" অতঃপর ঘটনা বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন, "সুতরাং আমরা চলতে লাগলাম এবং (তন্দুর) চুলার মত একটি গর্তের কাছে পৌঁছলাম; যার উপর দিকটা সংকীর্ণ ছিল এবং নিচের দিকটা প্রশস্ত। তার নিচে আগুন জ্বলছিল। তার মধ্যে উলঙ্গ বহু নারী-পুরুষ ছিল। আগুন যখন উপর দিকে উঠছিল, তখন তারাও (আগুনের সাথে) উপরে উঠছিল। এমনকি প্রায় তারা (চুলা) থেকে বের হওয়ার উপক্রম হচ্ছিল। আর যখন আগুন স্তিমিত হয়ে নেমে যাচ্ছিল, তখন (তার সাথে) তারাও নিচে ফিরে যাচ্ছিল।"

এই বর্ণনায় আছে, "একটি রক্তের নদীর কাছে এলাম।" বর্ণনাকারী এতে সন্দেহ করেননি। "সেই নদীর মাঝখানে একটি লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর নদীর তীরে একটি লোক রয়েছে, যার সামনে পাথর রয়েছে। অতঃপর নদীর মাঝের লোকটি যখন উঠে আসতে চাচ্ছে, তখন তীরের লোকটি তাকে পাথর ছুঁড়ে মেরে সেই দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছে, যেখানে সে ছিল। এইভাবে যখনই সে নদী থেকে বের হয়ে আসতে চাচ্ছে, তখনই ঐ লোকটি তার মুখে পাথর ছুঁড়ে মারছে। ফলে সে যেখানে ছিল, সেখানে ফিরে যাচ্ছে।"

এই বর্ণনায় আরো আছে, "তারা উভয়ে আমাকে নিয়ে ঐ (বাগান বা) গাছে উঠে গেল। অতঃপর সেখানে এমন একটি গৃহে আমাকে প্রবেশ করাল, যার চেয়ে অধিক সুন্দর গৃহ আমি কখনো দেখিনি। সেখানে বহু বৃদ্ধ ও যুবক লোক ছিল।"

এই বর্ণনায় আরো আছে, "আর যাকে আপনি তার নিজ কশ চিরতে দেখলেন, সে হল বড় মিথ্যুক; **যে মিথ্যা কথা বলত, অতঃপর তা তার নিকট থেকে বর্ণনা করা হত। ফলে তা দিকচক্রবালে পৌঁছে যেত।** অতএব এই আচরণ তার সাথে কিয়ামত পর্যন্ত করা হবে।"

এই বর্ণনায় আরো আছে, "যার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে দেখলেন, সে ছিল এমন ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ কুরআন শিখিয়েছিলেন। কিন্তু সে (তা ভুলে) রাতে ঘুমিয়ে থাকত এবং দিনে তার উপর আমল করত না। অতএব এই আচরণ তার সাথে কিয়ামত পর্যন্ত করা হবে। আর প্রথম যে গৃহটি আপনি দেখলেন, তা হল সাধারণ মু'মিনদের। পক্ষান্তরে এই গৃহটি হল শহীদদের। আমি জিবরীল, ইনি মীকাঈল। অতএব আপনি মাথা তুলুন। সুতরাং আমি মাথা তুললাম। তখন দেখলাম, আমার উপর দিকে মেঘের মত কিছু রয়েছে। তাঁরা বললেন, ওটি হল আপনার গৃহ। আমি বললাম, আপনারা আমাকে ছেড়ে দিন, আমি আমার গৃহে প্রবেশ করি। তাঁরা বললেন, (দুনিয়াতে) আপনার আয়ু অবশিষ্ট আছে; যা আপনি পূর্ণ করেননি। যখন আপনি তা পূর্ণ করবেন, তখন আপনি আপনার গৃহে চলে আসবেন।" *(বুখারী)*

** (প্রকাশ থাকে যে, হাদীসে উক্ত মিথ্যাবাদীদের দলে তারা পড়তে পারে, যারা প্রচার মাধ্যমে; রেডিও, টিভি প্রভৃতিতে মিথ্যা বলে। কারণ তাদের মিথ্যা কথা দিকচক্রবালে চতুর্দিক ছড়িয়ে পড়ে।)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ২৬১

বৈধ মিথ্যা

জেনে রাখুন যে, নিঃসন্দেহে মিথ্যা বলা মূলতঃ যদিও হারাম তবুও কয়েকটি ক্ষেত্রে বিশেষ শর্তসাপেক্ষে তা বৈধ। যার ব্যাপারে আমি আমার 'কিতাবুল আযকার' নামক পুস্তকে বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করেছি। যার সার-সংক্ষেপ এই যে, কথাবার্তা উদ্দেশ্য সফল হওয়ার অন্যতম মাধ্যম। সুতরাং কোন সৎ উদ্দেশ্য যদি মিথ্যার আশ্রয় ব্যতিরেকে সাধন সম্ভবপর হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া বৈধ নয়। পক্ষান্তরে সে সৎ উদ্দেশ্য যদি মিথ্যা বলা ছাড়া সাধন সম্ভব না হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা বৈধ। পরন্তু যদি বাঞ্ছিত লক্ষ্য বৈধ পর্যায়ের হয়, তাহলে মিথ্যা বলা বৈধ হবে। আর যদি অভিষ্ট লক্ষ্য ওয়াজেবের পর্যায়ভুক্ত হয়, তাহলে তা অর্জনের জন্য মিথ্যা বলাও ওয়াজেব হবে। যেমন কোন মুসলমান এমন অত্যাচারী থেকে আত্মগোপন করেছে, যে তাকে হত্যা করতে চায় অথবা তার মাল-ধন ছিনিয়ে নিতে চায় এবং সে তা লুকিয়ে রেখেছে। এখন যদি কেউ তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয় (যে তার ঠিকানা জানে), তাহলে সে ক্ষেত্রে তাকে গোপন (ও নিরাপদ) রাখার জন্য তার পক্ষে মিথ্যা বলা ওয়াজেব। অনুরূপভাবে যদি কারো নিকট অপরের আমানত থাকে, আর কোন যালেম যদি তা বলপূর্বক ছিনিয়ে নিতে চায়, তাহলে তা গোপন করার জন্য মিথ্যা বলা ওয়াজেব। অবশ্য এ সমস্ত বিষয়ে সরাসরি স্পষ্টাক্ষরে মিথ্যা না বলে 'তাওরিয়াহ' করার পদ্ধতি অবলম্বন করাই উত্তম।

'তাওরিয়াহ' হল এমন বাক্য ব্যবহার করা, যার অর্থ ও উদ্দেশ্য শুদ্ধ তথা তাতে সে মিথ্যাবাদী নয়; যদিও বাহ্যিক শব্দার্থে এবং সম্বোধিত ব্যক্তির বুঝ মতে সে মিথ্যাবাদী হয়। পক্ষান্তরে যদি উক্ত পরিস্থিতিতে 'তাওরিয়াহ' পরিহার করে প্রকাশ্যভাবে মিথ্যা বলা হয়, তবুও তা হারাম নয়। এ ধরনের পরিস্থিতিতে মিথ্যা বলার বৈধতার প্রমাণে উলামায়ে কিরাম উম্মে কুলষুম কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি পেশ করেন। উম্মে কুলষুম (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, লোকের মধ্যে সন্ধি স্থাপনকারী মিথ্যাবাদী নয়। সে হয় ভাল কথা পৌঁছায়, না হয় ভাল কথা বলে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

মুসলিমে আছে উম্মে কুলষুম বলেন, তাঁকে মানুষের কথাবার্তায় মিথ্যা বলার অনুমতি দিতে শুনিনি, তিন ক্ষেত্র ছাড়া ঃ (১) যুদ্ধকালে (২) লোকেদের ঝগড়া মিটাবার ক্ষেত্রে ও (৩) স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের (প্রেম বর্ধক) কথপোকথনে।

পরিচ্ছেদ - ২৬২

যাচাই-তদন্ত করে সাবধানে কথাবার্তা বলা ও কোন কিছু নকল করে লেখার প্রতি উৎসাহ দান

মহান আল্লাহ বলেন,

{ وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ } [الإسراء : ٣٦]

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

অর্থাৎ, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই সেই বিষয়ে অনুমান দ্বারা পরিচালিত হয়ো না। *(সূরা ইসরা ৩৬ আয়াত)*

তিনি বলেছেন,

{ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ } [ق : ١٨]

অর্থাৎ, মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করুক না কেন, তা লিপিবদ্ধ করার জন্য তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে। *(ক্বাফ ১৮ আয়াত)*

(এ মর্মে মহান আল্লাহর এ বাণীও অনেকে উল্লেখ করে থাকেন, "হে বিশ্বাসীগণ! যদি কোন পাপাচারী তোমাদের নিকট কোন বার্তা আনয়ন করে, তাহলে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখ; যাতে অজ্ঞতাবশতঃ তোমরা কোন সম্প্রদায়কে আঘাত না কর এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও।" - সূরা হুজুরাত ৬ আয়াত)

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((كَفَى بِالمَرْءِ كَذِباً أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ)). رواه مسلم

১/ ১৫৫৫। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন মানুষের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা কিছু শোনে (বিনা বিচারে) তা-ই বর্ণনা করে। *(মুসলিম)*

وَعَنْ سَمُرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الكَاذِبَينَ)) . رواه مسلم

২/ ১৫৫৬। সামুরাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার তরফ থেকে কোন হাদীস বর্ণনা করে অথচ সে জানে যে, তা মিথ্যা, তবে সে দুই মিথ্যুকের একজন। *(মুসলিম)*

وَعَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَنَّ امْرأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ لِي ضَرَّةً فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ إِنْ تَشَبَّعْتُ مِنْ زَوْجِي غَيْرَ الَّذِي يُعْطِينِي ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((المُتَشَبِّعُ بِما لَمْ يُعْطَ كَلاَبِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ)). متفق عَلَيْهِ

৩/ ১৫৫৭। আসমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, একটি মহিলা বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার এক সতীন আছে, সুতরাং স্বামী আমাকে যা দেয় না, তা নিয়ে যদি পরিতৃপ্তি প্রকাশ করি, তাতে আমার কোন ক্ষতি হবে কি?' নবী ﷺ বললেন, "যা দেওয়া হয়নি তা নিয়ে পরিতৃপ্তি প্রকাশকারী মিথ্যা দুই বস্ত্র পরিধানকারীর ন্যায়।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

'পরিতৃপ্তি প্রকাশকারী' যে প্রকাশ করে যে, সে পরিতৃপ্ত, অথচ আসলে সে তা নয়। এখানে উদ্দেশ্য হল, যে প্রকাশ করে যে, সে মর্যাদা লাভ করেছে, অথচ সে তা লাভ করেনি। আর 'মিথ্যা দুই বস্ত্র পরিধানকারী' হল সেই, যে লোকচক্ষুতে মেকী সাজে। লোককে ধোঁকা দেওয়ার জন্য সংসার-বিরাগী, আলেম অথবা ধনবান ব্যক্তির পোশাক পরিধান করে, অথচ সে তা নয়। এ ছাড়া অন্য কিছুও বলা হয়েছে। আর আল্লাহই অধিক জানেন।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ২৬৩

মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَاجْتَنِبوا قَوْلَ الزُّورِ} [الحج : ٣٠]

অর্থাৎ, তোমরা মিথ্যা কথন থেকে দূরে থাক। *(সূরা হজ্জ ৩০ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ } [الإسراء : ٣٦]

অর্থাৎ, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই সেই বিষয়ে অনুমান দ্বারা পরিচালিত হয়ো না। *(সূরা ইসরা ৩৬ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন,

{ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ } [ق : ١٨]

অর্থাৎ, মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করুক না কেন তা লিপিবদ্ধ করার জন্য তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে। *(ক্বাফ ১৮ আয়াত)*

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

{ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ } [الفجر : ١٦]

অর্থাৎ, নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক সময়ের প্রতীক্ষায় থেকে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। *(সূরা ফাজ্‌র ১৬ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন,

{ وَالَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ } [الفرقان : ٧٢]

অর্থাৎ, (তারাই পরম দয়াময়ের দাস) যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না। *(সূরা ফুরক্বান ৭২ আয়াত)*

وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ ؟)) قُلْنَا : بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ : ((الإِشْرَاكُ بِاللهِ ، وعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ)) وَكَانَ مُتَّكِئاً فَجَلَسَ ، فَقَالَ : ((أَلاَ وَقَولُ الزُّورِ)) فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلنَا : لَيْتَهُ سَكَتَ. متفق عَلَيْهِ

১।১৫৫৮। আবূ বাকরাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদেরকে কি অতি মহাপাপের কথা বলে দেব না? আমরা বললাম, অবশ্যই বলুন হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করা এবং মাতা-পিতার অবাধ্যাচরণ করা। তারপর তিনি হেলান ছেড়ে উঠে বসলেন এবং বললেন, শোন! আর মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া। শেষোক্ত কথাটি তিনি বারবার বলতে থাকলেন। এমনকি অনুরূপ বলাতে আমরা (মনে মনে) বললাম, যদি তিনি চুপ হতেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ২৬৪

নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা প্রাণীকে অভিসম্পাত করা ঘোর নিষিদ্ধ

عَنْ أَبِي زَيدٍ ثَابِتِ بنِ الضَّحَّاكِ الأَنصَارِيِّ ﷺ ، وَهُوَ مِنْ أهلِ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِملَّةٍ غَيْرِ الإِسْلاَمِ كَاذِباً مُتَعَمِّداً، فَهُوَ كَمَا قَالَ ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيءٍ، عُذِّبَ به يومَ القِيَامَةِ، وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لاَ يَمْلِكُهُ، وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِه)). متفق عَلَيْه

১/ ১৫৫৯। আবূ যায়েদ সাবেত ইবনে যাহ্হাক আনসারী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি 'বায়আতে রিযওয়ান' (হুদাইবিয়াহ সন্ধির সময়ে কুরাইশের বিরুদ্ধে কৃত প্রতিজ্ঞার) অন্যতম সদস্য ছিলেন; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ইসলাম ব্যতীত ভিন্ন ধর্মের মিথ্যা কসম খেল, তাহলে সে তেমনি হয়ে গেল যেমন সে বলল। যে ব্যক্তি কোন বস্তু দ্বারা আত্মহত্যা করল, কিয়ামতের দিন তাকে সেই বস্তু দ্বারাই শাস্তি দেওয়া হবে। মানুষ যে জিনিসের মালিক নয়, তার মানত পূরণ করা তার পক্ষে জরুরী নয়। আর কোন মু'মিন ব্যক্তিকে **অভিসম্পাত করা**, তাকে হত্যা করার সমান। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((لاَ يَنْبَغِي لِصِدِّيقٍ أَنْ يَكُونَ لَعَّاناً)) . رواه مسلم

২/ ১৫৬০। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোন মহাসত্যবাদীর জন্য **অভিসম্পাতকারী** হওয়া সঙ্গত নয়। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لاَ يَكُونُ اللَّعَّانُونَ شُفَعَاءَ ، وَلاَ شُهَدَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ)). رواه مسلم

৩/ ১৫৬১। আবূ দার্দা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, **অভিসম্পাতকারীরা** কিয়ামতের দিনে না সুপারিশকারী হবে, আর না সাক্ষ্যদাতা। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لاَ تَلاَعَنُوا بِلَعْنَةِ اللهِ ، وَلاَ بِغَضَبِهِ ، وَلاَ بِالنَّارِ)). رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

৪/ ১৫৬২। সামুরাহ ইবনে জুন্দুব ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা একে অন্যের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ, তাঁর গযব এবং জাহান্নামের আগুন দ্বারা **অভিসম্পাত করো না**। *(আবূ দাউদ, তিরমিযী হাসান সহীহ)*

وعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ، وَلاَ اللَّعَّانِ ، وَلاَ الفَاحِشِ ، وَلاَ البَذِيِّ)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

৫/ ১৫৬৩। ইবনে মাসউদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মু'মিন খোঁটা দানকারী, **অভিশাপকারী**, নির্লজ্জ ও অশ্লীলভাষী হয় না। *(তিরমিযী -হাসান)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِنَّ العَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئاً ، صَعَدَتِ اللَّعْنَةُ إِلَى السَّمَاءِ ، فَتُغْلَقُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ دُونَهَا ، ثُمَّ تَهْبِطُ إِلَى الأَرْضِ ، فَتُغْلَقُ أَبْوابُهَا دُونَهَا ، ثُمَّ تَأْخُذُ يَميناً وَشِمَالاً ، فَإِذَا لَمْ تَجِدْ مَسَاغاً رَجَعَتْ إِلَى الَّذِي لُعِنَ ، فَإِنْ كَانَ أَهْلاً لِذلِكَ ، وَإِلاَّ رَجَعَتْ إِلَى قَائِلِهَا)) . رواه أَبُو داود

৬/ ১৫৬৪। আবূ দার্দা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন কোন বান্দা কোন জিনিসকে অভিসম্পাত করে তখন সেই অভিশাপ আকাশের দিকে উঠে যায়। কিন্তু তার সামনে আকাশের দ্বার বন্ধ করে দেওয়া হয়, ফলে পৃথিবীর দিকে নেমে আসে। তখনও তার সামনে (পৃথিবীর) দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। কাজেই ডানে-বামে (এদিক ওদিক) ফিরতে থাকে। পরিশেষে যখন তা কোন যথার্থ স্থান পায় না, তখন অভিশপ্ত বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি ফিরে যায়; যদি সে এর (অভিশাপের) উপযুক্ত হয়, তাহলে (তাকে অভিশাপ লেগে যায়)। নচেৎ তা অভিশাপকারীর প্রতি ফিরে আসে। *(আবূ দাউদ)*

وَعَنْ عِمرَانَ بنِ الحُصَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ ، وَامْرأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى نَاقَةٍ ، فَضَجِرَتْ فَلَعَنَتْهَا ، فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ : ((خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَدَعُوْهَا ؛ فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ)). قَالَ عِمْرانُ : فَكَأَنِّي أَرَاهَا الآنَ تَمْشِي فِي النَّاسِ مَا يَعْرِضُ لَهَا أَحَدٌ .

رواه مسلم

৭/ ১৫৬৫। ইমরান ইবনে হুস্বাইন ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন সফরে ছিলেন। আনসারী এক মহিলা এক উটনীর উপর সওয়ার ছিল। সে বিরক্ত হয়ে উটনীটিকে অভিসম্পাত করতে লাগল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা শুনে (সঙ্গীদেরকে বলেলেন, এ উটনীর উপরে যা কিছু আছে সব নামিয়ে নাও এবং ওকে ছেড়ে দাও। কেননা, ওটি (এখন) অভিশপ্ত। ইমরান বলেন, যেন আমি এখনো উটনীটিকে দেখছি, উটনীটি লোকদের মধ্যে চলাফেরা করছে আর কেউ তাকে বাধা দিচ্ছে না। *(মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ نَضْلَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الأَسْلَمِيِّ ﷺ قَالَ : بَيْنَمَا جَارِيَةٌ عَلَى نَاقَةٍ عَلَيْهَا بَعْضُ مَتَاعِ القَوْمِ . إِذْ بَصُرَتْ بِالنَّبِيِّ ﷺ ، وَتَضَايَقَ بِهِمُ الجَبَلُ فَقَالَتْ : حَلْ ، اللَّهُمَّ الْعَنْهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((لاَ تُصَاحِبْنَا نَاقَةٌ عَلَيْهَا لَعْنَةٌ)) . رواه مسلم

৮/ ১৫৬৬। আবূ বার্যাহ নাযলাহ ইবনে উবাইদ আসলামী বলেন, একবার এক যুবতী মহিলা একটি উটনীর উপর সওয়ার ছিল। আর তার উপর লোকেদের (সহযাত্রীদের) কিছু আসবাব-পত্র ছিল। ইত্যবসরে মহিলাটি নবী ﷺ-কে প্রত্যক্ষ করল। আর লোকেদের জন্য পার্বত্য পথটি সংকীর্ণ বোধ হল। মহিলাটি উটনীকে (দ্রুত গতিতে চলাবার উদ্দেশ্যে) বলল, হাঃ! হে আল্লাহ! এর উপর অভিশাপ কর। তা শুনে নবী ﷺ বললেন, ঐ উটনী যেন আমাদের সাথে না থাকে, যাকে অভিশাপ করা হয়েছে। *(মুসলিম)*

জেনে রাখুন যে, দৃশ্যতঃ এই হাদীসের অর্থের ব্যাপারে জটিলতা দেখা দিতে পারে। অথচ এতে কোন জটিলতা নেই। কারণ, এর মমার্থ হল যে, উটনীটিকে অভিশাপ করা হয়েছে,

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

অতএব তা যেন তাঁদের সাথে না থাকে। এর মানে এই নয় যে, উটনীটিকে যবেহ করা, বিক্রি করা, তার উপর আরোহণ করা ইত্যাদি নিষেধ। বরং এ সকল তথা অন্য সমস্ত প্রকার উপকার তার দ্বারা গ্রহণ করা বৈধ। যা নিষিদ্ধ হল, তা নবী ﷺ-এর কাফেলায় থাকা। সুতরাং তা ব্যতীত অবশিষ্ট দিকগুলি পূর্ববৎ বৈধ থাকবে।

পরিচ্ছেদ - ২৬৫

অনির্দিষ্টরূপে পাপিষ্ঠদেরকে অভিসম্পাত করা বৈধ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ أَلاَ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ } [هود : ١٨]

অর্থাৎ, সাবধান! অত্যাচারীদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ। *(সূরা হূদ ১৮ আয়াত)*

অন্যত্র তিনি বলেন,

{ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَّعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ } [الأعراف : ٤٤]

অর্থাৎ, অতঃপর জনৈক ঘোষণাকারী তাদের নিকট ঘোষণা করবে, অত্যাচারীদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত। *(সূরা আ'রাফ ৪৪ আয়াত)*

সহীহ হাদীসসমূহে প্রমাণিত যে,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((لَعنَ اللهُ الوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ)).

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সেই নারীর উপর আল্লাহর অভিশাপ, যে অপরের মাথায় নকল চুল জুড়ে দেয়। আর সেই নারীর উপরেও, যে অন্য নারীর দ্বারা (নিজ মাথায়) নকল চুল সংযুক্ত করায়।

وَأَنَّهُ قَالَ : ((لَعَنَ اللهُ آكِلَ الرِّبَا)).

তিনি বলেন, আল্লাহ সূদখোরকে অভিশাপ করুন (অথবা করেছেন)।

وأَنَّهُ لَعَنَ الْمُصَوِّرِينَ.

তিনি ছবি নির্মাতাকে অভিশাপ করেছেন।

وأَنَّهُ قَالَ : ((لَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ)). أيْ حُدُودَهَا.

তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি জমি জায়গার সীমা-চিহ্ন পরিবর্তন করে, আল্লাহ তাকে অভিশাপ করুন (অথবা করেছেন)।

وأَنَّهُ قَالَ : ((لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ)).

তিনি বলেন, আল্লাহ চোরকে অভিশাপ করুন (অথবা করেছেন), যে চোর ডিম চুরি করে।

وأَنَّهُ قَالَ : ((لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيه)).

তিনি বলেন, যে নিজ মাতা-পিতাকে অভিশাপ ও ভর্ৎসনা করে তাকেও আল্লাহ অভিসম্পাত করুন (অথবা করেছেন)।

وَلَعَنَ اللهُ من ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ .

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

এবং সেই ব্যক্তির উপর আল্লাহ অভিশাপ করুন (অথবা করেছেন), যে গায়রুল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য পশু যবেহ করে।

وَأَنَّه قَالَ : ((مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثاً أَوْ آوَى مُحْدِثاً فَعَلَيْه لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلاَئكَة والنَّاس أجْمَعينَ)).

তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি মদীনায় কোন প্রকার বিদআত (আবিষ্কার) করে অথবা কোন বিদআতী লোককে আশ্রয় দেয়, তার উপর আল্লাহ, তাঁর ফিরিশ্তামণ্ডলী এবং সমস্ত মানুষের অভিশাপ।

وأنَّه قَالَ : ((اللَّهُمَّ الْعَنْ رِعْلاً ، وَذَكْوَانَ، وعُصَيَّةَ : عَصَوُا اللهَ وَرَسُولَهُ)). وهذِهِ ثَلاَثُ قَبَائِلَ مِنَ العَرَبِ .

তিনি এভাবে (বদ্দুআ) করে বলেছেন, হে আল্লাহ! রি'ল, যাকওয়ান ও উসাইয়াহ গোত্রসমূহের উপর অভিশাপ কর। কেননা, তারা আল্লাহ ও তদীয় রসূলের অবাধ্যতা করেছে। আর এ তিনটিই ছিল আরবের এক একটি গোত্রের নাম।

وَأَنَّهُ قَالَ : ((لَعَنَ اللهُ اليَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ)).

তিনি বলেন, আল্লাহ ইয়াহুদকে অভিসম্পাত করুন (অথবা করেছেন), তারা তাদের পয়গম্বরদের সমাধিসমূহকে উপাসনালয়ে পরিণত করেছে।

وَأَنَّهُ لَعَنَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ.

তিনি সেই সকল পুরুষকেও অভিশাপ করেছেন, যারা নারীদের সাদৃশ্য ও আকৃতি গ্রহণ করে। তেমনি সেই সব নারীদেরকেও অভিশাপ করেছেন, যারা পুরুষদের সাদৃশ্য ও আকৃতি অবলম্বন করে থাকে।

উক্ত বাণীসমূহ বিশুদ্ধ হাদীসে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। তার মধ্যে কিছু হাদীস সহীহ বুখারী ও মুসলিম উভয় গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে। আর কিছু হাদীস তার মধ্যে কোন একটিতে উদ্ধৃত হয়েছে। আমি এখানে তার প্রতি সংক্ষিপ্তভাবে আভাস দিয়েছি মাত্র। উক্ত হাদীসগুলির অধিকাংশই এই গ্রন্থের বিভিন্ন পরিচ্ছেদে উল্লেখ করব ইনশা আল্লাহ।

পরিচ্ছেদ - ২৬৬

কোন মুসলিমকে অন্যায়ভাবে গালি-গালাজ করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ والَّذينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمنينَ والْمُؤْمنَات بغَيْر مَا اكْتَسَبُوا ، فَقَد احْتَمَلُوا بُهْتاناً وإثْماً مُبيناً }

অর্থাৎ, যারা বিনা অপরাধে বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীদেরকে কষ্ট দেয়, তারা অবশ্যই মিথ্যা অপবাদ এবং স্পষ্ট অপরাধের বোঝা বহন করে। *(সূরা আহযাব ৫৮ আয়াত)*

وَعَنِ ابنِ مَسعُود ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ ، وَقِتالُهُ كُفْرٌ)). متفق عَلَيْه

১/ ১৫৬৭। ইবনে মাসঊদ ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাসেকী (আল্লাহর অবাধ্যাচরণ) এবং তার সাথে লড়াই ঝগড়া করা কুফরী। *(বুখারী ও মুসলিম)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ ﷺ : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : ((لاَ يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلاً بِالفِسْقِ أَوِ الكُفْرِ ، إِلاَّ ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ)) . رواه البخاري

২/ ১৫৬৮। আবূ যার্র ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তিনি এ কথা বলতে শুনেছেন যে, যখন কোন মানুষ অন্য মানুষের প্রতি ফাসেক অথবা কাফের বলে অপবাদ দেয়, তখনই তা তার উপরেই বর্তায়; যদি তার প্রতিপক্ষ তা না হয়। *(বুখারী)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((الْمُتَسَابَّانِ مَا قَالاَ فَعَلَى البَادِي مِنهُمَا حَتَّى يَعْتَدِيَ المَظْلُومُ)). رواه مسلم

৩/ ১৫৬৯। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আপোসে গালাগালিতে রত দু'জন ব্যক্তি যে সব কুবাক্য উচ্চারণ করে, সে সব তাদের মধ্যে সূচনাকারীর উপরে বর্তায়; যতক্ষণ না অত্যাচারিত ব্যক্তি (প্রতিশোধ গ্রহণে) সীমা অতিক্রম করে। *(মুসলিম)*

وَعَنْهُ، قَالَ : أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ قَدْ شرِبَ قَالَ : ((اضرِبُوهُ)). قَالَ أَبُو هُرَيرَةَ : فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِه ، وَالضَّارِبُ بِنَعْلِه ، وَالضَّارِبُ بِثَوْبِه . فَلَمَّا انْصَرَفَ ، قَالَ بَعْضُ القَوْمِ : أَخْزَاكَ اللهُ ! قَالَ : ((لا تَقُولُوا هَذَا ، لاَ تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ)) . رواه البخاري

৪/ ১৫৭০। উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মদ পান করেছে এমন এক ব্যক্তিকে নবী ﷺ-এর নিকট হাজির করা হল। তিনি আদেশ দিলেন, 'ওকে তোমরা মার।' আবূ হুরাইরা বলেন, (তাঁর আদেশ অনুযায়ী আমরা তাকে মারতে আরম্ভ করলাম।) আমাদের কেউ তাকে হাত দ্বারা মারতে লাগল, কেউ আপন জুতা দ্বারা, কেউ নিজ কাপড় দ্বারা। অতঃপর যখন সে ফিরে যেতে লাগল, তখন কিছু লোক বলে উঠল, আল্লাহ তোমাকে লাঞ্ছিত করুক। তা শুনে নবী ﷺ বললেন, এরূপ বলো না এবং ওর বিরুদ্ধে শয়তানকে সহযোগিতা করো না। *(বুখারী)*

وَعَنْهُ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : ((مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزِّنَى يُقَامُ عَلَيْهِ الحَدُّ يَومَ القِيَامَةِ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ)). متفق عَلَيْهِ

৫/ ১৫৭১। উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজ মালিকানাধীন দাসের উপর ব্যভিচারের অপবাদ দিবে, কিয়ামতের দিন তার উপর হদ্ (দণ্ডবিধি) প্রয়োগ করা হবে। তবে সে যা বলেছে, দাস যদি তাই হয় (তাহলে ভিন্ন কথা।) *(বুখারী ও মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ২৬৭

মৃতদেরকে অন্যায়ভাবে শরয়ী স্বার্থ ছাড়াই গালি দেওয়ার নিষেধাজ্ঞা

শরয়ী স্বার্থ হচ্ছে এই যে, কোন বিদআতী বা ফাসেক (অনাচারী) মৃতব্যক্তির বিদআত ও ফাসেকী কার্যকলাপে তার অনুকরণ করা থেকে সতর্কীকরণ। এ বিষয়ে পূর্বোক্ত পরিচ্ছেদে আয়াত ও হাদীসসমূহ উল্লিখিত হয়েছে।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لاَ تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا)) . رواه البخاري

১/ ১৫৭২। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা মৃতদেরকে গালি দিও না। যেহেতু তারা নিজেদের কৃতকর্মের পরিণতি পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। (অর্থাৎ, তার ফল ভোগ করছে।) *(বুখারী)*

পরিচ্ছেদ - ২৬৮

(অন্যায় ভাবে) কাউকে কষ্ট দেওয়া নিষেধ

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

{ والَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ والْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا ، فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وإِثْماً مُبِيناً }

অর্থাৎ, যারা বিনা অপরাধে বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীদেরকে কষ্ট দেয়, তারা অবশ্যই মিথ্যা অপবাদ এবং স্পষ্ট অপরাধের বোঝা বহন করে। *(সূরা আহ্যাব ৫৮ আয়াত)*

وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ)) . متفق عَلَيْهِ

১/ ১৫৭৩। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র ইবনে আস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রকৃত মুসলিম সেই, যার মুখ ও হাত হতে মুসলিমগণ নিরাপদে থাকে। আর প্রকৃত মুহাজির (দ্বীন বাঁচানোর উদ্দেশ্যে স্বদেশ ত্যাগকারী) সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর নিষিদ্ধ কর্মসমূহ ত্যাগ করে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ ، وَيُدْخَلَ الجَنَّةَ ، فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ)) . رواه مسلم

২/ ১৫৭৪। উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে পছন্দ করে যে, তাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হোক এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হোক, তার মরণ যেন এমন অবস্থায় হয় যে, সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান রাখে এবং অন্যের প্রতি এমন ব্যবহার দেখায়, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে। *(মুসলিম, এটি একটি দীর্ঘ হাদীসের অংশবিশেষ, যা ৬৭৩ নম্বরে গত হয়েছে।)*

পরিচ্ছেদ - ২৬৯

পরস্পর বিদ্বেষ পোষণ, সম্পর্ক ছেদন এবং শত্রুতা পোষণ করার নিষেধাজ্ঞা

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ } [الحجرات : ١٠]

অর্থাৎ, সকল বিশ্বাসীরা তো পরস্পর ভাই ভাই। *(সূরা হুজুরাত ৩-১০ আয়াত)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

তিনি আরো বলেন,

{ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤمنينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الكَافِرينَ } [المائدة : ٥٤]

অর্থাৎ, তারা হবে বিশ্বাসীদের প্রতি কোমল ও অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর। *(সূরা মায়েদাহ ৫৪ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন,

{ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ } [الفتح : ٢٩]

অর্থাৎ, মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল; আর তার সহচরগণ অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল। *(সূরা ফাত্হ ২৯ আয়াত)*

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : ((لاَ تَبَاغَضُوا ، وَلاَ تَحَاسَدُوا ، وَلاَ تَدَابَرُوا ، وَلاَ تَقَاطَعُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَاناً ، وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ)). متفق عَلَيْهِ

১/১৫৭৫। আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, তোমরা পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো না, একে অপরের প্রতি হিংসাপরায়ণ হয়ো না, পরস্পরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়ো না, পরস্পরের সাথে সম্পর্ক ছেদন করো না। তোমরা আল্লাহর বান্দা ভাই ভাই হয়ে যাও। আর কোন মুসলিমের জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে তার (মুসলিম) ভায়ের সঙ্গে তিনদিনের বেশি কথাবার্তা বলা ত্যাগ করে। *(বুখারী, মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((تُفْتَحُ أَبْوَابُ الجَنَّةِ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الخَمِيسِ ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئاً ، إِلاَّ رَجُلاً كَانَتْ بَينَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ : أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا ! أَنْظِرُوا هَذَينِ حَتَّى يَصْطَلِحَا !)) . رواه مسلم

وفي رواية لَهُ : ((تُعْرَضُ الأَعْمَالُ فِي كُلِّ يَوْمِ خَمِيسٍ وَاثْنَيْن)) وذَكَرَ نَحْوَهُ.

২/১৫৭৬। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সোম ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দ্বারসমূহ খুলে দেওয়া হয়। (ঐ দিনে) প্রত্যেক সেই বান্দাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়, যে আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে অংশীদার স্থাপন করেনি। কিন্তু সেই ব্যক্তিকে নয়, যার সাথে তার মুসলিম ভায়ের শত্রুতা থাকে। (তাদের সম্পর্কে) বলা হয়, এদের দু'জনকে সন্ধি হওয়া পর্যন্ত অবকাশ দাও, এদের দু'জনকে সন্ধি হওয়া পর্যন্ত অবকাশ দাও। *(মুসলিম)*

অন্য বর্ণনায় আছে, প্রত্যেক বৃহস্পতি ও সোমবারে আমলসমূহ উপস্থাপন করা হয়। আর অবশিষ্ট হাদীসটি অনুরূপ।

পরিচ্ছেদ - ২৭০

কারো হিংসা করা হারাম

হিংসা হল, কোন ব্যক্তির কোন নিয়ামত (সম্পদ বা মঙ্গল) তা দ্বীনী হোক অথবা পার্থিব, তার ধ্বংস কামনা করা।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ } [النساء : ٥٤]

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

অর্থাৎ, অথবা আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে মানুষকে যা দিয়েছেন সে জন্য কি তারা তাদের হিংসা করে? *(সূরা নিসা ৫৪ আয়াত)*

এ বিষয়ে পূর্বোক্ত পরিচ্ছেদে আনাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি পঠিতব্য।

১/ ১৫৭৭। (এ স্থলে উল্লিখিত হাদীসটি যয়ীফ।)

পরিচ্ছেদ - ২৭১

অপরের গোপনীয় দোষ সন্ধান করা, অপরের অপছন্দ সত্ত্বেও তার কথা কানাচি পেতে শোনা নিষেধ

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

{ وَلاَ تَجَسَّسُوا } [الحجرات : ١٢]

অর্থাৎ, তোমরা অপরের গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান করো না। *(সূরা হুজুরাত ১২ আয়াত)*

{ والَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ والْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا ، فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وإِثْماً مُبِيناً }

অর্থাৎ, যারা বিনা অপরাধে বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীদেরকে কষ্ট দেয়, তারা অবশ্যই মিথ্যা অপবাদ এবং স্পষ্ট অপরাধের বোঝা বহন করে। *(সূরা আহযাব ৫৮ আয়াত)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ ، وَلاَ تَحَسَّسُوا وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ تَنَافَسُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا ، وَلاَ تَبَاغَضُوا ، وَلاَ تَدَابَرُوا ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَاناً كَمَا أَمَرَكُمْ . المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ ، لاَ يَظْلِمُهُ ، وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَحْقِرُهُ ، التَّقْوَى هاهُنَا التَّقْوَى هاهُنَا)) وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ((بِحَسْبِ امْرِىءٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ المُسْلِمَ ، كُلُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ : دَمُهُ ، وَعِرْضُهُ ، وَمَالُهُ . إِنَّ اللهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ ، وَلاَ إِلَى صُوَرِكُمْ ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ)) .

وَفِي رواية : ((لاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَبَاغَضُوا ، وَلاَ تَجَسَّسُوا ، وَلاَ تَحَسَّسُوا ، وَلاَ تَنَاجَشُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَاناً)).

وفي رواية : ((لاَ تَقَاطَعُوا ، وَلاَ تَدَابَرُوا ، وَلاَ تَبَاغَضُوا ، وَلاَ تَحَاسَدُوا ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَاناً)).

وَفِي رِواية : ((وَلاَ تَهَاجَرُوا وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ)) . رواه مسلم بكلّ هذه الروايات، وروى البخاريُّ أَكْثَرَهَا .

১/ ১৫৭৮। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা কুধারণা পোষণ করা থেকে বিরত থাক। কারণ কুধারণা সব চাইতে বড় মিথ্যা কথা। অপরের গোপনীয় দোষ খুঁজে বেড়ায়ো না, অপরের জাসূসী করো না, একে অপরের সাথে (অসৎ কাজে) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করো না, পরস্পরের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করো না, একে অপরের বিরুদ্ধে শত্রুভাবাপন্ন হয়ো

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

না। তোমরা আল্লাহর বান্দা, ভাই ভাই হয়ে যাও; যেমন তিনি তোমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন। এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে তার প্রতি যুলুম করবে না, তাকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেবে না এবং তাকে তুচ্ছ ভাববে না। আল্লাহভীতি এখানে রয়েছে। আল্লাহভীতি এখানে রয়েছে। (এই সাথে তিনি নিজ বুকের দিকে ইঙ্গিত করলেন।) কোন মুসলমান ভাইকে তুচ্ছ ভাবা একটি মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য যথেষ্ট। প্রত্যেক মুসলমানের রক্ত, সম্ভ্রম ও সম্পদ অপর মুসলমানের উপর হারাম। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের দেহ ও আকার-আকৃতি দেখেন না, বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও আমল দেখেন।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, তোমরা পরস্পর হিংসা করো না, পরস্পরের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করো না, অপরের জাসূসী করো না, অপরের গোপনীয় দোষ খুঁজে বেড়ায়ো না, পরস্পরের পণ্যদ্রব্যের মূল্য বাড়িয়ে দিয়ো না। তোমরা আল্লাহর বান্দা, ভাই ভাই হয়ে যাও।

আর এক বর্ণনায় আছে, তোমরা পরস্পর সম্পর্ক-ছেদ করো না, একে অপরের বিরুদ্ধে শত্রুভাবাপন্ন হয়ো না, পরস্পরের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করো না, পরস্পর হিংসা করো না। তোমরা আল্লাহর বান্দা, ভাই ভাই হয়ে যাও।

অন্য আরো এক বর্ণনায় আছে, তোমরা একে অন্যের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করো না এবং অপরের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয়-বিক্রয় করো না। *(এ সবগুলি মুসলিম বর্ণনা করেছেন এবং এর অধিকাংশ বর্ণনা করেছেন বুখারী)*

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : ((إِنَّكَ إِنِ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ أَفْسَدْتَهُمْ ، أَوْ كِدْتَ أَنْ تُفْسِدَهُمْ)) . حديث صحيح ، رواه أَبُو داود بإسناد صحيح

২/ ১৫৭৯। মুআবিয়াহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যদি তুমি মুসলমানদের গুপ্ত দোষগুলি খুঁজে বেড়াও, তাহলে তুমি তাদের মাঝে ফাসাদ সৃষ্টি করে দিবে অথবা তাদের মধ্যে ফাসাদ সৃষ্টি করার উপক্রম হবে। *(আবূ দাউদ বিশুদ্ধ সানাদ)*

وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ : أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ فَقِيلَ لَهُ : هَذَا فُلَانٌ تَقْطُرُ لِحْيَتُهُ خَمْراً ، فَقَالَ : إِنَّا قَدْ نُهِيْنَا عَنِ التَّجَسُّسِ، وَلَكِنْ إِنْ يَظْهَرْ لَنَا شَيْءٌ، نَأْخُذْ بِهِ . حديث حسن صحيح ، رواه أَبُو داود بإسنادٍ عَلَى شَرْطِ البخاري ومسلم

৩/ ১৫৮০। ইবনে মাসঊদ ﷺ হতে বর্ণিত, তাঁর নিকট একটি লোককে নিয়ে আসা হল এবং তার সম্পর্কে বলা হল যে, এ লোকটি অমুক, এর দাড়ি থেকে মদ ঝরছে। ইবনে মাসঊদ ﷺ বলেন আমাদেরকে জাসূসী করতে (গুপ্ত দোষ খুঁজে বেড়াতে) নিষেধ করা হয়েছে। তবে যদি কোন (প্রমাণ) আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যায়, তাহলে আমরা তা দিয়ে তাকে পাকড়াও করব। *(হাদীসটি হাসান সহীহ, আবূ দাঊদ)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ২৭২

অপ্রয়োজনে মুসলমানদের প্রতি কুধারণা করা নিষেধ

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ } [الحجرات : ١٢]

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা বহুবিধ ধারণা হতে দূরে থাক; কারণ কোন কোন ধারণা পাপ। *(সূরা হুজুরাত ১২ আয়াত)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ)) . متفق عَلَيْهِ

১/ ১৫৮১। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা কুধারণা থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখ। কারণ কুধারণা সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা। *(বুখারী ও মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ২৭৩

মুসলমানদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করা হারাম

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوم عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلاَ نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ وَلاَ تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلاَ تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الفُسُوقُ بَعْدَ الإِيْمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ } [الحجرات : ١١]

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসীগণ! একদল পুরুষ যেন অপর একদল পুরুষকে উপহাস না করে; কেননা যাদেরকে উপহাস করা হয় তারা উপহাসকারী দল অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং একদল নারী যেন অপর একদল নারীকেও উপহাস না করে; কেননা যাদেরকে উপহাস করা হয় তারা উপহাসকারিণী দল অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। আর তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না; কেউ বিশ্বাস স্থাপন করলে তাকে মন্দ নামে ডাকা গর্হিত কাজ। যারা (এ ধরনের আচরণ হতে) নিবৃত্ত না হয় তারাই সীমালংঘনকারী। *(সূরা হুজুরাত ১১ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেন, { وَيلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لمزَةٍ } [الهمزة : ١]

অর্থাৎ, দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে। *(সূরা হুমাযাহ ১ আয়াত)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ)) . رواه مسلم

১/ ১৫৮২। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে **তুচ্ছ ভাবে**। *(মুসলিম, হাদীসটি ইতিপূর্বে দীর্ঘ আকারে অতিবাহিত হয়েছে।)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَنِ ابنِ مَسعُود ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ)) فَقَالَ رَجُلٌ : إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَناً ، وَنَعْلُهُ حَسَنَةً ، فَقَالَ : ((إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الجَمَالَ ، الكِبْرُ : بَطَرُ الحَقِّ ، وَغَمْطُ النَّاسِ)) . رواه مسلم

২/ ১৫৮৩। ইবনে মাসউদ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন যার অন্তরে অণু পরিমাণও অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (এ কথা শুনে) এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, মানুষ তো পছন্দ করে যে, তার কাপড়-চোপড় সুন্দর হোক, তার জুতা সুন্দর হোক, (তাহলে সেটাও কি অহংকারের মধ্যে গণ্য হবে?) তিনি বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্য ভালবাসেন। অহংকার হচ্ছে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা ও **মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান** করা। *(মুসলিম, হাদীসটি 'অহংকার' পরিচ্ছেদে ৬১৭ নম্বরে উল্লিখিত হয়েছে।)*

وَعَنْ جُنْدُبِ بنِ عَبدِ اللهِ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((قَالَ رَجُلٌ : وَاللهِ لاَ يَغْفِرُ اللهُ لِفُلاَنٍ، فَقَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لاَ أَغْفِرَ لِفُلاَنٍ ! فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ ، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ)) . رواه مسلم

৩/ ১৫৮৪। জুন্দুব ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন একজন বলল, আল্লাহর কসম! **আল্লাহ অমুককে ক্ষমা করবেন না**। আল্লাহ আয্যা অজাল্ল্ বললেন, কে সে আমার উপর কসম খায় এ মর্মে যে, আমি অমুককে ক্ষমা করব না। আমি তাকেই ক্ষমা করলাম এবং তোর (শপথকারীর) কৃতকর্ম নষ্ট করে দিলাম! *(মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ২৭৪

কোন মুসলিমের দুঃখ-কষ্ট দেখে আনন্দ প্রকাশ করা নিষেধ

আল্লাহ বলেছেন,

{ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ } [الحجرات : ١٠]

অর্থাৎ, সকল বিশ্বাসীরা তো পরস্পর ভাই ভাই। *(সূরা হুজুরাত ১০ আয়াত)*

অন্যত্র তিনি বলেন,

{ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ }

অর্থাৎ, যারা বিশ্বাসীদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য আছে ইহলোকে ও পরলোকে মর্মন্তুদ শাস্তি। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না। *(সূরা নূর ১৯ আয়াত)*

১/ ১৫৮৫। (এখানে উল্লিখিত হাদীসটি সহীহ নয়।)

এ বিষয়ে পূর্বোক্ত 'অপরের গোপনীয় দোষ সন্ধান' নামক পরিচ্ছেদে আবূ হুরাইরা কর্তৃক বর্ণিত, হাদীস বিদ্যমান। যাতে আছে, "প্রত্যেক মুসলমানের রক্ত, সম্ভ্রম ও সম্পদ অপর মুসলমানের উপর হারাম।" ---আল হাদীস।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ২৭৫

শরয়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত কারো বংশে খোঁটা দেওয়া হারাম

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ والَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ والْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا ، فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً }

অর্থাৎ, যারা বিনা অপরাধে বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীদেরকে কষ্ট দেয়, তারা অবশ্যই মিথ্যা অপবাদ এবং স্পষ্ট অপরাধের বোঝা বহন করে। *(সূরা আহযাব ৫৮ আয়াত)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ : الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ)). رواه مسلم

১/ ১৫৮৬। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, লোকের মধ্যে দু'টি এমন দোষ রয়েছে, যা আসলে কাফেরদের (আচরণ) ঃ বংশে খোঁটা দেওয়া এবং মৃত ব্যক্তির জন্য মাতম করা। *(মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ২৭৬

জালিয়াতি ও ধোঁকাবাজি হারাম

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ والَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ والْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا ، فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وإِثْماً مُبِيناً }

অর্থাৎ, যারা বিনা অপরাধে বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীদেরকে কষ্ট দেয়, তারা অবশ্যই মিথ্যা অপবাদ এবং স্পষ্ট অপরাধের বোঝা বহন করে। *(সূরা আহযাব ৫৮ আয়াত)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا ، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا)) . رواه مسلم

وفي رواية لَهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً ، فَقَالَ : ((مَا هذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ ؟)) قَالَ : أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ : ((أَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوقَ الطَّعَامِ حَتَّى يرَاهُ النَّاسُ ! مَنْ غشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا)) .

১/ ১৫৮৭। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে আমাদের উপর অস্ত্র তোলে। আর যে আমাদেরকে ধোঁকা দিল, সেও আমাদের দলভুক্ত নয়। *(মুসলিম)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ (বাজারে) এক খাদ্যরাশির নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাতে নিজ হাত ঢুকালেন। তিনি আঙ্গুলে অনুভব করলেন যে, ভিতরের শস্য ভিজে আছে। বললেন, "ওহে ব্যাপারী! এ কি ব্যাপার?" ব্যাপারী বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! ওতে বৃষ্টি পড়েছে।' তিনি বললেন, "ভিজেগুলোকে শস্যের উপরে রাখলে না কেন, যাতে লোকে দেখতে পেত? (জেনে রেখো!) যে আমাদেরকে ধোঁকা দেয় সে আমাদের দলভুক্ত নয়।"

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((لاَ تَنَاجَشُوا)). متفق عَلَيْهِ

২/ ১৫৮৮। উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, (ক্রয় করার ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও বিক্রেতার জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি করার জন্য ক্রেতা আকৃষ্ট ক'রে) দালালি করো না। *(বুখারী ও মুসিলম)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، نَهىَ عَنِ النَّجْشِ . متفق عَلَيْهِ

৩/ ১৫৮৯। ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, (তিনি বলেন,) নবী ﷺ (ক্রেতাকে ধোঁকা দিয়ে মূল্য বৃদ্ধি করার) দালালি করতে নিষেধ করেছেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْهُ ، قَالَ : ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ : أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي البُيُوعِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ بَايَعْتَ ، فَقُلْ : لاَ خِلاَبَةَ)) . متفق عَلَيْهِ

৪/ ১৫৯০। উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একটি লোক এসে আল্লাহর রসূল ﷺ-কে নিবেদন করল যে, সে ব্যবসা বাণিজ্য বা ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ধোঁকা খায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যার সাথে তুমি কেনা-বেচা করবে, তাকে বলে দিবে যে, ধোঁকা যেন না হয়। (অর্থাৎ, আমার পণ্য বস্তু ফিরিয়ে দেওয়ার এখতিয়ার থাকবে।) *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِئٍ ، أَوْ مَمْلُوكَهُ ، فَلَيْسَ مِنَّا)) . رواهُ أَبُو داود

৫/ ১৫৯১। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে কারো স্ত্রী অথবা কারো ভৃত্যকে প্ররোচনা বা প্রলোভন দ্বারা নষ্ট করবে, সে আমার দলভুক্ত নয়। *(আবূ দাউদ)*

পরিচ্ছেদ - ২৭৭

চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার নিষেধাজ্ঞা

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } [المائدة : ١]

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা চুক্তিসমূহ পূর্ণ কর। *(সূরা মায়েদাহ ১ নং আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন, { وَأَوْفُوا بِالعَهْدِ إِنَّ العَهْدَ كَانَ مَسئُولاً } [الإسراء : ٣٤]

অর্থাৎ, আর প্রতিশ্রুতি পালন করো; নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে। *(সূরা বানী ঈস্রাঈল ৩৪ আয়াত)*

وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقاً خَالِصاً ، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا : إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ)) . متفق عَلَيْهِ .

১/ ১৫৯২। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র বিন আ'স ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, চারটি স্বভাব যার মধ্যে থাকবে সে খাঁটি মুনাফিক্ব গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তির মাঝে তার মধ্য হতে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

একটি স্বভাব থাকবে, তা ত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফিকদের একটি স্বভাব থেকে যাবে। (সে স্বভাবগুলি হল,) ১। তার কাছে আমানত রাখা হলে খিয়ানত করে। ২। কথা বললে মিথ্যা বলে। ৩। ওয়াদাহ করলে তা ভঙ্গ করে এবং ৪। ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হলে অশ্লীল ভাষা বলে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وعَنِ ابنِ مَسعودٍ ، وَابنِ عُمَرَ ، وَأَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُم - قَالُوا : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لِكُلِّ غادِرٍ لِواءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ ، يُقَالُ : هَذِه غَدْرَةُ فُلاَنٍ)) . متفق عَلَيْهِ

২/ ১৫৯৩। ইবনে মাসঊদ, ইবনে উমার ও আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিনে প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্য একটি করে (বিশেষ) পতাকা নির্দিষ্ট হবে। বলা হবে যে, এটা অমুক ব্যক্তির (বিশ্বাসঘাতকতার) প্রতীক। *(বুখারী, মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيّ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : ((لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عِنْدَ اسْتِهِ يومَ القِيَامَةِ يُرْفَعُ لَهُ بِقَدَرِ غَدْرِه ، أَلاَ وَلاَ غَادِرَ أَعْظَمُ غَدْراً مِنْ أَمِيرِ عَامَّةٍ)) . رواه مسلم

৩/ ১৫৯৪। আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন কিয়ামতের দিনে প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের পাছায় একটা পতাকা থাকবে, যাকে তার বিশ্বাসঘাতকতা অনুপাতে উঁচু করা হবে। জেনে রেখো! রাষ্ট্রনায়ক (বিশ্বাসঘাতক হলে তার) চেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতক আর অন্য কেউ হতে পারে না। *(মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ((قَالَ اللهُ تَعَالَى : ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ : رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً ، فَاسْتَوْفَى مِنْهُ ، وَلَمْ يُعْطِه أَجْرَهُ)) . رواه البخاري

৪/ ১৫৯৫। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন , মহান আল্লাহ বলেছেন, তিন প্রকার লোক এমন আছে, কিয়ামতের দিন যাদের প্রতিবাদী স্বয়ং আমি; (১) সে ব্যক্তি, যে আমার নামে অঙ্গীকারবদ্ধ হল, পরে তা ভঙ্গ করল। (২) সে ব্যক্তি, যে স্বাধীন মানুষকে (প্রতারণা দিয়ে) বিক্রি ক'রে তার মূল্য ভক্ষণ করল। (৩) সে ব্যক্তি, যে কোন মজুরকে খাটিয়ে তার নিকট থেকে পুরাপুরি কাজ নিল, কিন্তু তার মজুরী দিল না। *(বুখারী)*

পরিচ্ছেদ - ২৭৮

কাউকে কিছু দান বা অনুগ্রহ করে তা লোকের কাছে প্রকাশ ও প্রচার করা নিষেধ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ يَا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالمَنِّ وَالأَذَى } [البقرة : ٢٦٤]

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! দানের কথা প্রচার করে এবং কষ্ট দিয়ে তোমরা তোমাদের দানকে নষ্ট করে দিও না। *(সূরা বাক্বারাহ ২৬৪ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন,

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

{ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ لاَ يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنّاً وَلاَ أَذىً } [البقرة : ٢٦٢]

অর্থাৎ, যারা আল্লাহর পথে আপন ধন ব্যয় করে অতঃপর যা ব্যয় করে তার কথা বলে বেড়ায় না (এবং ঐ দানের বদলে কাউকে) কষ্টও দেয় না, (তাদের পুরস্কার রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকট, বস্তুতঃ তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।) *(সূরা বাক্বারাহ ২৬২ আয়াত)*

وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ((ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ، وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)) قَالَ : فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلاَثَ مِرَارٍ : قَالَ أَبُو ذَرٍّ : خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : ((المُسْبِلُ ، وَالمَنَّانُ ، وَالمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالحَلِفِ الكَاذِبِ)) .

رواه مسلم

وفي رواية لَهُ : ((المُسْبِلُ إِزَارَهُ)) يَعْنِي : المُسْبِلَ إِزَارَهُ وَثَوْبَهُ أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ لِلخُيَلاَءِ .

১/ ১৫৯৬। আবূ যার্র ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির সঙ্গে আল্লাহ কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না। আর তাদের জন্য হবে মর্মন্তুদ শাস্তি। বর্ণনাকারী বলেন, এরূপ তিনি তিনবার বললেন। তখন আবূ যার্র বললেন, ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হোক, তারা কারা হে আল্লাহর রসূল! রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যে (পায়ের) গাঁটের নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরে, **দান করে যে প্রচার করে বেড়ায়** এবং মিথ্যা কসম খেয়ে নিজের পণ্যদ্রব্য বিক্রি করে। (মুসলিম)

এর অন্য বর্ণনায় আছে, "যে গাঁটের নীচে লুঙ্গি ঝুলিয়ে পরে।" এর অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তি তার লুঙ্গি, কাপড় ইত্যাদি অহংকারের সাথে গাঁটের নীচে ঝুলিয়ে পরে।

পরিচ্ছেদ - ২৭৯

গর্ব ও বিদ্রোহাচরণ করা নিষেধ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ فَلاَ تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى } [النجم: ٣٢]

অর্থাৎ, তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না। তিনিই সম্যক জানেন আল্লাহভীরু কে। *(সূরা নাজ্‌ম ৩২ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন,

{ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الحَقِّ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ }

অর্থাৎ, কেবল তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, যারা মানুষের ওপর অত্যাচার করে এবং পৃথিবীতে অহেতুক বিদ্রোহাচরণ করে বেড়ায়। তাদের জন্যই রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। *(সূরা শূরা ৪২ আয়াত)*

وَعَنْ عِيَاضِ بنِ حِمَارٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِنَّ اللهَ تَعَالَى أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لاَ يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ ، وَلاَ يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ)) . رواه مسلم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

১/ ১৫৯৭। ইয়ায ইবনে হিমার ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মহান আল্লাহ আমাকে প্রত্যাদেশ করেছেন যে, তোমরা পরস্পরের প্রতি নম্রতা ও বিনয় ভাব প্রদর্শন কর। যাতে কেউ যেন অন্যের প্রতি অত্যাচার না করতে পারে এবং কেউ কারো সামনে গর্ব প্রকাশ না করে। *(মুসলিম)*

بغي শব্দের অর্থ ঃ সীমালংঘন করা, অত্যাচার করা, বিদ্রোহাচরণ করা ইত্যাদি।

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((إِذَا قَالَ الرَّجُلُ : هَلَكَ النَّاسُ ، فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ)). رواه مسلم

২/ ১৫৯৮। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি (গর্বভরে) বলে, লোকেরা সব ধ্বংস হয়ে গেল, তখন সে তাদের মধ্যে সর্বাধিক বেশি ধ্বংসোন্মুখ। *(মুসলিম)*

প্রসিদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী ((أَهْلَكُهُمْ)) 'কাফ' বর্ণে পেশ হবে। (যার অর্থ হবে ঃ সে তাদের মধ্যে সর্বাধিক বেশি ধ্বংসোন্মুখ।) 'কাফ' বর্ণে যবর দিয়েও বর্ণনা করা হয়েছে। (যার অর্থ ঃ সেই তাদেরকে ধ্বংস করল।) 'সবাই উচ্ছন্নে গেল বা ধ্বংস হয়ে গেল' বলা সেই বক্তির জন্য নিষেধ, যে গর্বভরে সকলকে অবজ্ঞা করে ও নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ ভেবে ঐ কথা বলে। এটাই হল হারাম। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি লোকদের মধ্যে দ্বীনদারীর অভাব প্রত্যক্ষ করে দ্বীনী আবেগের বশীভূত হয়ে দুঃখ প্রকাশ করার মানসে ঐ কথা মুখ থেকে বের করে, তাহলে তাতে কোন ক্ষতি নেই। উলামাগণ এরূপই ব্যাখ্যা দিয়েছেন। উক্ত ব্যাখ্যাকারী উলামাগণের মধ্যে ইমাম মালেক ইবনে আনাস, খাত্ত্বাবী, হুমাইদী (রহঃ) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। আমি আমার 'আযকার' নামক গ্রন্থে তার উপর আলোকপাত করেছি।

পরিচ্ছেদ - ২৮০

তিনদিনের অধিক এক মুসলিমের অন্য মুসলিমের সাথে কথা-বার্তা বন্ধ রাখা হারাম। তবে যদি বিদআতী, প্রকাশ্য মহাপাপী ইত্যাদি হয়, তাহলে তার সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করার কথা ভিন্ন

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ } [الحجرات: ١٠]

অর্থাৎ, সকল বিশ্বাসীরা তো পরস্পর ভাই ভাই, সুতরাং তোমরা দুই ভাই-এর মধ্যে সন্ধি স্থাপন কর। *(সূরা হুজুরাত ১০ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন,

{ وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ } [المائدة : ٢]

অর্থাৎ, পাপ ও সীমালংঘনের কাজে তোমরা একে অন্যের সাহায্য করো না। *(সূরা মায়েদাহ ২ আয়াত)*

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لاَ تَقَاطَعُوا ، وَلاَ تَدَابَرُوا ، وَلاَ تَبَاغَضُوا ، وَلاَ تَحَاسَدُوا ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَاناً ، وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَث)) . متفق عَلَيْهِ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

১/ ১৫৯৯। আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা পরস্পর সম্পর্ক-ছেদ করো না, একে অপরের বিরুদ্ধে শত্রুভাবাপন্ন হয়ো না, পরস্পরের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করো না, পরস্পর হিংসা করো না। তোমরা আল্লাহর বান্দা, ভাই ভাই হয়ে যাও। কোন মুসলিমের জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে তার ভায়ের সাথে তিন দিনের বেশি কথাবার্তা বলা বন্ধ রাখবে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ: يَلْتَقِيَانِ ، فَيُعْرِضُ هَذَا ، وَيُعْرِضُ هَذَا ، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ)) . متفق عَلَيْهِ

২/ ১৬০০। আবূ আইয়ূব ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোন মুসলিমের জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে তার ভায়ের সাথে তিন দিনের বেশি কথাবার্তা বলা বন্ধ রাখে। যখন তারা পরস্পর সাক্ষাৎ করে তখন এ এ দিকে মুখ ফিরায় এবং ও ওদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর তাদের দু'জনের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি সেই হবে, যে সাক্ষাৎকালে প্রথমে সালাম পেশ করবে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِيْ هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((تُعْرَضُ الأَعْمَالُ فِي كُلِّ اثْنَيْنِ وَخَمِيْسٍ ، فَيَغْفِرُ اللهُ لِكُلِّ امْرِئٍ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئاً ، إِلاَّ امْرَءاً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ ، فَيُقَولُ : اتْرُكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا)) . رواه مسلم

৩/ ১৬০১। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক সোম ও বৃহস্পতিবার আমলসমূহ পেশ করা হয়। সুতরাং প্রত্যেক সেই বান্দাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়, যে আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে অংশীদার স্থাপন করেনি। তবে সেই ব্যক্তিকে নয়, যার সাথে তার অন্য মুসলিম ভায়ের শত্রুতা থাকে। (তাদের সম্পর্কে) বলা হয়, এদের দু'জনকে সন্ধি করা পর্যন্ত অবকাশ দাও। *(মুসলিম)*

وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : ((إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ العَرَبِ ، وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ)) . رواه مسلم

৪/ ১৬০২। জাবের ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনেছি, নিশ্চয় শয়তান এ ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়েছে যে, আরব দ্বীপে নামাযী (মুসলিম)রা তার পূজা করবে। তবে (এ বিষয়ে সুনিশ্চিত) যে, সে তাদের মধ্যে উস্কানি দিয়ে (উত্তেজনা সৃষ্টি করে তাদের নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত করতে সফল হবে।) *(মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِيْ هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ ، فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلاَثٍ فَمَاتَ ، دَخَلَ النَّارَ)) . رواه أَبُو داود بإسناد عَلَى شرط البخاري ومسلم

৫/ ১৬০৩। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোন মুসলিমের জন্য এ কাজ বৈধ নয় যে, তার কোন মুসলমান ভায়ের সাথে তিন দিনের ঊর্ধ্বে কথাবার্তা বন্ধ করে রাখবে। সুতরাং যে ব্যক্তি তিন দিনের ঊর্ধ্বে কথাবার্তা ত্যাগ করবে এবং সেই অবস্থায় মারা যাবে, সে জাহান্নাম প্রবেশ করবে। *(আবূ দাউদ বুখারী-মুসলিমের শর্তাধীন সূত্রে)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَنْ أَبِي خِراشٍ حَدْرَدِ بنِ أَبِي حَدْرَدٍ الأسلَمِيِّ . وَيُقَالُ : السُّلَمِيّ الصَّحَابِي ﷺ : أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ ، يَقُوْلُ : ((مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ)) . رواه أَبو داود بإسناد صحيح

৬/ ১৬০৪। আবূ খিরাশ হাদরাদ ইবনে আবূ হাদরাদ আসলামী, মতান্তরে সুলামী সাহাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, যে ব্যক্তি তার কোন (মুসলিম) ভায়ের সঙ্গে বছর ব্যাপী বাক্যালাপ বন্ধ করবে, তা হবে তার রক্তপাত ঘটানোর মত। *(আবূ দাউদ বিশুদ্ধ সূত্রে)*

৭/ ১৬০৫। (বর্ণিত হাদীসটি সহীহ নয়।)

পরিচ্ছেদ - ২৮১

তিনজনের একজনকে ছেড়ে দু'জনের কানাকানি

কোনস্থানে একত্রে তিনজন থাকলে, একজনকে ছেড়ে তার অনুমতি না নিয়ে দু'জনে কানাকানি করা (বা প্রথম ব্যক্তিকে গোপন করে কোন কথা বলাবলি করা) নিষেধ। তবে প্রয়োজনবশতঃ এমন গোপনভাবে কোন গুপ্ত কথা বলা যে, যাতে তৃতীয়জন যেন তা না শুনতে পায়, তাহলে তা বৈধ। অনুরূপ দু'জনের এমন ভাষায় কথা বলা যা তৃতীয় ব্যক্তি বুঝে না, তাও নিষিদ্ধের পর্যায়ভুক্ত।

আল্লাহ বলেছেন,

{ إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ } [المجادلة : ١٠]

অর্থাৎ, গোপন পরামর্শ তো শয়তানেরই প্ররোচনা। *(সূরা মুজাদিলাহ ১০ আয়াত)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((إِذَا كَانُوا ثَلاثَةً ، فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ)) . متفق عَلَيْهِ .

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَزَادَ : قَالَ أَبُو صَالِح : قُلْتُ لابنِ عُمرَ : فَأَرْبَعَةً ؟ قَالَ : لاَ يَضُرُّكَ.

وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي "الموَطأ": عَن عَبدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ ، قَالَ : كُنْتُ أَنَا وابْنُ عُمَرَ عِنْدَ دَارِ خَالِدِ بنُ عُقْبَةَ الَّتِي فِي السُّوقِ ، فَجَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يُنَاجِيَهُ ، وَلَيْسَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ أَحَدٌ غَيْرِي ، فَدَعَا ابْنُ عُمَرَ رَجُلاً آخَرَ حَتَّى كُنَّا أَرْبَعَةً ، فَقَالَ لِي وَلِلرَّجُلِ الثَّالِثِ الَّذِي دَعَا : اسْتَأْخِرَا شَيْئاً ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يقُولُ : ((لاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ)) .

১/ ১৬০৬। ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন (কোন স্থানে) একত্রে তিনজন থাকবে, তৃতীয়জনকে ছেড়ে যেন দু'জনে কানাকানি না করে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

উক্ত হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ (স্বীয় গ্রন্থে) বর্ধিত আকারে বর্ণনা করেছেন, আবূ স্বালেহ বলেন, আমি ইবনে উমারকে জিজ্ঞাসা করলাম, যদি (একত্রে) চারজন হয় (তাহলে দু'জনে কানাকানি করা বৈধ কি না)? তিনি উত্তর দিলেন, তাতে তোমার কোন ক্ষতি হবে না।

ইমাম মালেক উক্ত হাদীসকে তাঁর 'মুঅত্তা' গ্রন্থে আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার থেকে উদ্ধৃত করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার বলেন, আমি ও ইবনে উমার খালেদ ইবনে উক্ববার বাজারের বাড়ির নিকট অবস্থান করছিলাম। ইত্যবসরে একটি লোক এসে পৌঁছল, যার ইচ্ছা

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ছিল ইবনে উমারের সাথে কানে কানে কিছু বলবে। আর ইবনে উমারের সাথে আমি ছাড়া আর কেউ ছিল না। সুতরাং ইবনে উমার তৃতীয় একজন লোককে ডাকলেন। পরিশেষে আমরা মোট চারজন হয়ে গেলে তিনি আমাকে ও আহূত তৃতীয় ব্যক্তিকে সম্বোধন ক'রে বললেন, তোমরা একটু সরে দাঁড়াও। কেননা, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে একথা বলতে শুনেছি যে, (একত্রে তিনজন থাকলে) একজনকে ছেড়ে যেন দু'জনে কানাকানি না করে।

وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً ، فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الآخَرِ حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ)) . متفق عَلَيْهِ

২/ ১৬০৭। ইবনে মাসউদ ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন (একত্রে) তিনজন থাকবে তখন লোকদের সঙ্গে মিলিত না হওয়া অবধি একজনকে ছেড়ে দু'জনে যেন কানাকানি না করে। কারণ, এতে (ত্যক্ত ব্যক্তিকে) মনঃকষ্টে নিপতিত করা হবে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ২৮২

দাস-দাসী, পশু, নিজ স্ত্রী অথবা ছেলেমেয়েকে শরয়ী কারণ ছাড়া আদব দেওয়ার জন্য যতটুকু জরুরী তার থেকে বেশি শাস্তি দেওয়া নিষেধ

মহান আল্লাহ বলেন,

{ وَبِالوَالِدَيْنِ إِحْساناً وَبِذِي القُرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينِ وَالجَارِ ذِي القُرْبَى وَالجَارِ الجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً }

অর্থাৎ, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, আত্মীয় ও অনাত্মীয় প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, পথচারী এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার কর। নিশ্চয় আল্লাহ আত্মম্ভরী দাম্ভিককে ভালবাসেন না। *(সূরা নিসা ৩৬ আয়াত)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ ، لاَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا ، إِذْ حَبَسَتْهَا ، وَلاَ هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ)) . متفق عَلَيْهِ

১/ ১৬০৮। ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এক মহিলাকে একটি বিড়ালের জন্য শাস্তি দেওয়া হয়েছে। সে তাকে বেঁধে রেখেছিল এবং অবশেষে সে মারা গিয়েছিল, পরিণতিতে মহিলা তারই কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করল। সে যখন তাকে বেঁধে রেখেছিল তখন তাকে আহার ও পানি দিত না এবং তাকে ছেড়েও দিত না যে, সে কীট-পতঙ্গ ধরে খাবে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْهُ : أَنَّهُ مَرَّ بِفِتْيَانٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ نَصَبُوا طَيراً وَهُمْ يَرْمُونَهُ ، وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِبِ الطَّيْرِ كُلَّ خَاطِئَةٍ مِنْ نَبْلِهِمْ ، فَلَمَّا رَأَوْا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : مَنْ فَعَلَ هَذَا ؟ لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَعَنَ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئاً فِيهِ الرُّوحُ غَرَضاً . متفق عَلَيْهِ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

২/ ১৬০৯। উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি একবার কুরাইশ বংশের কতিপয় নবযুবকের নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় লক্ষ্য করলেন যে, তারা একটি পাখীকে বেঁধে (হাতের নিশানা ঠিক করার মানসে তার উপর নির্দয়ভাবে) তীর মারছে। তারা পাখীর মালিকের সাথে এই চুক্তি করেছিল যে, প্রতিটি লক্ষ্যভ্রষ্ট তীর তার হয়ে যাবে। সুতরাং যখন তারা ইবনে উমার ﷺ-কে দেখতে পেল, তখন ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেল। ইবনে উমার ﷺ বললেন, এ কাজ কে করেছে? যে এ কাজ করেছে তার উপর আল্লাহর অভিশাপ। নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই ব্যক্তির উপর অভিশাপ করেছেন, যে কোন এমন জিনিসকে (তার তীর-খেলার) লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে, যার মধ্যে প্রাণ আছে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُصْبَرَ البَهَائِمُ . متفق عَلَيْهِ

৩/ ১৬১০। আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জীব-জন্তুদের বেঁধে রেখে (তীর বা বন্দুকের নিশানা ঠিক করার ইচ্ছায়) হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي عَلِيٍّ سُوَيد بن مُقَرِّن ﷺ قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مِنْ بَنِي مُقَرِّنٍ مَا لَنَا خَادِمٌ إِلاَّ وَاحِدَةٌ لَطَمَهَا أَصْغَرُنَا فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نُعْتِقَهَا. رواه مسلم. وفي رواية: ((سَابِعَ إِخْوَةٍ لِي)).

৪/ ১৬১১। আবূ আলী সুয়াইদ ইবনে মুক্বার্রিন ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি লক্ষ্য করেছি যে, মুক্বার্রিনের সাত ছেলের মধ্যে আমি সপ্তম ছিলাম। আমাদের একটি মাত্র দাসী ছিল। তাকে আমাদের ছোট ভাই চড় মেরেছিল। তখন রসূল ﷺ আমাদেরকে তাকে মুক্ত করে দিতে আদেশ করলেন। *(মুসলিম)* অন্য এক বর্ণনায় আছে, আমার ভাইদের মধ্যে আমি সপ্তম ছিলাম।

وَعَنْ أَبِي مَسعُودٍ البَدْرِيِّ ﷺ قَالَ: كُنْتُ أَضْرِبُ غُلاَماً لِي بِالسَّوْطِ، فَسَمِعْتُ صَوْتاً مِنْ خَلْفِي : ((اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ)) فَلَمْ أَفْهَمِ الصَّوْتَ مِنَ الغَضَبِ ، فَلَمَّا دَنَا مِنِّي إِذَا هُوَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَإِذَا هُوَ يَقُولُ : ((اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ أَنَّ اللهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا الغُلاَمِ)) . فَقُلتُ : لاَ أَضْرِبُ مَمْلُوكاً بَعْدَهُ أَبَداً . وَفِي رِوَايَةٍ : فَسَقَطَ السَّوْطُ مِنْ يَدِي مِنْ هَيْبَتِه . وَفِي رِوَايَةٍ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللهِ تَعَالَى ، فَقَالَ : ((أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ ، لَلَفَحَتْكَ النَّارُ ، أَوْ لَمَسَّتْكَ النَّارُ)) . رواه مسلم بهذه الروايات .

৫/ ১৬১২। আবূ মাসঊদ বাদরী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদা আমার একটি গোলামকে চাবুক মারছিলাম। ইত্যবসরে পিছন থেকে এই শব্দ শুনতে পেলাম 'জেনে রেখো, হে আবূ মাসঊদ!' কিন্তু ক্রোধান্বিত অবস্থায় শব্দটা বুঝতে পারলাম না। যখন সেই (শব্দকারী) আমার নিকটবর্তী হল তখন সহসা দেখলাম যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ। তিনি বলছিলেন, 'জেনে রেখো আবূ মাসঊদ! ওর উপর তোমার যতটা ক্ষমতা আছে, তোমার উপর আল্লাহ তাআলা আরো বেশি ক্ষমতাবান।' তখন আমি বললাম, এরপর থেকে আমি আর কখনো কোন গোলামকে মারধর করব না।

এক বর্ণনায় আছে, তাঁর ভয়ে আমার হাত থেকে চাবুকটি পড়ে গেল। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে ওকে স্বাধীন করে দিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, শোন! তুমি যদি তা না করতে, তাহলে জাহান্নামের আগুন তোমাকে অবশ্যই দগ্ধ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

অথবা স্পর্শ করত। *(মুসলিম)*

وعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ ضَرَبَ غُلاَمًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأتِهِ ، أَوْ لَطَمَهُ ، فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ)) . رواه مسلم

৬/ ১৬১৩। ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজ গোলামকে এমন অপরাধের সাজা দেয়, যা সে করেনি অথবা তাকে চড় মারে, তাহলে তার প্রায়শ্চিত্ত হল, সে তাকে মুক্ত করে দেবে। *(মুসলিম)*

وَعَنْ هِشَامِ بنِ حَكِيمِ بنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّه مَرَّ بِالشَّامِ عَلَى أُنَاسٍ مِنَ الأَنْبَاطِ ، وَقَدْ أُقِيمُوا فِي الشَّمْسِ ، وَصُبَّ عَلَى رُؤُوسِهِمُ الزَّيْتُ ! فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قِيلَ : يُعَذَّبُونَ فِي الخَرَاجِ - وَفِي رِوَايَةٍ : حُبِسُوا فِي الجِزْيَةِ - فَقَالَ هِشَامٌ : أَشهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((إِنَّ اللهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا)). فَدَخَلَ عَلَى الأَمِيرِ، فَحَدَّثَهُ، فَأَمَرَ بِهِمْ فَخُلُّوا. رواه مسلم

৭/ ১৬১৪। হিশাম ইবনে হাকীম ইবনে হিযাম ﷺ হতে বর্ণিত, সিরিয়ায় এমন কিছু চাষী লোকের নিকট দিয়ে তাঁর যাত্রা হচ্ছিল, যাদেরকে রোদে দাঁড় করিয়ে তাদের মাথার উপর তেল ঢেলে দেওয়া হচ্ছিল। তিনি প্রশ্ন করলেন, ব্যাপার কি? বলা হল, ওদেরকে জমির কর (আদায় না দেওয়ার) জন্য সাজা দেওয়া হচ্ছে। অন্য বর্ণনায় আছে যে, রাজস্ব (আদায় না করার) কারণে ওদেরকে বন্দী করা হয়েছে। হিশাম বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তাআলা সেসব লোকেদেরকে কষ্ট দেবেন, যারা লোকেদেরকে কষ্ট দেয়। অতঃপর হিশাম আমীরের নিকট গিয়ে এ হাদিসটি শুনালেন। তিনি তাদের সম্পর্কে নির্দেশ জারি করলেন এবং তাদেরকে মুক্ত করে দিলেন। *(মুসলিম)*

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ حِمَاراً مَوْسُومَ الوَجْهِ ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ فَقَالَ : ((واللهِ لاَ أَسِمُهُ إِلاَّ أَقْصَى شَيْءٍ مِنَ الوَجْهِ)). وَأَمَرَ بِحِمَارِهِ فَكُوِيَ فِي جَاعِرَتَيْهِ ، فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كَوَى الجَاعِرَتَيْنِ . رواه مسلم

৮/ ১৬১৫। ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন একটি গাধা দেখতে পেলেন, যার চেহারা দাগা হয়েছিল। তা দেখে তিনি অত্যাধিক অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। অতঃপর বললেন, আল্লাহর কসম! আমি ওর চেহারা থেকে অনেক দূরবর্তী অঙ্গে দাগব। (আগুনের ছ্যাঁকা দিয়ে চিহ্ন দেব।) অতঃপর তিনি নিজ গাধা সম্পর্কে নির্দেশ করলেন এবং তার পাছায় দাগা হল। সুতরাং তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি (গাধার) পাছা দেগেছিলেন। *(মুসলিম)*

وَعَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: ((لَعَنَ اللهُ الَّذِي وَسَمَهُ)). رواه مسلم. وفي رواية لمسلم أيضاً: نهى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الضَّرْبِ فِي الوَجْهِ، وَعَنِ الوَسْمِ فِي الوَجْهِ.

৯/ ১৬১৬। জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ-এর নিকট দিয়ে একটি গাধা অতিক্রম করল, যার চেহারা দাগা হয়েছিল। তখন তিনি বললেন, যে এর চেহারা দেগেছে, তার প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত হোক। *(মুসলিম)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, আল্লাহর রসূল ﷺ চেহারায় মারতে ও দাগতে নিষেধ করেছেন।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ২৮৩

যে কোন প্রাণী এমনকি পিঁপড়েকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে শাস্তি দেওয়া নিষেধ

عَنْ أَبِيْ هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَعْثٍ، فَقَالَ : ((إِنْ وَجَدْتُمْ فُلاَناً وَفُلاناً)) لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ سَمَّاهُمَا ((فَأَحْرِقُوهُمَا بِالنَّارِ)) ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِيْنَ أَرَدْنَا الخرُوجَ: ((إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحْرِقُوا فُلاناً وَفُلاناً ، وَإِنَّ النَّارَ لاَ يُعَذِّبُ بِهَا إِلاَّ اللهُ ، فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا)). رواه البخاري

১/ ১৬১৭। আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ একবার আমাদেরকে একটি অভিযানে পাঠালেন এবং কুরাইশ বংশীয় দুই ব্যক্তির নাম নিয়ে আদেশ দিলেন যে, তোমরা যদি অমুক ও অমুককে পাও, তাহলে তাদেরকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিও। অতঃপর যখন যাত্রা শুরু করলাম, তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে অমুক অমুক লোককে আগুন দিয়ে জ্বালাতে বলেছিলাম। কিন্তু আগুন দিয়ে জ্বালানোর শাস্তি কেবল আল্লাহই দেন। বিধায় তোমরা যদি তাদেরকে পাও, তাহলে তাদেরকে হত্যা করে দিও। *(বুখারী)*

وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ ، فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِه ، فَرَأَيْنَا حُمَّرَةً مَعَهَا فَرْخَانِ ، فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا ، فَجَاءَتِ الحُمَّرَةُ فَجَعَلَتْ تَعْرِشُ، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ : ((مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا ؟ ، رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا)) . وَرَأَى قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ حَرَّقْنَاهَا ، فَقَالَ : ((مَنْ حَرَّقَ هَذِهِ؟)) قُلْنَا : نَحْنُ، قَالَ : ((إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلاَّ رَبُّ النَّارِ)) . رواه أَبو داود بإسناد صحيح

২/ ১৬১৮। ইবনে মাসঊদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি পেশাব-পায়খানা করতে চলে গেলেন। অতঃপর আমরা একটি লাল রঙের (হুম্মারাহ) পাখী দেখলাম। পাখীটির সাথে তার দুটো বাচ্চা আছে। আমরা তার বাচ্চাগুলোকে ধরে নিলাম। পাখীটি এসে (আমাদে)র আশে-পাশে ঘুরতে লাগল। এমতাবস্থায় নবী ﷺ ফিরে এলেন এবং বললেন, এই পাখীটিকে ওর বাচ্চাদের জন্য কে কষ্টে ফেলেছে? ওকে ওর বাচ্চা ফিরিয়ে দাও। তারপর তিনি পিঁপড়ের একটি গর্ত দেখতে পেলেন, যেটাকে আমরা জ্বালিয়ে দিয়েছিলাম। তা দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এ গর্তটি কে জ্বালাল? আমরা জবাব দিলাম যে, আমরা (জ্বালিয়েছি)। তিনি বললেন, আগুনের মালিক (আল্লাহ) ছাড়া আগুন দিয়ে শাস্তি দেওয়া আর কারো জন্য সঙ্গত নয়। *(আবূ দাঊদ বিশুদ্ধ সূত্রে)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ২৮৪

পাওনাদারের পাওনা আদায়ে ধনী ব্যক্তির টাল-বাহানা বৈধ নয়

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا } [النساء : ٥٨]

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, আমানত তার মালিককে প্রত্যর্পণ করবে। *(সূরা নিসা ৫৮ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন,

{ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ } [البقرة : ٢٨٣]

অর্থাৎ, যদি তোমরা পরস্পর পরস্পরকে বিশ্বাস কর, তাহলে যাকে বিশ্বাস করা হয় (যার কাছে আমানত রাখা হয়) সে যেন (বিশ্বাস বজায় রেখে) আমানত প্রত্যর্পণ করে এবং তার প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে। *(সূরা বাক্বারাহ ২৮৩ আয়াত)*

وَعَنْ أَبِيْ هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ : ((مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَع)) . متفق عَلَيْه

১/ ১৬ ১৮। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, ধনী ব্যক্তির (ঋণ আদায়ের ব্যাপারে) টাল-বাহানা করা অন্যায়। আর তোমাদের কাউকে যখন কোন ধনী ব্যক্তির হাওয়ালা করে দেওয়া হবে, তখন তার উচিত, তার অনুসরণ করা। (অর্থাৎ তার কাছে ঋণ তলব করা।) *(বুখারী ও মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ২৮৫

উপহার বা দানের বস্তু ফেরৎ নেওয়া অপছন্দনীয় কাজ

যে দানের বস্তু গ্রহীতাকে আদৌ অর্পণ করা হয়নি, তা ফেরৎ নেওয়া অপছন্দনীয়। আর নিজ সন্তানদেরকে কোন কিছু দান করার পর - তা তাদের হাতে তুলে দেওয়া হোক আর না হোক - তা পুনরায় ফেরৎ নেওয়া অবৈধ। অনুরূপভাবে সাদকা, যাকাত বা কাফ্ফারা স্বরূপ কোন বস্তু কাউকে দেওয়ার পর তার নিকট থেকে দাতার সরাসরি খরিদ করা অপছন্দনীয়। তবে হ্যাঁ, গ্রহীতার নিকট থেকে যদি তা অন্য কারো কাছে হস্তান্তরিত হয়, তবে তা ক্রয় করলে কোন ক্ষতি নেই।

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِه كَالكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِه)) . متفق عَلَيْه . وفي رواية : ((مَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِه ، كَمَثَلِ الكَلْبِ يَقِيءُ، ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِه فَيَأكُلُهُ)) . وفي رواية : ((العَائِدُ فِي هِبَتِه كَالعَائِدِ فِي قَيْئِه)) .

১/ ১৬ ১৯। ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের দান ফিরিয়ে নেয়, সে ঐ কুকুরের মত, যে বমি করে, তারপর তা আবার খেয়ে ফেলে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

অন্য এক বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি সাদকার মাল ফেরৎ নেয় তার উদাহরণ ঠিক ঐ কুকুরের ন্যায়, যে বমি করে তারপর আবার তা ভক্ষণ করে।

অন্য আর এক বর্ণনায় আছে, দান করে ফেরৎ গ্রহণকারী ব্যক্তি, বমি করে পুনর্ভক্ষণকারীর মত।

وَعَنْ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ ﷺ قَالَ : حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِندَهُ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَ : ((لاَ تَشْتَرِهِ وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ ؛ فَإِنَّ العَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالعَائِدِ فِي قَيْئِهِ)) . متفق عَلَيْهِ

২/ ১৬২০। উমার ইবনে খাত্তাব ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমার একটি ঘোড়া ছিল, যা আমি আল্লাহর রাস্তায় (ব্যবহারের জন্য এক মুজাহিদকে) দান করলাম। যার কাছে এটা ছিল, সে এটাকে নষ্ট করে দিল। (অর্থাৎ, যথোচিত যত্ন করতে না পারলে ঘোড়াটি রুগ্ন বা দুর্বল হয়ে পড়ল)। ফলে আমি তা কিনে নিতে চাইলাম এবং আমার ধারণা ছিল যে, সে সেটি সস্তা দামে বিক্রি করবে। (এ সম্পর্কে) আমি নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, তুমি তা ক্রয় করো না এবং তোমার (দেওয়া) সাদকাহ ফিরিয়ে নিও না; যদিও সে তোমাকে তা এক দিরহামের বিনিময়ে দিতে চায়। কেননা, দান করে ফেরৎ গ্রহণকারী ব্যক্তি, বমি করে পুনর্ভক্ষণকারীর মত। *(বুখারী ও মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ২৮৬

এতীমের মাল ভক্ষণ করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ اليَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً }

অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা পিতৃহীন (এতীম)দের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে, তারা আসলে নিজেদের উদরে অগ্নি ভক্ষণ করে। আর অচিরেই তারা জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে। *(সূরা নিসা ১০ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন, { وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ اليَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } [الأنعام : ١٥٢]

অর্থাৎ, পিতৃহীন (অনাথ) বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সৎ উদ্দেশ্য ছাড়া তার সম্পত্তির নিকটবর্তী হয়ো না। *(সূরা আনআম ১৫২ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেছেন,

{ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ اليَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ واللهُ يَعْلَمُ المُفْسِدَ مِنَ المُصْلِحِ } [البقرة : ٢٢٠]

অর্থাৎ, লোকে তোমাকে পিতৃহীনদের সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করে; বল, তাদের উপকারের চেষ্টা করাই উত্তম। আর যদি তোমরা তাদের সাথে মিলে মিশে থাক, তাহলে তারা তোমাদের ভাই। আল্লাহ জানেন কে হিতকারী ও কে অনিষ্টকারী। *(সূরা বাক্বারাহ ২২০ আয়াত)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ !)) قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ : ((الشِّرْكُ بِاللهِ ، وَالسِّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالحَقِّ ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلاَتِ)). متفق عَلَيْهِ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

১/ ১৬২১। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন তোমরা সাত প্রকার ধ্বংসাত্মক কর্ম থেকে দূরে থাক। লোকেরা বলল, সেগুলো কি কি? হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন, ১। আল্লাহর সাথে শির্ক করা। ২। যাদু করা। ৩। অন্যায়ভাবে এমন জীবন হত্যা করা, যাকে আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন। ৪। সূদ খাওয়া। ৫। **এতীমের ধন-সম্পদ ভক্ষণ করা**। ৬। ধর্মযুদ্ধ কালীন সময়ে (রণক্ষেত্র) থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন ক'রে পলায়ন করা। ৭। সতী-সাধ্বী উদাসীনা মু'মিন নারীদের চরিত্রে মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করা। *(বুখারী ও মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ২৮৭

সূদ খাওয়া সাংঘাতিক হারাম কাজ

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

{ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ المَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا البَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ } إِلَى قَوْلِه تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا}

"যারা সূদ খায় তারা (কিয়ামতে) সেই ব্যক্তির মত দন্ডায়মান হবে, যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে দিয়েছে। তা এ জন্য যে তারা বলে, 'ব্যবসা তো সূদের মতই।' অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে বৈধ ও সূদকে অবৈধ করেছেন। অতএব যার কাছে তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে তারপর সে (সূদ খাওয়া থেকে) বিরত হয়েছে, সুতরাং (নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বে) যা অতীত হয়েছে তা তার (জন্য ক্ষমার্হ হবে), আর তার ব্যাপার আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত। কিন্তু যারা পুনরায় (সূদ খেতে) আরম্ভ করবে, তারাই দোযখবাসী; সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ সূদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বৃদ্ধি দেন। আল্লাহ কোন অকৃতজ্ঞ পাপিষ্ঠকে ভালবাসেন না। ---হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সূদের যা বকেয়া আছে তা বর্জন কর; যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। আর যদি তোমরা (সূদ বর্জন) না কর, তাহলে আল্লাহ ও তার রসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধ সুনিশ্চিত জানো। কিন্তু যদি তোমরা তওবা কর তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই। তোমরা কারো উপর অত্যাচার করবে না এবং নিজেরাও অত্যাচারিত হবে না।" *(সূরা বাক্বারাহ ২৭৫-২৭৯ আয়াত)*

এতদ্বিষয়ে সহীহ গ্রন্থে প্রসিদ্ধ অনেক হাদীস বিদ্যমান। তার মধ্যে পূর্বোক্ত পরিচ্ছেদে আবূ হুরাইরা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি অন্যতম।

وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ . رَوَاهُ مُسلِمٌ

زَادَ التِّرمِذِي وَغَيرُهُ : وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ .

১/ ১৬২২। ইবনে মাসউদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সূদখোর ও সূদদাতাকে অভিশাপ করেছেন। *(মুসলিম)*

তিরমিযী ও অন্যান্য গ্রন্থকারগণ এ শব্দগুলি বর্ধিত আকারে বর্ণিত করেছেন, 'এবং সূদের সাক্ষীদ্বয় ও সূদের লেনদেন লেখককে (অভিশাপ করেছেন।)'

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ২৮৮

'রিয়া' (লোক-প্রদর্শনমূলক কার্যকলাপ) হারাম

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ }[البينة : ٥]

অর্থাৎ, তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে। *(সূরা বাইয়িনাহ ৫ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন,

{ لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالمَنِّ وَالأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ } [البقرة : ٢٦٤]

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! দানের কথা প্রচার করে এবং কষ্ট দিয়ে তোমরা তোমাদের দানকে নষ্ট করে দিও না; ঐ লোকের মত যে নিজের ধন লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে। *(সূরা বাকারাহ ২৬৪ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেছেন,

{ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللهَ إِلاَّ قَلِيلاً } [النساء : ١٤٢]

অর্থাৎ, নিশ্চয় মুনাফিক (কপট) ব্যক্তিরা আল্লাহকে প্রতারিত করতে চায়। বস্তুতঃ তিনিও তাদেরকে প্রতারিত করে থাকেন এবং যখন তারা নামাযে দাঁড়ায় তখন শৈথিল্যের সাথে নিছক লোক-দেখানোর জন্য দাঁড়ায় এবং আল্লাহকে তারা অল্পই স্মরণ করে থাকে। *(সূরা নিসা ১৪২ আয়াত)*

وَعَنْ أَبِيْ هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : ((قَالَ اللهُ تَعَالَى : أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ)) . رواه مسلم

১/১৬২৩। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, মহান আল্লাহ বলেন, আমি সমস্ত অংশীদারদের চাইতে অংশীদারি (শির্ক) থেকে অধিক অমুখাপেক্ষী। কেউ যদি এমন কাজ করে, যাতে সে আমার সঙ্গে অন্য কাউকে অংশীদার স্থাপন করে, তাহলে আমি তাকে তার অংশীদারি (শির্ক) সহ বর্জন করি। (অর্থাৎ তার আমলই নষ্ট করে দিই।) *(মুসলিম)*

وَعَنْه ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : ((إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَومَ القِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ ، فَأُتِيَ به ، فَعَرَّفَهُ نِعْمَتَهُ ، فَعَرَفَهَا ، قَالَ : فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا ؟ قَالَ : قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ . قَالَ : كَذَبْتَ ، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لأَنْ يُقَالَ : جَرِيءٌ ! فَقَدْ قِيلَ ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ. وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ العِلْمَ وَعَلَّمَهُ ، وَقَرَأَ القُرآنَ ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا . قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا ؟ قَالَ : تَعَلَّمْتُ العِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ ، وَقَرَأْتُ فِيكَ القُرآنَ ، قَالَ : كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ لِيُقَالَ : عَالِمٌ ! وَقَرَأْتَ القُرْآنَ لِيُقَالَ : هُوَ قَارِئٌ ؛ فَقَدْ قِيلَ ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ . وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ ، وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ المَالِ ، فَأُتِيَ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ ، فَعَرَفَهَا . قَالَ : فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا ؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلاَّ أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ. قَالَ : كَذَبْتَ ، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ : جَوَادٌ ! فَقَدْ قِيلَ ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ)) . رواه مسلم

২/ ১৬২৪। উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি শুনেছি, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন যে, "কিয়ামতের দিন অন্যান্য লোকেদের পূর্বে যে ব্যক্তির প্রথম বিচার হবে সে হচ্ছে একজন শহীদ। তাকে আল্লাহর দরবারে হাজির করা হবে। আল্লাহ তাকে তাঁর দেওয়া নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। সুতরাং সে তা স্মরণ করবে। অতঃপর আল্লাহ বলবেন, 'ঐ নেয়ামতের বিনিময়ে তুমি কি আমল করে এসেছ?' সে বলবে 'আমি তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য জিহাদ করেছি এবং অবশেষে শহীদ হয়ে গেছি।' আল্লাহ বলবেন, 'তুমি মিথ্যা বলছ। বরং তুমি এই উদ্দেশ্যে জিহাদ করেছ, যাতে লোকেরা তোমাকে বলে, অমুক একজন বীর পুরুষ। সুতরাং তা-ই বলা হয়েছে।' অতঃপর (ফিরিশ্তাদেরকে) আদেশ করা হবে এবং তাকে উবুড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

দ্বিতীয় হচ্ছে এমন ব্যক্তি, যে ইল্ম শিক্ষা করেছে, অপরকে শিক্ষা দিয়েছে এবং কুরআন পাঠ করেছে। তাকে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত করা হবে। আল্লাহ তাকে (পৃথিবীতে প্রদত্ত) তাঁর সকল নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। সেও সব কিছু স্মরণ করবে। অতঃপর আল্লাহ বলবেন, 'এই সকল নেয়ামতের বিনিময়ে তুমি কি আমল করে এসেছ?' সে বলবে, 'আমি ইল্ম শিখেছি, অপরকে শিখিয়েছি এবং তোমার সন্তুষ্টিলাভের জন্য কুরআন পাঠ করেছি।' আল্লাহ বলবেন, 'মিথ্যা বলছ তুমি। বরং তুমি এই উদ্দেশ্যে ইল্ম শিখেছ, যাতে লোকেরা তোমাকে আলেম বলে এবং এই উদ্দেশ্যে কুরআন পড়েছ, যাতে লোকেরা তোমাকে ক্বারী বলে। আর (দুনিয়াতে) তা বলা হয়েছে।' অতঃপর (ফিরিশ্তাদেরকে) নির্দেশ দেওয়া হবে এবং তাকে উবুড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

তৃতীয় হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যার রুজীকে আল্লাহ প্রশস্ত করেছিলেন এবং সকল প্রকার ধন-দৌলত যাকে প্রদান করেছিলেন। তাকে আল্লাহর দরবারে হাজির করা হবে। আল্লাহ তাকে তাঁর দেওয়া সমস্ত নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। সেও সব কিছু স্মরণ করবে। অতঃপর আল্লাহ প্রশ্ন করবেন, 'তুমি ঐ সকল নেয়ামতের বিনিময়ে কি আমল করে এসেছ?' সে বলবে, 'যে সকল রাস্তায় দান করলে তুমি খুশী হও সে সকল রাস্তার মধ্যে কোনটিতেও তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে খরচ করতে ছাড়িনি।' তখন আল্লাহ বলবেন, 'মিথ্যা বলছ তুমি। বরং তুমি এ জন্যই দান করেছিলে; যাতে লোকে তোমাকে দানবীর বলে। আর তা বলা হয়েছে।' অতঃপর (ফিরিশ্তাবর্গকে) হুকুম করা হবে এবং তাকে উবুড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। *(মুসলিম ১৯০৫ নং)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ نَاساً قَالُوا لَهُ : إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى سَلاَطِينِنَا فَنَقُولُ لَهُمْ بِخِلاَفِ مَا نَتَكَلَّمُ إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمْ ؟ قَالَ ابنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : كُنَّا نَعُدُّ هَذَا نِفاقاً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ . رواه البخاري

৩/ ১৬২৫। ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, কিছু লোক তাঁর নিকট নিবেদন করল যে, আমরা

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

আমাদের শাসকদের নিকট যাই এবং তাদেরকে ঐ সব কথা বলি, যার বিপরীত বলি তাদের নিকট থেকে বাইরে আসার পর। (সে সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি?) ইবনে উমার ﷺ উত্তর দিলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যামানায় এরূপ আচরণকে আমরা 'মুনাফিক্বী' আচরণ বলে গণ্য করতাম। *(বুখারী)*

وَعَنْ جُنْدُبِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ سُفيَان ﷺ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِه ، وَمَنْ يُرَائِي يُرَائِي اللهُ بِه)) . متفق عَلَيْه . ورواه مسلم أَيضاً من رواية ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا .

৪/ ১৬২৬। জুন্দুব ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে সুফয়ান ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি শোনাবে, আল্লাহ তা শুনিয়ে দিবেন। আর যে ব্যক্তি দেখাবে, আল্লাহ তা দেখিয়ে দিবেন। *(বুখারী ও মুসলিম, মুসলিম ইবনে আব্বাস থেকেও বর্ণনা করেছেন।)*

** 'যে ব্যক্তি শোনাবে' অর্থাৎ, যে তার আমলকে মানুষের সামনে প্রদর্শনের জন্য প্রকাশ করবে। 'আল্লাহ তা শুনিয়ে দিবেন' অর্থাৎ, কিয়ামতের দিনে (সৃষ্টির সামনে সে কথা জানিয়ে) তাকে লাঞ্ছিত করবেন। 'যে ব্যক্তি দেখাবে' অর্থাৎ, যে ব্যক্তি মানুষের সামনে স্বকৃত নেক আমল প্রকাশ করবে যাতে সে তাদের নিকট সম্মানার্হ হয়। 'আল্লাহ তা দেখিয়ে দিবেন' অর্থাৎ, সৃষ্টির সম্মুখে তার গুপ্ত উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত (করে অপমানিত) করবেন।

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ تَعَلَّمَ عِلْماً مِمَّا يُبْتَغَى بِه وَجْهُ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - لاَ يَتَعَلَّمُهُ إِلاَّ لِيُصِيبَ بِه عَرَضاً مِنَ الدُّنْيَا ، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الجَنَّةِ يَوْمَ القِيَامَةِ)) يَعْنِي : رِيحَهَا. رواه أَبُو داود بِإسنادٍ صحيحٍ والأحاديث في الباب كثيرةٌ مشهورةٌ

৫/ ১৬২৮। আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে বিদ্যা দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়, তা যদি একমাত্র সামান্য পার্থিব স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে কেউ শিক্ষা করে, তাহলে সে কিয়ামতের দিনে জান্নাতের সুগন্ধটুকুও পাবে না। *(আবূ দাউদ-বিশুদ্ধ সূত্রে)*

আর এ মর্মে আরো প্রসিদ্ধ হাদীস বিদ্যমান রয়েছে।

পরিচ্ছেদ - ২৮৯

যাকে লোক 'রিয়া' বা প্রদর্শন ভাবে অথচ তা প্রদর্শন নয়

وَعَنْ أَبي ذرٍ ﷺ قَالَ : قِيلَ لِرَسُول اللهِ ﷺ : أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ الَّذي يَعْمَلُ العَمَلَ مِنَ الخَيْرِ ، وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْه ؟ قَالَ : ((تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى المُؤْمِنِ)). رواه مسلم

১/ ১৬২৯। আবূ যার্র ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল, বলুন, যে মানুষ সৎকাজ করে আর লোকে তার প্রশংসা করে থাকে (তাহলে এরূপ কাজ কি রিয়া বলে গণ্য হবে?) তিনি বললেন, এটা মু'মিনের সত্বর সুসংবাদ। *(মুসলিম)*

(আমলকারীর মনে সুনাম নেওয়ার উদ্দেশ্য না থাকলে; লোক-সমাজে তার সুনাম হলেও তা 'রিয়া' বলে গণ্য হবে না। বরং তা হবে তার সওয়াবের একটি অংশ সত্বর প্রতিদান।)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ২৯০

বেগানা নারী তথা কোন সুদর্শন বালকের দিকে শরয়ী প্রয়োজন ছাড়া তাকানো হারাম

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ قُلْ لِلمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ } [النور : ٣٠]

অর্থাৎ, বিশ্বাসীদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে। *(সূরা নূর ৩০ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন,

{ إِنَّ السَّمْعَ وَالبَصَرَ والفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً } [الإسراء : ٣٦]

অর্থাৎ, নিশ্চয় কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় ওদের প্রত্যেকের নিকট কৈফিয়ত তলব করা হবে। *(সূরা বানী ইস্রাঈল ৩৬ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেছেন, { يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ } [غافر : ١٩]

অর্থাৎ, চক্ষুর চোরা চাহনি ও অন্তরে যা গোপন আছে সে সম্বন্ধে তিনি অবহিত। *(সূরা মু'মিন ১৯ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেছেন, { إِنَّ رَبكَ لَبِالمِرْصَادِ } [الفجر : ١٤]

অর্থাৎ, নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক সময়ের প্রতীক্ষায় থেকে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। *(সূরা ফাজ্‌র ১৪ আয়াত)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : ((كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزِّنَا مُدْرِكُ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ : العَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ ، وَالأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الاسْتِمَاعُ ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الكَلاَمُ ، وَاليَـدُ زِنَاهَـا البَطْشُ ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الخُطَا ، وَالقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى ، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الفَرْجُ أَوْ يُكَذِّبُهُ)) . متفق عَلَيْهِ . هَذَا لفظ مسلمٍ ، ورواية البخاري مختصرَةٌ

১/ ১৬৩০। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা আদম সন্তানের জন্য ব্যভিচারের অংশ লিখে দিয়েছেন; যা সে অবশ্যই পাবে। সুতরাং চক্ষুদ্বয়ের ব্যভিচার (সকাম অবৈধ) দর্শন। কর্ণদ্বয়ের ব্যভিচার (অবৈধ যৌনকথা) শ্রবণ, জিভের ব্যভিচার (সকাম অবৈধ) কথন, হাতের ব্যভিচার (সকাম অবৈধ) ধারণ এবং পায়ের ব্যভিচার (সকাম অবৈধ পথে) গমন। আর হৃদয় কামনা ও বাসনা করে এবং জননেন্দ্রিয় তা সত্য বা মিথ্যায় পরিণত করে। *(মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((إِيَّاكُمْ وَالجُلُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ !)) قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسنَا بُدٌّ ، نَتَحَدَّثُ فِيهَا . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلاَّ المَجْلِسَ ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ)) قَالُوا : وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : ((غَضُّ البَصَرِ ، وَكَفُّ الأَذَى ، وَرَدُّ السَّلاَمِ ، وَالأَمرُ بِالمَعْرُوفِ ، وَالنَّهيُ عَنِ المُنْكَرِ)). متفق عَلَيْهِ

২/ ১৬৩১। আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন তোমরা রাস্তায় বসা থেকে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

বিরত থাক। লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রসূল! ওখানে আমাদের বসা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। আমরা (ওখানে) বসে বাক্যালাপ করি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যদি তোমরা রাস্তায় বসা ছাড়া থাকতে না পার, তাহলে রাস্তার হক আদায় কর। তারা নিবেদন করল, হে আল্লাহর রসূল! রাস্তার হক কি? তিনি বললেন, দৃষ্টি অবনত রাখা, (অপরকে) কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা, সালামের জবাব দেওয়া এবং ভাল কাজের আদেশ দেওয়া ও মন্দ কাজে বাধা প্রদান করা। (বুখার ও মুসলিম)

('কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা' যেমন, পরচর্চা-পরনিন্দা করা, কুমন্তব্য করা, কুধারণা করা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা এবং রাস্তা আগলে সংকীর্ণ করার মাধ্যমে পথচারীকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা।)

وَعَنْ أَبِي طَلحَة زَيد بن سَهلٍ ﷺ قَالَ : كُنَّا قُعُوداً بِالأَفْنِيَة نَتَحَدَّثُ فِيهَا فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَامَ عَلَيْنَا ، فَقَالَ : ((مَا لَكُمْ وَلِمَجَالِسِ الصُّعُدَاتِ ؟ اجْتَنِبُوا مَجَالِسَ الصُّعُدَاتِ)) فَقُلْنَا : إِنَّمَا قَعَدْنَا لِغَيْرِ مَا بَأْسٍ ، قَعَدْنَا نَتَذَاكَرُ ، وَنَتَحَدَّثُ . قَالَ : ((إِمَّا لاَ فَأَدُّوا حَقَّهَا : غَضُّ البَصَرِ ، وَرَدُّ السَّلاَمِ، وَحُسْنُ الكَلاَمِ)) . رواه مسلم

৩/ ১৬৩২। আবূ ত্বালহা যায়েদ ইবনে সাহল ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা ঘরের বাইরে অবস্থিত প্রাঙ্গনে বসে কথাবার্তায় রত ছিলাম। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ ﷺ (সেখানে) এসে আমাদের নিকট দাঁড়িয়ে বললেন, তোমরা রাস্তায় বৈঠক করছ? তোমরা রাস্তায় বসা থেকে বিরত থাক। আমরা নিবেদন করলাম, আমরা তো এখানে এমন উদ্দেশ্যে বসেছি, যাতে (শরীয়তের দৃষ্টিতে) কোন আপত্তি নেই। আমরা এখানে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করা ও কথাবার্তা বলার জন্য বসেছি। তিনি বললেন, যদি রাস্তায় বসা ত্যাগ না কর, তাহলে তার হক আদায় কর। আর তা হল, দৃষ্টি সংযত রাখা, সালামের উত্তর দেওয়া এবং সুন্দরভাবে কথাবার্তা বলা। *(মুসলিম)*

وَعَنْ جَرِيرٍ ﷺ قَالَ: سَأَلتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَن نَظَرِ الفَجْأَةِ فَقَالَ: ((اصْرِفْ بَصَرَكَ)). رواه مسلم

৪/ ১৬৩৩। জাবের ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন, আচমকা দৃষ্টি সম্পর্কে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, তুমি তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নাও। *(মুসলিম)*

৫/ ১৬৩৪। (এ স্থলে উল্লিখিত হাদীস সহীহ নয়।)

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ ، وَلاَ المَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ المَرْأَةِ ، وَلاَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلاَ تُفْضِي المَرْأَةُ إِلَى المَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الواحِدِ)) . رواه مسلم

৬/ ১৬৩৫। আবূ সাঈদ ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোন পুরুষ অন্য পুরুষের গুপ্তাঙ্গের দিকে যেন না তাকায়। কোন নারী অন্য নারীর গুপ্তস্থানের দিকে যেন না তাকায়। কোন পুরুষ অন্য পুরুষের সঙ্গে একই কাপড়ে যেন (উলঙ্গ) শয়ন না করে। (অনুরূপভাবে) কোন নারী, অন্য নারীর সাথে একই কাপড়ে যেন (উলঙ্গ) শয়ন না করে। *(মুসলিম)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ২৯১

বেগানা নারীর সঙ্গে নির্জনে একত্রবাস করার নিষেধাজ্ঞা

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

{ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ }[الأحزاب : ٥٣]

অর্থাৎ, তোমরা তাদের নিকট হতে কিছু চাইলে পর্দার অন্তরাল হতে চাও। *(সূরা আহ্যাব ৫৩ আয়াত)*

وَعَنْ عُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ !)) فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ : أَفَرَأَيْتَ الحَمْوَ ؟ قَالَ : ((الحَمْوُ المَوْتُ !)) . متفق عَلَيْهِ

১/ ১৬৩৬। উক্ববা ইবনে আমের ﷺ হতে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তোমরা (বেগানা) নারীদের নিকট (একাকী) যাওয়া থেকে বিরত থাক।" (এ কথা শুনে) জনৈক আনসারী নিবেদন করল, স্বামীর আত্মীয় সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তিনি বললেন, "স্বামীর আত্মীয় তো মৃত্যুসম (বিপজ্জনক)।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

** 'স্বামীর আত্মীয়' যেমন, তার ভাই, ভাইপো, চাচাতো (মামাতো, খালাতো ফুফাতো) ভাই ইত্যাদি।

(প্রকাশ থাকে যে, স্বামীর ছোট ভাই কোন মুসলিম মহিলার 'দেওর' 'দেবর' বা দ্বিতীয় বর হতে পারে না। মহিলার উচিত, তাকে দ্বিতীয় বর বা উপহাসের পাত্র মনে না করে নিজ ছোট ভাই সম গণ্য করা। যেমন ঐ ভায়ের উচিত, ভাবীকে 'ভাবের ই' মনে না করে নিজ বড় বোন সম গণ্য করা।)

وعَنِ ابنِ عباس رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُول اللهِ ﷺ قَالَ : ((لاَ يَخْلُونَّ أَحَدكُمْ بامْرَأَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ)) . متفق عَلَيْهِ

২/ ১৬৩৭। ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মাহরামের উপস্থিতি ছাড়া কোন পুরুষ যেন কোন মহিলার সাথে নির্জনবাস না করে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

(যার সাথে চিরতরে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হারাম, তাকেই মাহরাম বা এগানা বলে। আর এর বিপরীত যার সাথে কোনও সময় বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন জায়েয, তাকেই গায়র মাহরাম বা বেগানা বলে।)

وَعَنْ بُرَيدَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((حُرْمَةُ نِسَاءِ المُجَاهِدِينَ عَلَى القَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ ، مَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ القَاعِدِيْنَ يَخْلُفُ رَجُلاً مِنَ المُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِه ، فَيَخُونُهُ فِيهِمْ إِلاَّ وُقِفَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ ، فَيَأْخُذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شَاءَ حَتَّى يَرْضَى)) ثُمَّ التَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: ((مَا ظَنُّكُمْ ؟)). رواه مسلم

৩/ ১৬৩৮। বুরাইদা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, স্বগৃহে অবস্থানকারী লোকেদের পক্ষে মুজাহিদদের স্ত্রীদের মর্যাদা তাদের নিজেদের মায়ের মর্যাদার মত। স্বগৃহে অবস্থানকারী লোকেদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোন মুজাহিদ ব্যক্তির পরিবারের প্রতিনিধিত্ব (দেখা-শুনা) করে, অতঃপর তাদের ব্যাপারে সে তার খেয়ানত করে বসে, তবে কিয়ামতের দিন তাকে মুজাহিদের সম্মুখে দাঁড় করানো হবে এবং সে তার নেকীসমূহ থেকে সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত ইচ্ছামত নেকী নিয়ে নেবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের প্রতি মুখ ফিরিয়ে বললেন, তোমাদের ধারণা কি? (সে কি তখন তার কাছ থেকে নেকী নিতে ছাড়বে?) *(মুসলিম)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ২৯২

বেশ-ভূষায়, চাল-চলন ইত্যাদিতে নারী-পুরুষের পরস্পরের অনুকরণ হারাম

عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ . وَفِي رِوَايَةٍ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ . رواه البخاري

১/ ১৬৩৯। ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ নারীর বেশ ধারণকারী পুরুষদেরকে এবং পুরুষের বেশ ধারণকারিণী মহিলাদেরকে অভিশাপ করেছেন।

অন্য বর্ণনায় আছে, আল্লাহর রসূল ﷺ মহিলাদের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী পুরুষদেরকে এবং পুরুষদের সাদৃশ্য অবলম্বনকারিণী মহিলাদেরকে অভিশাপ করেছেন। *(বুখারী)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ. رواه أَبُو داود بإسناد صحيح

২/ ১৬৪০। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ সেই পুরুষকে অভিসম্পাত করেছেন, যে মহিলার পোশাক পরে এবং সেই মহিলাকে অভিসম্পাত করেছেন যে পুরুষের পোশাক পরিধান করে। *(আবূ দাউদ বিশুদ্ধ সনদ)*

وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا : قَومٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ ، رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ ، وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا)). رواه مسلم

৩/ ১৬৪১। উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দুই প্রকার জাহান্নামী আমি (এখন পর্যন্ত) প্রত্যক্ষ করিনি (অর্থাৎ, পরে তাদের আবির্ভাব ঘটবে) ঃ (১) এক সম্প্রদায় যাদের কাছে গরুর লেজের মত চাবুক থাকবে, যা দিয়ে তারা জনগণকে প্রহার করবে। (২) এক শ্রেণীর মহিলা, যারা (এমন নগ্ন) পোশাক পরবে যে, (বাস্তবে) উলঙ্গ থাকবে, (পর পুরুষকে) নিজেদের প্রতি আকর্ষণ করবে ও নিজেরাও (পর পুরুষের প্রতি) আকৃষ্ট হবে। তাদের মাথা হবে উঁটের হিলে যাওয়া কুঁজের মত। এ ধরনের মহিলারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং তার সুগন্ধও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধ এত এত দূরত্বের পথ থেকে পাওয়া যাবে। *(মুসলিম)*

উক্ত হাদীসে كَاسِيَات عَارِيَات এর ব্যাখ্যায় অনেকে বলেছেন, তারা আল্লাহর নেয়ামতের লেবাস পরে থাকবে, কিন্তু তাঁর শুকর আদায় থেকে নগ্ন বা শূন্য হবে। অথবা তারা এমন পোশাক পরবে, যাতে তারা তাদের দেহের কিছু অংশ ঢাকবে এবং সৌন্দর্য ইত্যাদি প্রকাশের জন্য কিছু অংশ বাহির করে রাখবে। অথবা তারা এমন পাতলা পোশাক পরিধান করবে, যাতে তাদের ভিতরের চামড়ার রঙ বুঝা যাবে।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

مَائِلاَت مُمِيلاَت এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, তারা আল্লাহর আনুগত্য এবং যা হিফাযত করা দরকার তার হিফাযতের পথ থেকে বিচ্যুত থাকবে। আর তারা অপরকে তাদের ঐ নিন্দনীয় কর্ম শিক্ষা দেবে। অথবা তারা হিলে-দুলে অহংকারের সাথে চলাফিরা করবে এবং নিজেদের কাঁধ বাঁকা করবে। অথবা তারা বেশ্যাদের মত টেরা করে চুলের সিঁথি কাটবে এবং অপরের সিঁথিও অনুরূপ টেরা করে কেটে দিবে।

'তাদের মাথা হবে উঁটের হিলে যাওয়া কুঁজের মত' অর্থাৎ, মাথার চুলের সাথে (পরচুলা বা বস্ত্রখণ্ডের) টেসেল বেঁধে বড় করে খোঁপা বাঁধবে। (এরা সকলে জাহান্নামী হবে।)

পরিচ্ছেদ - ২৯৩

শয়তান ও কাফেরদের অনুকরণ করা নিষেধ

عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لاَ تَأْكُلُوْا بِالشِّمَالِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ وَيَشرَبُ بِالشِّمَالِ)) . رواه مسلم .

১/ ১৬৪২। জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা বাম হাতে আহার করো না। কারণ, শয়তান বাম হাত দিয়ে পানাহার করে। *(মুসলিম)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((لاَ يَأْكُلَنَّ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ ، وَلاَ يَشْرَبَنَّ بِهَا ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا)) . رواه مسلم

২/ ১৬৪৩। ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন বাম হাত দিয়ে অবশ্যই আহার না করে এবং তা দিয়ে অবশ্যই পানও না করে। কেননা, শয়তান বাম হাত দিয়ে পানাহার করে থাকে। *(মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((إِنَّ اليَهُودَ وَالنَّصَارى لاَ يَصْبِغُونَ ، فَخَالِفُوهُمْ)) . متفق عَلَيْهِ

৩/ ১৬৪৪। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ইহুদী-খৃষ্টানরা (দাড়ি-মাথার চুলে) কলপ লাগায় না। সুতরাং তোমরা তাদের বিরোধিতা করো। (অর্থাৎ, তোমরা তা লাগাও।) *(বুখারী ও মুসলিম)*

উদ্দেশ্য হল, হলুদ অথবা লাল রঙ দিয়ে দাড়ি ও মাথার চুল রঙানো। পক্ষান্তরে কালো কলপ ব্যবহার নিষিদ্ধ। যেমন পরবর্তী পরিচ্ছেদে সে কথা উল্লেখ করব - ইন শাআল্লাহ তাআলা।

পরিচ্ছেদ - ২৯৪

কালো কলপ ব্যবহার নর-নারী সকলের জন্য নিষিদ্ধ

عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ : أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ وَالِدِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، يَومَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضاً. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((غَيِّرُوا هَذَا وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ)) . رواه مسلم

১/ ১৬৪৫। জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ বাক্‌র সিদ্দীক ﷺ-এর পিতা আবূ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

কুহাফাকে, মক্কা বিজয়ের দিনে এমন অবস্থায় আনা হল যে, তার মাথা ও দাড়ি 'সাগামাহ' ঘাসের (সাদা ফুলের) মত সাদা ছিল। (এ দেখে) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ (সাদা রঙ) পরিবর্তন করো। আর কালো রং থেকে দূরে থাকো। *(মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ২৯৫

মাথার কিছু অংশ মুন্ডন করা ও কিছু অংশ ছেড়ে রাখা অবৈধ। পুরুষ সম্পূর্ণ মাথা মুন্ডন করতে পারে; কিন্তু নারীর জন্য তা বৈধ নয়।

عَنِ ابنِ عمر رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : نَهَى رَسُول اللهِ ﷺ عن القَزَعِ . متفق عَلَيْه

১/ ১৬৪৬। ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাথার কিছু অংশ নেড়া করতে ও কিছু অংশে চুল রেখে দিতে নিষেধ করেছেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْه، قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ صَبِيّاً قَدْ حُلِقَ بَعْضُ شَعْرِ رَأسِه وَتُرِكَ بَعْضُهُ ، فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: ((احْلِقُوهُ كُلَّهُ ، أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ)). رواه أَبُو داود بِإسناد صحيح عَلَى شرط البخاري ومسلم

২/ ১৬৪৭। উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি শিশুকে দেখলেন যে, তার মাথার কিছু চুল কামানো হয়েছে এবং কিছু চুল ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। (এরূপ দেখে) তিনি তাদের (লোকদের)কে এ কাজ থেকে নিষেধ করলেন এবং বললেন, (হয়) সম্পূর্ণ মাথার চুল চেঁছে দাও; না হয় সম্পূর্ণ মাথার চুল রেখে দাও। *(আবূ দাউদ, বুখারী-মুসলিমের শর্তাধীন সূত্রে)*

وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ جَعفرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، أَمْهَلَ آلَ جَعْفَر ثَلاَثاً ثُمَّ أَتَاهُمْ فَقَالَ : ((لاَ تَبْكُوا عَلَى أَخِي بَعْدَ اليَوْمِ)) ثُمَّ قَالَ : ((ادْعُوا لِي بَنِي أَخِي)) فَجِيءَ بِنَا كَأَنَّنَا أَفْرُخٌ ، فَقَالَ: ((ادْعُوا لِي الحَلاَّقَ)) فَأَمَرَهُ ، فَحَلَقَ رُؤُوسَنَا . رواه أَبُو داود بِإسناد صحيح عَلَى شرط البخاري ومسلم

৩/ ১৬৪৮। আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফর ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ জা'ফরের পরিবারকে (তার শাহাদৎ বরণের সময় শোক পালনের উদ্দেশ্যে) তিনদিন পর্যন্ত অবকাশ দিয়েছিলেন। তারপর তিনি তাদের কাছে এসে বললেন, তোমরা আজ থেকে আমার ভায়ের জন্য কান্না করো না। তারপর বললেন, আমার কাছে আমার ভাইপোদেরকে ডেকে দাও। সুতরাং আমাদেরকে (রসূলল্লাহ ﷺ-এর সামনে) এমন অবস্থায় উপস্থিত করা হল, যেন আমরা পাখীর ছানা। অতঃপর তিনি বললেন, নাপিত ডেকে নিয়ে এসো। (সে উপস্থিত হলে) তাকে (আমাদের চুল কামানোর জন্য) আদেশ করলেন। সে আমাদের মাথা নেড়া করে দিল। *(আবু দাউদ, বুখারী-মুসলিমের শর্তানুযায়ী বিশুদ্ধ সনদসূত্রে)*

৪/ ১৬৪৯। (এখানে বর্ণিত হাদীসটি সহীহ নয়।)

পরিচ্ছেদ - ২৯৬

(মহিলাদের কৃত্রিম রূপচর্চা)

নকল চুল বা পরচুলা লাগানো, উলকি উৎকীর্ণ করা (চামড়ায় ছুঁচ ফুটিয়ে দিয়ে তাতে রং ঢেলে নক্সা আঁকা বা নাম লেখা) সৌন্দর্যের জন্য দাঁত ঘষে সরু করা বা দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করা নিষিদ্ধ।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ إِنَاثاً وَإِنْ يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَاناً مَرِيداً لَعَنَهُ اللهُ وَقَالَ لأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ }

অর্থাৎ, তাঁর (আল্লাহর) পরিবর্তে তারা কেবল দেবীদের পূজা করে এবং তারা কেবল বিদ্রোহী শয়তানের পূজা করে। আল্লাহ তাকে (শয়তানকে) অভিসম্পাত করেছেন এবং সে (শয়তান) বলেছে, আমি তোমার দাসদের এক নির্দিষ্ট অংশকে (নিজের দলে) গ্রহণ করবই এবং তাদেরকে পথভ্রষ্ট করবই; তাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করবই, আমি তাদেরকে নিশ্চয় নির্দেশ দেব ফলে তারা পশুর কর্ণচ্ছেদ করবেই এবং তাদেরকে নিশ্চয় নির্দেশ দেব ফলে তারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবেই। (আর যে আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবে, নিশ্চয় সে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।) *(সূরা নিসা ১১৭-১১৯ আয়াত)*

وَعَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا : أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَت النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ ابْنَتِي أَصَابَتْهَا الحَصْبَةُ، فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا ، وَإِنِّي زَوَّجْتُهَا ، أَفَأَصِلُ فِيهِ ؟ فَقَالَ : ((لَعَنَ اللهُ الوَاصِلَةَ وَالمَوْصُولَةَ)) . متفق عليه . وفي رواية : ((الوَاصِلَةَ ، والمُسْتَوْصِلَةَ)) .

১/ ১৬৫০। আসমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, এক মহিলা, নবী ﷺ-এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রসূল! আমার মেয়ে এক প্রকার চর্মরোগে আক্রান্ত হয়েছে। ফলে তার মাথার চুল ঝরে গেছে। আর আমি তার বিয়েও দিয়েছি। এখন কি আমি তার মাথায় পরচুলা লাগিয়ে দেব? তিনি বললেন, যে পরচুলা লাগিয়ে দেয় এবং যার লাগানো হয় উভয় মহিলাকে আল্লাহ অভিসম্পাত করুন বা করেছেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

অন্য বর্ণনায় আছে, যে মহিলা পরচুলা লাগিয়ে দেয় এবং যে লাগাতে বলে (তাদের উভয়কে আল্লাহ অভিসম্পাত করুন বা করেছেন।)

২/ ১৬৫১। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতেও উক্তরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ حُمِيدِ بنِ عَبدِ الرَّحْمَانِ : أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ ﷺ ، عامَ حَجَّ عَلَى المِنْبَرِ وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعْرٍ كَانَتْ فِي يَدِ حَرَسِيٍّ فَقَالَ : يَا أَهْلَ المَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ ؟! سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ ، يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ ، وَيَقُولُ : ((إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَهَا نِسَاؤُهُمْ)) . متفق عليه

৩/ ১৬৫২। হুমাইদ ইবনে আব্দুর রাহমান ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি হজ্জ করার বছরে মুআবিয়া ﷺ-কে মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছেন- ঐ সময়ে তিনি জনৈক দেহরক্ষীর হাত থেকে এক গোছা চুল নিজ হাতে নিয়ে বললেন, হে মদীনাবাসীগণ! তোমাদের আলেমগণ কোথায়? আমি রসূলল্লাহ ﷺ-কে এরূপ জিনিস (ব্যবহার) নিষেধ করতে শুনেছি। তিনি বলতেন, বানী ইস্রাঈল তখনই ধ্বংস হয়েছিল, যখন তাদের মহিলারা এই জিনিস ব্যবহার করা আরম্ভ করেছিল। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَعَنَ الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ ، وَالوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ . متفق عليه

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৪/ ১৬৫৩। ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ পরচুলা যে মহিলা লাগিয়ে দেয় এবং যে পরচুলা লাগাতে বলে, আর যে মহিলা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে উলকি উৎকীর্ণ করে ও যে উলকি উৎকীর্ণ করতে বলে তাদেরকে অভিশাপ করেছেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ قَالَ : لَعَنَ اللهُ الوَاشِمَاتِ وَالمُستَوشِمَاتِ وَالمُتَنَمِّصَاتِ ، وَالمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ ، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فِي ذَلِكَ فَقَالَ : وَمَا لِي لاَ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَهُوَ فِي كِتَابِ اللهِ ؟ قالَ اللهُ تَعَالَى : { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}. متفق عليه

৫/ ১৬৫৪। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর অভিশাপ হোক সেই সব নারীদের উপর, যারা দেহাঙ্গে উলকি উৎকীর্ণ করে এবং যারা উৎকীর্ণ করায় এবং সে সব নারীদের উপর, যারা ভ্রূ চেঁছে সরু করে, যারা সৌন্দর্যের মানসে দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করে, যারা আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে পরিবর্তন আনে। জনৈক মহিলা এ ব্যাপারে তাঁর (ইবনে মাসউদের) প্রতিবাদ করলে তিনি বললেন, 'আমি তাকে অভিসম্পাত করব না? যাকে আল্লাহর রসূল ﷺ অভিসম্পাত করেছেন এবং তা আল্লাহর কিতাবে আছে। আল্লাহ বলেছেন, "রসূল যে বিধান তোমাদেরকে দিয়েছেন তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাক।" *(সূরা হাশ্‌র ৭ আয়াত, বুখারী ও মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ২৯৭

মাথা ও দাড়ি ইত্যাদি থেকে সাদা চুল উপড়ে ফেলা এবং সাবালক ছেলের সদ্য গজিয়ে উঠা দাড়ি উপড়ে ফেলা নিষিদ্ধ

عَنْ عَمرِو بنِ شُعَيبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((لاَ تَنْتِفُوا الشَّيْبَ ؛ فَإِنَّهُ نُورُ المُسْلِمِ يَوْمَ القِيَامَةِ)) حديث حسن ، رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي بأسانيد حسنة، قال الترمذي : ((هو حديث حسن))

১/ ১৬৫৫। আম্‌র ইবনে শুআইব ﷺ তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর (আম্‌রের) দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী ﷺ বলেছেন, তোমরা সাদা পাকা চুল উপড়ে ফেলো না। কেননা, কিয়ামতের দিন তা মুসলিমের জন্য জ্যোতি হবে। *(হাসান হাদীস, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, হাসান সূত্রে, ইমাম তিরমিযী বলেন, এটি হাসান হাদীস)*

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ)) . رواه مسلم

২/ ১৬৫৬। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন কর্ম করল, যার সম্পর্কে আমাদের কোন প্রকার নির্দেশ নেই - তা প্রত্যাখ্যাত। *(মুসলিম)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ২৯৮

ডান হাত দিয়ে ইস্তিঞ্জা করা এবং বিনা কারণে ডান হাত দিয়ে গুপ্তাঙ্গ স্পর্শ করা মকরূহ

وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ ، فَلاَ يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ ، وَلاَ يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ ، وَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ)) . متفق عليه .

১/ ১৬৫৭। আবূ কাতাদা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ পেশাব করবে তখন সে যেন তার পুরুষাঙ্গ ডান হাত দিয়ে না ধরে, ডান হাত দ্বারা ইস্তিঞ্জা না করে। আর (পান করার সময়) পানির পাত্রের মধ্যে যেন নিঃশ্বাস না ফেলে। *(বুখারী-মুসলিম)*

এ ছাড়া এ বিষয়ে আরো অনেক বিশুদ্ধ হাদীস আছে।

পরিচ্ছেদ - ২৯৯

বিনা ওজরে এক পায়ে জুতা বা মোজা পরে হাঁটা ও দাঁড়িয়ে জুতা বা মোজা পরা অপছন্দনীয়

عَنْ أَبِيْ هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((لاَ يَمشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ ، لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيعاً ، أَو لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعاً)) . وفي رواية : ((أَو لِيُحْفِهِمَا جَمِيعاً)) . متفق عليه

১/ ১৬৫৮। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন এক পায়ে জুতা পরে না হাঁটে। হয় উভয় জুতা পরবে, নচেৎ উভয় জুতা খুলে রাখবে। অন্য এক বর্ণনায় আছে, নচেৎ উভয় পা খালি রাখবে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْهُ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ ، فَلاَ يَمْشِ فِي الأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا)) . رواهُ مسلم

২/ ১৬৫৯। উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, যখন তোমাদের কারো জুতার ফিতা ছিঁড়ে যাবে, তখন সে যেন তা না সারা পর্যন্ত অন্য জুতাটি পরে না হাঁটে। (মুসলিম)

وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِماً . رواه أبو داود بإسناد حسن

৩/ ১৬৬০। জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষকে দাঁড়িয়ে জুতা পরতে নিষেধ করেছেন। *(আবূ দাউদ হাসান সূত্রে)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ৩০০

ঘুমন্ত, (অনুপস্থিত) ইত্যাদি অবস্থায় ঘরের মধ্যে জ্বলন্ত আগুন বা প্রদীপ না নিভিয়ে ছেড়ে রাখা নিষেধ

عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((لاَ تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ)). متفق عليه

১/ ১৬৬১। ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, যখন তোমরা ঘুমাবে তখন তোমাদের ঘরগুলোতে আগুন জ্বালিয়ে রেখো না। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشعَرِي ﷺ ، قَالَ : احْتَرَقَ بَيْتٌ بِالمَدِينَةِ عَلَى أَهْلِه مِنَ اللَّيْلِ ، فَلَمَّا حُدِّثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَأنِهِم ، قالَ : ((إِنَّ هَذِه النَّارَ عَدُوٌّ لَكُمْ ، فَإِذَا نِمْتُمْ ، فَأَطْفِئُوهَا)). متفق عليه

২/ ১৬৬২। আবূ মূসা আশআরী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাতের বেলায় মদীনার এক ঘরে আগুন লেগে ঘরের লোকজনসহ পুড়ে গেল। এদের অবস্থা নবী ﷺ-এর নিকট জানানো হলে তিনি বললেন, এ আগুন নিঃসন্দেহে তোমাদের জন্য চরম শত্রু। সুতরাং যখন তোমরা ঘুমাতে যাবে তখন (তোমাদের নিরাপত্তার খাতিরে) তা নিভিয়ে দাও। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ ، عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((غَطُّوا الإِنَاءَ ، وَأَوْكِئُوا السِّقَاءَ ، وَأَغْلِقُوا الأَبْوَابَ. وَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَحُلُّ سِقَاءً ، وَلاَ يَفْتَحُ بَاباً ، وَلاَ يَكْشِفُ إِنَاءً . فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْرُضَ عَلَى إِنَائِهِ عُوداً ، وَيَذْكُرَ اسْمَ اللهِ ، فَلْيَفْعَل ، فَإِنَّ الفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ البَيْتِ بَيْتَهُمْ)). رواه مسلم

৩/ ১৬৬৩। জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, (রাত্রে ঘুমাবার আগে) তোমরা পাত্র ঢেকে দাও, পানির মশকের মুখ বেঁধে দাও, দরজাসমূহ বন্ধ করে দাও, প্রদীপ নিভিয়ে দাও। কেননা, শয়তান মুখ বাঁধা মশক খুলে না, বন্ধ দরজাও খুলে না এবং পাত্রের ঢাকনাও উন্মুক্ত করে না। সুতরাং তোমাদের কেউ পাত্রের মুখে 'বিসমিল্লাহ' বলে আড় করে রাখার জন্য কেবল একটি কাষ্ঠখন্ড ছাড়া অন্য কিছু না পায়, তাহলে সে যেন তাই করে। কারণ ইঁদুর ঘরের লোকজনসহ ঘর পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়। *(মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ৩০১

স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সাধ্যাতীত কর্ম করা নিষেধ

(লৌকিকতার বশবর্তী হয়ে অথবা সুনাম ও প্রশংসার লোভে সাধ্যাতীত বা কষ্টসাধ্য) এমন কাজ করা বা কথা বলা নিষিদ্ধ, যাতে কোন মঙ্গল নেই।

আল্লাহ পাক বলেন,

{ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ } [ص : ٨٦]

অর্থাৎ, বল, আমি উপদেশের জন্য তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাই না এবং যারা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সাধ্যাতীত কর্ম করে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই। *(সূরা স্বাদ ৮৬ আয়াত)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَنْ عُمَرَ ﷺ قَالَ : نُهِينَا عَنِ التَّكَلُّفِ . رواه البخاري

১/ ১৬৬৪। উমার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সাধ্যাতীত কর্ম করতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। *(বুখারী)*

وَعَنْ مَسرُوقٍ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى عَبدِ اللهِ بْنِ مَسعُودٍ ﷺ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، مَنْ عَلِمَ شَيْئاً فَلْيَقُلْ بِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ ، فَلْيَقُلْ : اللهُ أَعْلَمُ ، فَإِنَّ مِنَ العِلْمِ أَنْ يَقُولَ لِمَا لاَ يَعْلَمُ : اللهُ أَعْلَمُ . قالَ اللهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ ﷺ : { قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ } . رواه البخاري

২/ ১৬৬৫। মাসরূক্ব (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ ﷺ-এর নিকট প্রবেশ করলাম। তিনি বললেন 'হে লোক সকল! যে ব্যক্তির কিছু জানা থাকে, সে যেন তা বলে। আর যার জানা নেই, সে যেন বলে, 'আল্লাহই ভালো জানেন।' কারণ তোমার অজানা বিষয়ে 'আল্লাহই ভালো জানেন' বলাও এক প্রকার ইল্‌ম (জ্ঞান)। মহান আল্লাহ তাঁর নবী ﷺ-কে সম্বোধন ক'রে বলেছেন, "বল, আমি উপদেশের জন্য তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাই না এবং যারা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সাধ্যাতীত কর্ম করে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই।" *(সূরা স্বাদ ৮৬ আয়াত, বুখারী)*

পরিচ্ছেদ - ৩০২

মৃত্যের জন্য মাতম করে কাঁদা, গাল চাপড়ানো, বুকের কাপড় ছিঁড়া, চুল ছেঁড়া, মাথা নেড়া করা ও সর্বনাশ ও ধ্বংস ডাকা নিষিদ্ধ

عَنْ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ ﷺ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((المَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ)) . وَفِي رواية : ((مَا نِيحَ عَلَيْهِ)) . متفق عليه

১/ ১৬৬৬। উমার ইবনে খাত্তাব ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, মৃত ব্যক্তিকে তার কবরের মধ্যে তার জন্য মাতম ক'রে কান্না করার দরুন শাস্তি দেওয়া হবে। *(বুখারী ও মুসলিম)* অন্য এক বর্ণনায় আছে, যতক্ষণ তার জন্য মাতম ক'রে কান্না করা হয়, (ততক্ষণ মৃতব্যক্তির আযাব হয়।)

وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الخُدُودَ ، وَشَقَّ الجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ)) . متفق عليه

২/ ১৬৬৭। ইবনে মাসঊদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সে আমাদের দলভুক্ত নয়, যে (শোকের সময়) গালে আঘাত করে, বুকের কাপড় ছিঁড়ে এবং জাহেলিয়াতের ডাকের ন্যায় ডাক ছাড়ে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

** (অর্থাৎ চিল্লে চিল্লে মৃত ব্যক্তির বীরত্ব, দানশীলতা ও বিভিন্ন গুণ বর্ণনা করে, যেমন ঃ ও আমার বাঘ! ও আমার চাঁদ! ও আমার রাজা! ও আমার সাত কোদালের মুনিস! ইত্যাদি)*

وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، قَالَ : وَجَعَ أَبُو مُوسَى ، فَغُشِيَ عَلَيْهِ ، وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ ، فَأَقْبَلَتْ تَصِيحُ بِرَنَّةٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئاً ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ : أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ بَرِىءَ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَرِيءٌ مِنَ الصَّالِقَةِ ، وَالحَالِقَةِ ، وَالشَّاقَّةِ . متفق عليه

৩/ ১৬৬৮। আবূ বুরদাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, (তাঁর পিতা) আবূ মূসা আশআরী ﷺ যন্ত্রণায় কাতর হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। আর (ঐ সময়) তাঁর মাথা তাঁর এক স্ত্রীর কোলে রাখা ছিল এবং সে চিৎকার করে কান্না করতে লাগল। তিনি (অজ্ঞান থাকার কারণে) তাকে বাধা দিতে পারলেন না। সুতরাং যখন তিনি চেতনা ফিরে পেলেন তখন বলে উঠলেন, আমি সেই মহিলা থেকে সম্পর্কমুক্ত যে মহিলা থেকে আল্লাহর রসূল ﷺ সম্পর্কমুক্ত হয়েছেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহর রসূল ﷺ সেই মহিলা থেকে সম্পর্কমুক্ত হয়েছেন, যে শোকে উচ্চ স্বরে মাতম ক'রে কান্না করে, মাথা মুন্ডন করে এবং কাপড় ছিঁড়ে ফেলে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بنِ شُعبَةَ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : ((مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيهِ يَومَ القِيَامَةِ)) . متفق عليه

৪/ ১৬৬৯। মুগীরাহ ইবনে শু'বাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি যে, যার জন্য মাতম করে কান্না করা হয়, তাকে কিয়ামতের দিনে তার জন্য মাতম করার দরুন শাস্তি দেওয়া হবে। *(বুখারী, মুসলিম)*

وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ نُسَيْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عِندَ البَيْعَةِ أَنْ لاَ نَنُوحَ . متفق عليه

৫/ ১৬৭০। উম্মে আত্বিআহ নুসাইবাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, বায়আতের সময় নবী ﷺ আমাদের কাছে এই অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন যে, আমরা মৃত ব্যক্তির জন্য মাতম করব না। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنِ النُّعمَانِ بنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : أُغْمِيَ عَلَى عَبدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ ﷺ ، فَجَعَلَتْ أُخْتُهُ تَبْكِي، وَتَقُولُ : وَاجَبَلاهُ ، وَاكَذَا ، وَاكَذَا : تُعَدِّدُ عَلَيْهِ . فقالَ حِينَ أَفَاقَ : مَا قُلْتِ شَيْئاً إِلاَّ قِيلَ لِي أَنْتَ كَذَلِكَ ؟! . رواه البخاري

৬/ ১৬৭১। নু'মান বিন বাশীর ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাহ ﷺ (একবার) অজ্ঞান হয়ে পড়লে তাঁর বোন কান্না করতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, ও (আমার) পাহাড় গো! ও আমার এই গো! ও আমার ওই গো! এভাবে তাঁর একাধিক গুণ বর্ণনা করতে লাগলেন। সুতরাং যখন তিনি জ্ঞান ফিরে পেলেন তখন বললেন, তুমি যা কিছু বলেছ, সে সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করা হচ্ছিল যে, তুমি ঐরূপ ছিলে নাকি? *(বুখারী)*

وعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : اشْتَكَى سَعْدُ بنُ عُبَادَةَ ﷺ شَكْوَى ، فَأَتَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، يَعُودُهُ مَعَ عَبدِ الرَّحمانِ بْنِ عَوفٍ ، وَسَعْدِ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَعَبدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ ﷺ. فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ ، وَجَدَهُ فِي غَشْيَةٍ فَقَالَ : ((أَقَضَى ؟)) قَالُوا : لاَ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَبَكَى رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا رَأَى القَوْمُ بُكَاءَ النَّبِيِّ ﷺ بَكَوْا ، قَالَ : ((أَلاَ تَسْمَعُونَ ؟ إِنَّ اللهَ لاَ يُعَذِّبُ بِدَمْعِ العَيْنِ ، وَلاَ بِحُزْنِ القَلْبِ، وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا - وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ - أَو يَرْحَمُ)) . متفق عليه

৭/ ১৬৭২। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সা'দ ইবনে উবাদাহ ﷺ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

একবার পীড়িত হলে আব্দুর রহমান ইবনে আওফ, সা'দ ইবনে আবী অক্কাস এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ ﷺদের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নিকট কুশল জিজ্ঞাসার জন্য গেলেন। যখন তিনি তাঁর নিকট উপস্থিত হলেন, তখন তাঁকে অজ্ঞান অবস্থায় পেলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ও কি মারা গেছে? লোকেরা জবাব দিল, হে আল্লাহর রসূল! না (মারা যায়নি)। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কেঁদে ফেললেন। সুতরাং লোকেরা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কান্না করতে দেখল, তখন তারাও কাঁদতে লাগল। তিনি বললেন, "তোমরা কি শুনতে পাও না? নিঃসন্দেহে আল্লাহ চোখের অশ্রু ঝরাবার জন্য শাস্তি দেন না এবং আন্তরিক দুঃখ প্রকাশের জন্যও শাস্তি দেন না। কিন্তু তিনি তো এটার কারণে শাস্তি দেন অথবা দয়া করেন।" এই বলে তিনি নিজ জিভের প্রতি ইঙ্গিত করলেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن أَبِي مَالِك الأَشْعَرِي ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَومَ القِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِربَالٌ مِنْ قَطِرَان ، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ)) . رواه مسلم

৮/ ১৬৭৩। আবূ মালেক আশআরী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মাতমকারিণী মহিলা যদি মরণের পূর্বে তাওবাহ না করে, তাহলে আল-কাতরার পায়জামা এবং পাঁচড়ার জামা পরিহিতা অবস্থায় তাকে কিয়ামতের দিনে দাঁড় করানো হবে। *(মুসলিম)*

وَعَنْ أُسَيد بن أَبِي أُسَيد التَّابِعِيِّ ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنَ المُبَايِعَاتِ ، قَالَتْ : كَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي المَعْرُوفِ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ لاَ نَعْصِيَهُ فِيهِ : أَنْ لاَ نَخْمِشَ وَجْهًا ، وَلاَ نَدْعُوَ وَيْلاً ، وَلاَ نَشُقَّ جَيْباً ، وَأَنْ لاَ نَنْشُرَ شَعْراً . رواه أبو داود بإسناد حسن

৯/ ১৬৭৪। উসাইদ ইবনে আবূ উসাইদ তাবেয়ী, এমন এক মহিলা থেকে বর্ণনা করেন, যিনি নবী ﷺ-এর নিকট বায়আতকারিণী মহিলাদের একজন ছিলেন। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ যে সব সৎকর্ম করতে ও তাতে তাঁর অবাধ্যতা না করতে আমাদের কাছে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, সে সবের মধ্যে এটিও ছিল যে, (শোকাহত হয়ে) আমরা চেহারা খামচাবো না, ধ্বংস ও সর্বনাশ কামনা করবো না, বুকের কাপড় ছিঁড়বো না এবং মাথার চুল আলুথালু করব না। *(আবূ দাউদ হাসানসূত্রে)*

وَعَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوْتُ فَيَقُوْمُ بَاكِيهِمْ فَيَقُولُ : وَاجَبَلاَهُ، وَاسَيِّدَاهُ ، أَو نَحْوَ ذَلِكَ إِلاَّ وُكِّلَ بِهِ مَلَكَانِ يَلْهَزَانِهِ : أَهَكَذَا كُنْتَ ؟)) . رواه الترمذي، وقال : ((حديث حسن))

১০/ ১৬৭৫। আবূ মূসা আশআরী ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখনই কোন মৃত্যুগামী ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করে। আর তার পাশে দাঁড়িয়ে রোদনকারিণী রোদন করে এবং বলে, ও আমার পাহাড় গো! ও আমার সর্দার গো! অথবা অনুরূপ আরো কিছু বলে, তখনই সেই মৃতের জন্য দু'জন ফিরিশ্তা নিযুক্ত করা হয়, যাঁরা তার বুকে ঘুষি মেরে বলতে থাকেন, 'তুই কি ঐ রকম ছিলি নাকি?' *(তিরমিযী হাসান)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ : الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى المَيِّتِ)). رواه مسلم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

১১/ ১৬৭৬। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মানুষের মধ্যে দুটো আচরণ এমন পাওয়া যায়, যা তাদের ক্ষেত্রে কুফরীমূলক কর্ম; বংশে খোঁটা দেওয়া ও মৃতের জন্য মাতম ক'রে কান্না করা। *(মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ৩০৩

গণক, জ্যোতিষী ইত্যাদি ভবিষ্যদ্বক্তার নিকট গমন নিষেধ

যারা কাঁকর, যবদানা ইত্যাদি মেরে (ফালনামা খুলে বা হাত চালিয়ে বা হস্তরেখা পড়ে অথবা রাশি গণনা করে) ভাগ্য-ভবিষ্যৎ তথা অজানা ও গায়েবী বিষয়ের খবর বলে, তাদের নিকট এসে ঐ শ্রেণীর কিছু জিজ্ঞাসা করা বৈধ নয়।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُنَاسٌ عَنِ الكُهَّانِ، فَقَالَ : ((لَيْسُوا بِشَيءٍ)) فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَا أَحْيَاناً بِشَيءٍ، فَيَكُونُ حَقّاً ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((تِلْكَ الكَلِمَةُ مِنَ الحَقِّ يَخْطَفُهَا الجِنِّيُّ فَيَقُرُّهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ، فَيَخْلِطُونَ مَعَهَا مِئَةَ كَذْبَةٍ)). متفق عليه

وَفِي رِوَايَةٍ لِلبُخَارِيِّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا : أَنَّها سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : ((إِنَّ المَلائِكَةَ تَنْزِلُ فِي العَنَانِ - وَهُوَ السَّحَابُ - فَتَذْكُرُ الأَمْرَ قُضِيَ فِي السَّماءِ ، فَيَسْتَرِقُ الشَّيْطَانُ السَّمْعَ ، فَيَسْمَعُهُ ، فَيُوحِيهِ إِلَى الكُهَّانِ ، فَيَكْذِبُونَ مَعَهَا مِئَةَ كَذْبَةٍ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ)) .

১/ ১৬৭৭। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিছু লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে গণকদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, ওরা অপদার্থ। (অর্থাৎ ওদের কথার কোন মূল্য নেই)। তারা নিবেদন করল, হে আল্লাহর রসূল! ওরা তো কখনো কখনো আমাদেরকে কোন জিনিস সম্পর্কে বলে, আর তা সত্য ঘটে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এই সত্য কথাটি জ্বিন (ফিরিশ্তার নিকট থেকে) ছোঁ মেরে নিয়ে তার ভক্তের কানে পৌঁছে দেয়। তারপর সে ঐ (একটি সত্য) কথার সাথে একশ'টি মিথ্যা মিশিয়ে দেয়। *(বুখারী ও মুসলিম)*

বুখারীর অন্য এক বর্ণনায় আছে, যা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, ফিরিশ্তাবর্গ আল্লাহর বিধানসমূহ নিয়ে মেঘ মালার অভ্যন্তরে অবতরণ করেন এবং সে সব কথাবার্তা আলোচনা করেন যার সিদ্ধান্ত আসমানে হয়েছে। সুতরাং শয়তান অতি সংগোপনে লুকিয়ে তা শুনে ফেলে এবং ভবিষ্যৎ-বক্তা গণকদের মনে প্রক্ষিপ্ত করে। তারপর তার সাথে তারা নিজেদের পক্ষ থেকে একশত মিথ্যা মিশ্রণ করে তা প্রচার করে।

وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنتِ أَبِي عُبَيدٍ ، عَن بَعضِ أَزوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَرَضِيَ اللهُ عَنهَا ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: ((مَنْ أَتَى عَرَّافاً فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ يَوماً)) . رواه مسلم

২/ ১৬৭৮। স্বাফিয়াহ বিন্তে আবূ উবাইদ নবী ﷺ-এর কোন স্ত্রী (হাফসাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণনা করেছেন, নবী ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি গণকের নিকট এসে কোন

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

(গায়বী) বিষয়ে প্রশ্ন করে, তার চল্লিশ দিনের নামায কবুল করা হয় না।' *(মুসলিম)*

(অন্য হাদীসে আছে, আর যে ব্যক্তি গণকের কথা বিশ্বাস করবে, সে কাফের হয়ে যাবে। আহমাদ, তিরমিযী)

৩/ ১৬৭৯। (এ স্থলে বর্ণিত হাদীসটি সহীহ নয়।)

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنِ اقْتَبَسَ عِلْماً مِنَ النُّجُومِ، اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ)) . رواه أبو داود بإسناد صحيح

৪/ ১৬৮০। ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি জ্যোতিষ বিদ্যার কিছু অংশ শিক্ষা করল, সে আসলে যাদু বিদ্যার একটি অংশ শিক্ষা করল। বিধায় জ্যোতিষ বিদ্যা যত বেশী পরিমাণে শিক্ষা করবে, অত বেশী পরিমাণে তার যাদু বিদ্যা বেড়ে যাবে। *(আবূ দাউদ বিশুদ্ধ সূত্রে)*

وَعَنْ مُعاوِيَةَ بنِ الحَكَمِ ﷺ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِالجَاهِلِيَّةِ ، وَقَدْ جَاءَ اللهُ تَعَالَى بِالإِسْلاَمِ ، وَإِنَّ مِنَّا رِجَالاً يَأْتُونَ الكُهَّانَ ؟ قَالَ : ((فَلاَ تَأْتِهِمْ)) قُلْتُ : وَمِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ ؟ قَالَ : ((ذَلِكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ ، فَلاَ يَصُدُّهُمْ)) قُلْتُ : وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّونَ ؟ قَالَ : ((كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ ، فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ ، فَذَاكَ)) . رواه مسلم

৫/ ১৬৮১। মুআবিয়াহ ইবনে হাকাম ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আমার জাহিলাতের সময় অত্যন্ত নিকটবর্তী (অর্থাৎ আমি অল্পদিন হল অন্ধযুগ থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছি) এবং বর্তমানে আল্লাহ আমাকে ইসলামে দীক্ষিত করেছেন। আমাদের কিছু লোক গণকদের নিকট (ভাগ্য-ভবিষ্যৎ জানতে) যায়। তিনি বললেন, 'তুমি তাদের কাছে যেও না।' আমি বললাম, আমাদের কিছু লোক অশুভ লক্ষণ মেনে চলে। তিনি বললেন, এ এমন জিনিস, যা তারা নিজেদের অন্তরে অনুভব করে। সুতরাং এ (সব ধারণা) যেন তাদেরকে (বাঞ্ছিত কাজে) বাধা না দেয়। আমি নিবেদন করলাম, আমাদের মধ্যে কিছু লোক দাগ টেনে শুভাশুভ নিরূপণ করে। তিনি বললেন, (প্রাচীনযুগে) এক পয়গম্বর দাগ টানতেন। সুতরাং যার দাগ টানার পদ্ধতি উক্ত পয়গম্বরের পদ্ধতি অনুসারে হবে, তা সঠিক বলে বিবেচিত হবে (নচেৎ না)। *(মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي مَسعُودٍ البَدْرِيِّ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ. متفق عَلَيْهِ

৬/ ১৬৮২। আবূ মাসউদ বাদরী ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুকুরের মূল্য, ব্যভিচারের বিনিময় এবং গণকের পারিতোষিক গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

(অর্থাৎ, কুকুর বিক্রি করে, নিজের দাসীকে বেশ্যার কাজে এবং দাসকে গণকের কাজে খাটিয়ে অর্থ উপার্জন করতে নিষেধ করেছেন।)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ৩০৪

অশুভ লক্ষণ মানা নিষেধ

এ বিষয়ে পূর্বোক্ত পরিচ্ছেদে বহু হাদীস উল্লিখিত হয়েছে।

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ ، وَيُعْجِبُنِي الفَأْلُ)) قَالُوا : وَمَا الفَأْلُ ؟ قَالَ : ((كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ)) . متفق عَلَيْهِ

১/ ১৬৮৩। আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, রোগের সংক্রমণ ও অশুভ লক্ষণ বলতে কিছুই নেই। শুভ লক্ষণ মানা আমার নিকট পছন্দনীয়। আর তা হল, উত্তম বাক্য। *(বুখারী ও মুসলিম)*

(অর্থাৎ, উত্তম বাক্য শুনে মনে মনে কল্যাণের আশা পোষণ করা, যেমন চাকরীর দরখাস্ত নিয়ে গিয়ে কারো জিজ্ঞেস করলেন, সে বলল, মঞ্জুর আলী। তখন আপনার মনে দরখাস্ত মঞ্জুর হওয়ার আশা করা বিধি-সম্মত।)

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ . وَإِنْ كَانَ الشُّؤمُ فِي شَيْءٍ فَفِي الدَّارِ ، وَالمَرْأَةِ ، وَالفَرَسِ . متفق عَلَيْهِ

২/ ১৬৮৪। ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, ছোঁয়াচে ও অশুভ বলে কিছু নেই। অশুভ বলতে যদি কিছু থাকে, তাহলে তা ঘর, স্ত্রী ও ঘোড়ার মধ্যে আছে। *(বুখারী)*

(কোন বস্তু প্রকৃতপক্ষে অমঙ্গলময় নয়। তবে বিশেষ কিছু গুণাগুণের ভিত্তিতে কোন কোন ব্যক্তির জন্য কষ্ট ও দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায় বলে তাকে অমঙ্গলময় বোধ করা হয় যেমন, স্বামীর অবাধ্য স্ত্রী, সংকীর্ণ ঘর, অবাধ্য বাহন ইত্যাদি।)

وَعَنْ بُرَيْدَةَ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لاَ يَتَطَيَّرُ . رواه أَبُو داود بإسناد صحيح

৩/ ১৬৮৫। বুরাইদাহ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ (কোন কিছুকে) অশুভ লক্ষণ মানতেন না। *(আবূ দাউদ-বিশুদ্ধ হাদীস)*

৪/ ১৬৮৬। (এ স্থলে বর্ণিত হাদীসটি সহীহ নয়।)

পরিচ্ছেদ - ৩০৫

পাথর, দেওয়াল, ছাদ, মুদ্রা ইত্যাদিতে প্রাণীর মূর্তি খোদাই করা হারাম। অনুরূপভাবে দেওয়াল, ছাদ, বিছানা, বালিশ, পর্দা, পাগড়ী, কাপড় ইত্যাদিতে প্রাণীর চিত্র অঙ্কন করা হারাম এবং মূর্তি ছবি নষ্ট করার নির্দেশ

عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ ، يُقَالُ لَهُمْ : أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ)) . متفق عليه

১/ ১৬৮৭। ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যারা এ জাতীয় (প্রাণীর) মূর্তি বা ছবি তৈরী করে, কিয়ামতের দিন তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে। তাদেরকে বলা হবে, তোমার যা বানিয়েছিলে তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা কর। *(বুখারী)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ سَفَرٍ ، وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لِي بِقِرامٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَلَوَّنَ وَجْهُهُ، وَقَالَ: ((يَا عَائِشَةُ ، أَشَدُّ النَّاسِ عَذَاباً عِندَ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهِ)) قَالَتْ : فَقَطَعْنَاهُ فَجَعَلْنَا مِنهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ . متفق عليه

২/ ১৬৮৮। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ (তাবূক যুদ্ধের) সফর থেকে ফিরে এলেন। আমি আমার কক্ষের তাক বা জানলায় পাতলা কাপড়ের পর্দা টাঙ্গিয়ে ছিলাম; তাতে ছিল (প্রাণীর) অনেকগুলি চিত্র। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ওটা দেখলেন, তখন তার চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেল। তিনি বললেন, হে আয়েশা! কিয়ামতের দিন সেসব মানুষের সবচেয়ে বেশি শাস্তি হবে, যারা আল্লাহর সৃষ্টির অনুরূপ তৈরী করবে। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, সুতরাং আমরা তা ছিঁড়ে ফেললাম এবং তা দিয়ে একটি বা দু'টি হেলান-বালিশ তৈরী করলাম। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : ((كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسٌ فَيُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ)) . قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ : فَإِنْ كُنْتَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً، فَاصْنَعِ الشَّجَرَ وَمَا لاَ رُوحَ فِيهِ. متفق عليه

৩/ ১৬৮৯। ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, প্রত্যেক ছবি (বা মূর্তি) নির্মাতা জাহান্নামে যাবে, তার নির্মিত প্রতিটি ছবি বা মূর্তির পরিবর্তে একটি করে প্রাণ সৃষ্টি করা হবে, যা তাকে জাহান্নামে শাস্তি দিতে থাকবে। ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, যদি তুমি করতেই চাও, তাহলে গাছপালা ও নিষ্প্রাণ বস্তুর ছবি বা মূর্তি তৈরী করতে পার। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْهُ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا ، كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوْحَ يَومَ القِيَامَةِ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ)) . متفق عليه

৪/ ১৬৯০। উক্ত রাবী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তির দুনিয়াতে কোন (প্রাণীর) চিত্র বানিয়েছে তাকে কিয়ামতের দিনে তাতে রূহ ফুঁকার জন্য বাধ্য করা হবে আর সে রূহ ফুঁকতে পারবে না। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : ((إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً يَومَ القِيَامَةِ المُصَوِّرُونَ)). متفق عليه

৫/ ১৬৯১। ইবনে মাসঊদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিনে ছবি বা মূর্তি নির্মাতাদের সর্বাধিক কঠিন শাস্তি হবে। *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : ((قَالَ اللهُ تَعَالَى : وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي ؟ فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً ، أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً)). متفق عليه

৬/ ১৬৯২। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তাআলা বলেন, তার চাইতে বড় যালেম কে আছে, যে আমার সৃষ্টির অনুরূপ সৃষ্টি তৈরী করতে চায়? সুতরাং তারা একটি ধূলিকণা বা পিঁপড়ে সৃষ্টি করুক অথবা একটি শস্যদানা সৃষ্টি করুক অথবা একটি যবদানা সৃষ্টি করুক। *(বুখারী ও মুসলিম)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَنْ أَبِي طَلْحَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((لاَ تَدْخُلُ المَلاَئِكَةُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ)). متفق عليه

৭/ ১৬৯৩। আবূ ত্বালহা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সে ঘরে (রহমতের) ফিরিশ্তা প্রবেশ করেন না, যে ঘরে কুকুর থাকে এবং সে ঘরেও নয়, যে ঘরে ছবি বা মূর্তি থাকে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : وَعَدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ جِبْرِيلُ أَنْ يَأتِيَهُ ، فَرَاثَ عَلَيْهِ حَتَّى اشْتَدَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَخَرَجَ فَلَقِيَهُ جِبرِيلُ فَشَكَا إِلَيهِ ، فَقَالَ : إِنَّا لاَ نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ . رواهُ البُخاري

৮/ ১৬৯৪। ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একবার) জিব্রীল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসার ওয়াদা দিলেন। কিন্তু তিনি আসতে বিলম্ব করলেন, এমনকি শেষ পর্যন্ত (এ বিলম্ব) নবী ﷺ-এর পক্ষে অত্যন্ত ভারী বোধ হতে লাগল। অবশেষে তিনি বাইরে বের হয়ে গেলেন। তখন জিব্রীল তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি বিলম্ব হওয়ার অভিযোগ করলে জিব্রীল বললেন, **আমরা সেই ঘরে প্রবেশ করি না যে ঘরে কুকুর কিম্বা ছবি থাকে**। *(বুখারী)*

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : وَاعَدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ جبرِيلُ عليه السلام، فِي سَاعَةٍ أَنْ يَأتِيَهُ ، فَجَاءتْ تِلْكَ السَّاعَةُ وَلَمْ يَأته ! قَالَتْ : وَكَانَ بِيَدِهِ عَصاً، فَطَرَحَهَا مِنْ يَدِهِ وَهُوَ يَقُولُ : ((مَا يُخْلِفُ اللهُ وَعْدَهُ وَلاَ رُسُلُهُ)). ثُمَّ التَفَتَ ، فَإِذَا جَرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ سَرِيرِهِ . فَقَالَ : ((مَتَى دَخَلَ هَذَا الكَلْبُ ؟)) فَقُلْتُ : وَاللهِ مَا دَرَيْتُ بِهِ ، فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ ، فَجَاءَهُ جِبْرِيلُ عليه السلام، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((وَعَدْتَنِي، فَجَلَسْتُ لَكَ وَلَمْ تَأْتِنِي)) فَقَالَ : مَنَعَنِي الكَلْبُ الَّذِي كَانَ فِي بَيْتِكَ ، إِنَّا لاَ نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ . رواه مسلم

৯/ ১৬৯৫। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা জিব্রীল عليه السلام আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সঙ্গে কোন এক সময়ে সাক্ষাৎ করার জন্য ওয়াদা করেন। সুতরাং সে নির্ধারিত সময়টি এসে পৌঁছল; কিন্তু জিব্রীল عليه السلام আসলেন না। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, নবী ﷺ-এর হাতে একটি লাঠি ছিল। তিনি তা ফেলে দিলেন এবং বললেন, আল্লাহ নিজ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না এবং তাঁর দূতগণও না। তারপর তিনি ফিরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখতে পেলেন যে, তাঁর খাটের নীচে একটি কুকুর ছানা বসে আছে। তখন তিনি বললেন, এ কুকুরটি কখন এখানে ঢুকে পড়েছে? (আয়েশা বলেন) আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি ওর ব্যাপারে জানতেই পারিনি। সুতরাং তিনি আদেশ দিলে ওটাকে বাইরে বের করা হল। তারপর জিব্রীল عليه السلام-এর আগমন ঘটল। তখন আল্লাহর রসূল ﷺ (অভিযোগ ক'রে) বললেন, আপনি আমার সঙ্গে ওয়াদা করেছিলেন, আর আমি আপনার প্রতীক্ষায় বসেছিলাম, অথচ আপনি আসলেন না? তখন জিব্রীল বললেন, আমাকে ঐ কুকুর ছানাটি (ঘরে ঢুকতে) বাধা দিয়েছিল; যেটা আপনার ঘরের মধ্যে ছিল। **নিশ্চয় আমরা সে ঘরে প্রবেশ করি না, যে ঘরে কুকুর কিম্বা কোন ছবি বা মূর্তি থাকে**। *(মুসলিম)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَنْ أَبِي الهَيَّاجِ حَيَّانَ بن حُصَيْنٍ ، قَالَ : قَالَ لِيْ عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِب ﷺ : أَلاَ أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ أَنْ لاَ تَدَعَ صُورَةً إِلاَّ طَمَسْتَهَا، وَلاَ قَبْراً مُشْرَفاً إِلاَّ سَوَّيْتَهُ. رواه مسلم

১০/ ১৬৯৬। আবুল হাইয়াজ হাইয়ান ইবনে হুস্বাইন হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আলী ইবনে আবী তালেব ﷺ আমাকে বললেন, তোমাকে সে কাজের জন্য পাঠাবো না কি, যে কাজের জন্য আল্লাহর রসূল ﷺ আমাকে পঠিয়েছিলেন? (তা হচ্ছে এই যে,) কোন (প্রাণীর) ছবি বা মূর্তি দেখলেই তা নিশ্চিহ্ন করে দিবে এবং কোন উঁচু কবর দেখলে তা সমান করে দিবে। *(মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ৩০৬

শিকার করা, পশু রক্ষা বা ক্ষেত খামার, ঘরবাড়ি পাহারা দেওয়ার উদ্দেশ্য ছাড়া কুকর পোষা হারাম

عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((مَنِ اقْتَنَى كَلْباً إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَومٍ قِيرَاطَانِ)). متفق عليه. وفي رواية : ((قِيرَاطٌ)) .

১/ ১৬৯৭। ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি শিকারী অথবা পশুরক্ষক কুকুর ছাড়া অন্য কুকুর পোষে, তার নেকী থেকে প্রত্যেক দিন দুই ক্বীরাত্ব পরিমাণ সওয়াব কমে যায়। *(বুখারী ও মুসলিম)* অন্য বর্ণনায় আছে, এক ক্বীরাত্ব সওয়াব কমে যায়।

وَعَنْ أَبِيْ هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ أَمْسَكَ كَلْباً، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَومٍ قِيرَاطٌ إِلاَّ كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ)) . متفق عليه

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسلِمٍ : ((مَنِ اقْتَنَى كَلْباً لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ، وَلاَ مَاشِيَةٍ وَلاَ أَرْضٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ)).

২/ ১৬৯৮। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কুকুর বাঁধে (পালে), তার আমল (নেকী) থেকে প্রত্যহ এক ক্বীরাত্ব পরিমাণ কমে যায়। *(বুখারী ও মুসলিম)*

অন্য বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি এমন কুকুর পোষে, যা শিকারের জন্য নয়, পশু রক্ষার জন্য নয় এবং ক্ষেত পাহারার জন্য নয়, সে ব্যক্তির নেকী থেকে প্রত্যেক দিন দুই ক্বীরাত্ব পরিমাণ সওয়াব কমে যায়। *(ক্বীরাত ঠিক কত পরিমাণ, তা আল্লাহই জানেন।)*

পরিচ্ছেদ - ৩০৭

উঁট বা অন্যান্য পশুর গলায় ঘন্টা বাঁধা বা সফরে কুকুর এবং ঘুঙুর সঙ্গে রাখা মকরূহ

عَن أَبِيْ هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لاَ تَصْحَبُ المَلاَئِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ أَوْ جَرَسٌ)).

رواه مسلم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

১/ ১৬৯৯। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সেই কাফেলার সঙ্গে (রহমতের) ফিরিশ্তা থাকেন না, যাতে কুকুর কিম্বা ঘুঙুর থাকে। *(মুসলিম)*

وَعَنْه : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : ((الجَرَسُ مَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ)) . رواه مسلم

২/ ১৭০০। উক্ত রাবী হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, ঘন্টা বা ঘুঙুর শয়তানের বাঁশি। *(বুখারী ও মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ৩০৮

নোংরাভোজী পশুকে সওয়ারী বানানো মকরূহ

যে হালাল পশু (উঁট, গরু ইত্যাদি) সাধারণতঃ মানুষের পায়খানা খায়, তার উপর সওয়ার হওয়া মকরূহ। এরূপ নোংরাভোজী উঁট যদি ঘাস খেতে লাগে (এবং নোংরা ভক্ষণ করা ত্যাগ করে) তাহলে তার মাংস পবিত্র হবে বিধায় মকরূহ থাকবে না।

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الجَلاَّلَةِ فِي الإِبِلِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا.

رواه أبو داود بإسناد صحيح

১/ ১৭০১। ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ নোংরা-ভোজী উঁটনীর উপর চড়তে বারণ করেছেন। *(আবূ দাঊদ-বিশুদ্ধ সূত্রে)*

(প্রকাশ থাকে যে, এরূপ পশুর দুধ ও মাংস খাওয়ার ব্যাপারেও নিষেধাজ্ঞা এসেছে।)

পরিচ্ছেদ - ৩০৯

মসজিদে থুথু ফেলা নিষেধ। যদি থুথু ফেলা হয়ে থাকে তাহলে তা পরিষ্কার করা এবং যাবতীয় আবর্জনাদি থেকে মসজিদকে পবিত্র রাখার নির্দেশ

عَنْ أَنَسٍ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((البُصَاقُ فِي المَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا)). متفق عليه

১/ ১৭০২। আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'মসজিদের ভিতর থুথু ফেলা পাপ। আর তার কাফ্ফারা (প্রায়শ্চিত্ত) হল তা মাটিতে পুঁতে দেওয়া। *(বুখারী ও মুসলিম)*

অর্থাৎ, মসজিদের মেঝে কাঁচা মাটি বা বালির হলে তা মাটি বা বালি ঢাকা দিতে হবে। আমাদের (শাফেয়ী) মযহাবের আলেম আবুল মাহাসিন রুয়ানী তাঁর 'আল-বাহ্র' গ্রন্থে বলেন, বলা হয়েছে যে, দাফন করার অর্থ হল, তা মসজিদ থেকে দূর করে দেওয়া। কিন্তু মসজিদের মেঝে যদি মোজাক করা বা পাকা হয়, তাহলে তা জুতা বা অন্য কিছু দিয়ে রগড়ে দেওয়া - যেমন বহু জাহেল করে থাকে - দাফন করা নয়। বরং তাতে পাপ বৃদ্ধি করা এবং মসজিদকে বেশি নোংরা করা হয়। যে কেউ এমন করে থাকে, তার উচিত হল, তা কাপড়, হাত অথবা অন্য কিছু দিয়ে মুছে দেওয়া অথবা পানি দিয়ে ধুয়ে দেওয়া।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com